বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৯ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। বুধবার২৪ জুন ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫২৬ সংখ্যা।। ১৪পাতা বুলেটিন সংখ্যা

১০ হাজার অনুপ্রবেশকারীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে

বিএসএফ-কে ১৪২ একর জমি হস্তান্তর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ সিএএ, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিধানসভায় রাজ্য সরকারের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ১০ হাজার অনুপ্রবেশকারীকে রাজ্য থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও ১২টি হোল্ডিং সেন্টারে আরও ১৮০০ জন রয়েছেন, যাঁদের ধাপে ধাপে সীমান্ত পেরিয়ে পাঠানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারী এবং ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টেনে দেন। তিনি বলেন, এসআইআর প্রসঙ্গে বিরোধীদের একাংশের বক্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থান একদম স্পষ্ট; যাঁরা অনুপ্রবেশকারী, তাঁরা অনুপ্রবেশকারীই।পরিসংখ্যান তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, সিএএ-র আওতায় না আসা বাকি যাঁরা রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১০ হাজার জনকে বের করা হয়েছে এবং ১২টি হোল্ডিং সেন্টারে আরও ১৮০০ জন অপেক্ষায় আছেন, যাঁদের নিয়মিতভাবে সীমান্তের ওপারে পাঠানো হচ্ছে।অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রাজ্যের অর্থ ব্যয় করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের করদাতাদের অর্থ রাজ্যের নাগরিকদের কল্যাণেই খরচ হবে। এই প্রসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর প্রকল্প, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা বৃদ্ধি, বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, স্কুল সংস্কার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থার মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই খাতগুলিতে অর্থ ব্যয় হবে, কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের আটক রেখে তাঁদের খাওয়া-পোশাক-চিকিৎসার খরচ রাজ্য বহন করবে না।অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী তাঁদের আটক না রেখে সরাসরি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।একই সঙ্গে বৈধ ভারতীয় নাগরিকদের আশ্বস্ত করে

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্ম, সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে কোনো ভারতীয় নাগরিকের চিন্তার কারণ নেই। তবে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি।বিএসএফকে জমি হস্তান্তর প্রসঙ্গে বিধানসভায় বিস্তারিত তথ্য পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই ১৪২.৭৯ একর জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হবে।

বহাল রক্ষাকবচ

নয়া জামানা ঃ মেসিকাণ্ডে স্বস্তি বহাল থাকছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। হাই কোর্টের একক বেঞ্চ আগেই রক্ষাকবচ দিয়েছিল তাঁকে। সেই রক্ষাকবচই আপাতত বহাল থাকছে। অরূপের রক্ষাকবচ বাতিলের দাবিতে শতদ্রু দত্তর করা মামলায় এখনই কোনও হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ।

রাজ্য কমিটিতে রানা

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে বামেদের একমাত্র প্রদীপ তিনি। কোনওক্রমে টিমটিম করে হলেও বিধানসভায় বামপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছেন। এবার বড়সড় পুরস্কার পাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান রানা। সিপিএম রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য হলেন তিনি। এছাড়াও রাজ্য কমিটিতে নেওয়া হল গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদক মোনালিসা সিনহাকে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে সিপিএমের দু'দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক।

বিদেশ যেতে চান অভিষেক

নয়া জামানা ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের সংসার তৃণমূল ভেঙে খান-খান! আসল তৃণমূল নাকি কালীঘাটের তৃণমূলের মধ্যে প্রতীক নিয়ে চলছে দড়ি টানাটানি। এরই মধ্যেই বিদেশ যেতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখের চিকিৎসার জন্য এক সপ্তাহের জন্য বিদেশে যাওয়া প্রয়োজন, সেই বিষয়ে অনুমতি চেয়ে এদিন কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

মিষ্টি নিয়ে অর্থ দফতরে মুখ্যমন্ত্রী

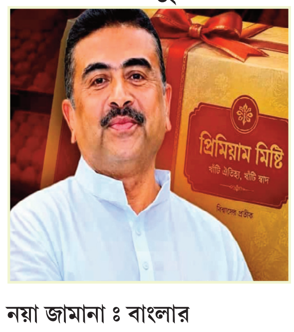

নয়া জামানা ঃ বাংলার রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত মিলল এদিন। বিধানসভায় বাজেট পেশের আগে নবান্নে সনাতন প্রথা মেনে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে নিজের হাতে দই-চিনি খাইয়ে শুভকামনা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে রাষ্ট্রপতির দই-চিনি খাওয়ানোর রীতি পরিচিত হলেও, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বা তৃণমূল আমলে এমন দৃশ্য দেখা যায়নি।

আসল তৃণমূল নিয়ে দ্বন্দ্ব কাটাতে

পিএসি চেয়ারম্যান পদে ভোটাভুটি

নয়া জামানা ঃ নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে রাজ্য বিধানসভা। বিরোধী শিবিরের অভ্যন্তরীণ বিভাজন, নেতৃত্ব নিয়ে টানাপোড়েন এবং প্রতীক ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ ঘিরে জটিলতার প্রেক্ষিতে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন এবার ভোটাভুটির মাধ্যমে সম্পন্ন হতে চলেছে।বিধানসভা সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৫ জুলাই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শুধু পিএসি নয়, আরও তিনটি কমিটির চেয়ারম্যান পদেও একই দিনে ভোট হবে।

মঙ্গলবার বিধানসভা সচিবালয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।সাধারণত বিধানসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি ও পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদ বিরোধী দলের জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বিরোধী শিবিরের

মনোনয়নের ভিত্তিতেই তা নির্ধারিত হয়।দীর্ঘদিন ধরে এই রীতি অনুসরণ করা হলেও এবার বিরোধী শিবিরে অভূতপূর্ব বিভাজনের কারণে সেই প্রক্রিয়া জটিল হয়ে পড়ে।বর্তমানে বিরোধী আসনে থাকা ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৬৫ জনই তৃণমূল -এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। এই শিবিরের নেতৃত্বে রয়েছেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি তুলে তিনি বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দাবি করেন।অন্যদিকে, এই দাবির বৈধতা ও বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে জটিলতা বর্তমানে আদালতের বিচারাধীন। বিষয়টির সমাধানের জন্য শাসকদল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসও আইনি পথে লড়াই চালাচ্ছে।এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন ভোটাভুটির মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।বিধানসভা সূত্রে জানা গেছে, ৩০ জুন পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। ১ জুলাই স্ক্রুটিনি এবং ২ জুলাই বিকেল ৩টার মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময়। ৫ জুলাই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন শুধুমাত্র বিরোধী বিধায়করা, যাদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস,সিপিআই(এম), এবং আইএসএফ-এর প্রতিনিধিরা। প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে ২০ জন।সূত্রের আরও দাবি, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে সংখ্যার নিরিখে এগিয়ে রয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির। শাসকদলের তরফে এই পদে ফিরহাদ হাকিমকে মনোনীত করার বিষয়ে আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে। তবে বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে প্রার্থী এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

আর.জি.করের বিচার হবে

প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর, বিধানসভায় কাঁদলেন অভয়ার মা

নয়া জামানা ঃ আর জি করের বিচার হবে বিধানসভায় নিজের প্রথম জবাবি ভাষণে প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশনে এই আশ্বাস শোনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন অভয়ার মা, যিনি পানিহাটি কেন্দ্র থেকে বিজেপির বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে এখন নিজেই বিধানসভার সদস্য।

২০২৪ সালের আগস্টে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা দীর্ঘদিন ধরে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জানানো হয়, আর জি কর মামলার তদন্ত নতুন করে শুরু হবে।মঙ্গলবার বিধানসভায় জবাবি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আর জি কর ছাড়াও রামপুরহাট, হাঁসখালি ও কসবা ল কলেজের ঘটনাগুলির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন এবং এসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, অভয়ার বিচার

নিশ্চিত করতে তিনজন আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং দায়ী ব্যক্তিদের অপসারণ করা হয়েছে। তামান্নার মামলা প্রসঙ্গেও বিচারের আশ্বাস দেন তিনি, এবং রামপুরহাট, হাঁসখালি, কসবা, কামদুনি ও ধূপগুড়ির ঘটনাগুলিতেও সরকারের জিরো টলারেন্স অবস্থানের কথা জানান। তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠনের কথাও তিনি ঘোষণা করেন।মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন নিজের আসনে বসে থাকা অভয়ার মা কান্নায় ভেঙে পড়েন, পাশের বিধায়ক তাঁকে সান্ত্বনা দেন। সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী আর জি কর মামলার নথি নতুন করে পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেন, যার জেরে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, তৎকালীন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং তৎকালীন ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেন্ড করা হয়।তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও মন্ত্রী এই ঘটনায় কোনও নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ইতিমধ্যে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও অভিষেক গুপ্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং কিছু নথিও সংগ্রহ করেছেন। আগামী সপ্তাহে বিনীত গোয়েলকেও তলব করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তিনজনের কাছ থেকে পাওয়া নথিপত্র পর্যালোচনা করবেন তদন্তকারীরা।

যত খুশি রাস্তায় নামুন, ফিরতে পারবেন না

মমতাকে খোঁচা শুভেন্দুর

নয়া জামানা ঃ বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কোনও বাধা দেওয়া হবে না, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের প্রথম জবাবি ভাষণে এই বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে এই উদারতার পাশাপাশিই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিতে ছাড়েননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, রোজ মিছিল করুন, কিন্তু ফিরতে পারবেন না; কথাটা শুনতে আমন্ত্রণের মতো হলেও, তার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল রাজনৈতিক খোঁচা।ঘটনার সূত্রপাত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রানি রাসমণি সরণীতে অবস্থানের আবেদন নিয়ে। রাজ্য সরকারের তরফে অবশ্য ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়। সেই প্রসঙ্গ টেনে বিধানসভায় শুভেন্দু বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রানি রাসমণিতে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলে পুলিশ তাঁর কাছে নির্দেশনা চায়, এবং তিনি ওয়াই চ্যানেলে অনুমতি দেওয়ার কথা বলেন। এরপরেই কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, যত খুশি রোজ মিছিল করা যেতে পারে, কারণ ২০১১ সালের পরিবর্তনের সময় নিজে রাস্তায় থাকার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন যে এই পরিবর্তন উলটো দিকে আর হবে না।ঘটনার প্রেক্ষাপট অবশ্য অনেকটাই উলটো ছিল কয়েক বছর আগে। তৃণমূল আমলে বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারীকে নিজের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হতো, কারণ তাঁর সভা-মিছিলে বাধা দিত তখনকার রাজ্য সরকার। আদালতের নির্দেশের পরই সেইসব কর্মসূচি করতে পারতেন তিনি। বিধানসভা থেকেও একাধিকবার সাসপেন্ড হয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই এদিন তিনি পুরনো সরকারকে নিশানা করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, তৃণমূল সরকার পাঁচ বছরে কতবার তাঁকে কক্ষ থেকে বহিষ্কার করেছে, এবং জানান যে পাঁচবার তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল ও সাড়ে এগারো মাস কক্ষের বাইরে রাখা হয়েছিল, পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ১০২টি মামলা দায়ের হয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই তিনি কটাক্ষ করে বলেন, এত কিছুর পরেও তাঁরা বিরোধীদের মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগানোর কথা বলেননি।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের প্রতিটি প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ক্ষমতা হারানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন নিজেকে গৃহবন্দি রেখে ছিলেন বলে উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, হকার উচ্ছেদ ইস্যুতে শেষ পর্যন্ত পথে নামতে বাধ্য হন তৃণমূল নেত্রী, এবং সেই কর্মসূচিই ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে অনুষ্ঠিত হয়।

এমবাপের জোড়া গোলে

ইরাককে উড়িয়ে নকআউটে ফ্রান্স

নয়া জামানা ফ্রান্স ৩ (এমবাপে ২, দেম্বেলে)

ফিলাডেলফিয়ায় ফ্রান্সের সামনে ছিল দুই প্রতিপক্ষ ; ইরাক এবং বজ্রগর্ভ বৃষ্টি। কিন্তু কেউই থামাতে পারল না 'লে ব্লুজ'দের। ইরাককে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব নিশ্চিত করল দিদিয়ের দেশঁর দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে খেলে ফ্রান্স। প্রথম মিনিটে মানু কোনের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই ইরাকও পালটা আক্রমণে যায়। লেফট ব্যাক মার্কুস ডস্কির আক্রমণ কোনের ট্যাকেলে রুখে গেলেও ফ্রিকিক আদায় করে নেয় ইরাক, তবে গোল আসেনি। সপ্তম মিনিটে মাইকেল ওলিসের শট প্রতিরোধ করেন ইরাকের ডিফেন্ডাররা, আর পরের মুহূর্তেই সুযোগ নষ্ট করেন এমবাপে। তবে ১৪ মিনিটে আর ভুল হয়নি ; ওলিসের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করেন ফরাসি অধিনায়ক, যা ছিল জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁর শততম ম্যাচ।

পিছিয়ে পড়েও লড়াই চালিয়ে যায় ইরাক। ২৭ মিনিটে ডস্কির ক্রস থেকে আলি আল হামাদির হেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর আগেই ইরাকের জন্য বড় ধাক্কা আসে ; চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন স্ট্রাইকার আয়মান হুসেন, তাঁর জায়গায় নামেন আলি আল হামাদি। প্রথমার্ধে ফ্রান্স সাতটি শট নিলেও লক্ষ্যে রাখতে পারে মাত্র একটি, ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় তারা।প্রথমার্ধ চলাকালীনই শুরু হয় ভারী বৃষ্টি, যা ক্রমে আরও ভয়াবহ আকার নেয়। বিশ্বকাপের নিয়ম অনুযায়ী, স্টেডিয়ামের আশপাশে বজ্রপাতের পূর্বাভাস থাকলে খেলা বন্ধ রাখতে হয় এবং দর্শকদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী মাঠ ফাঁকা করে দর্শকদের কনকোর্স এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রায় সোয়া দুই ঘণ্টা বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হয়।

খেলা ফিরতেই যেন আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে ফ্রান্স। ৫৪ মিনিটে ইরাকের ভুলেই দ্বিতীয় গোল পায় তারা ; ডিফেন্ডার জাইদ তাহসিনের দুর্বল পাস ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি গোলরক্ষক আহমেদ বাসিল, বল চলে যায় দেম্বেলের কাছে, যিনি ফাঁকায় থাকা এমবাপেকে বল বাড়িয়ে দিলে সহজেই তা জালে জড়ান তিনি। ৬৬ মিনিটে ওলিসের নিখুঁত থ্রু বল থেকে ব্যবধান ৩-০ করেন উসমান দেম্বেলে ; যা চলতি কোনও মেজর টুর্নামেন্টে তাঁর প্রথম গোল।জাতীয় দলের জার্সিতে শততম ম্যাচে জোড়া গোল করে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নিজের গোলসংখ্যা ১৬-এ পৌঁছে দিলেন এমবাপে, যার ফলে তিনি এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় উঠে এসেছেন। তাঁর সামনে এখন রয়েছেন কেবল লিওনেল মেসি, যাঁর গোলসংখ্যা ১৮। টানা দ্বিতীয় জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'আই' থেকে প্রথম দল হিসেবে নকআউট পর্বে জায়গা করে নিল ফ্রান্স।

যুবরাজের পাথরচুরি !

বছরে ১১০০ কোটি দুবাই পাচার, বিধানসভায় বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ মঙ্গলবার বিধানসভায় দীর্ঘ বক্তৃতায় পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাণিজ্য সম্মেলনের নামে একটি বণিকসভাকে ৩২৪ কোটি টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা আর্থিক অনিয়মের কথা তিনি বিধানসভায় তুলে ধরেন। তবে তাঁর ভাষণের মূল আকর্ষণ ছিল তৃণমূলের 'যুবরাজ' এবং বীরভূমের পাথর খাদান নিয়ে অভিযোগ।মুখ্যমন্ত্রী জানান, বীরভূমের পাথর খাদান থেকে অবৈধভাবে পাথর পাচার করে বছরে আনুমানিক ১১০০ থেকে ১২০০ কোটি টাকা ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে দুবাইয়ে পাচার হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেন, এটি কেবল হিমশৈলের চূড়া মাত্র এবং প্রকৃত চুরির পরিমাণ অনুমানের বাইরে। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, আগের সরকারের আমলে বীরভূমের পাথর খাদান থেকে বছরে মাত্র ৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হতো, যা বিজেপি সরকার গঠনের দেড় মাসের মধ্যে বেড়ে ৮৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে এবং তা ১০০ কোটি টাকা ছোঁবে বলে তাঁর দাবি। এই হিসাবের মাধ্যমেই তিনি দাবি করেন, বাকি বিপুল রাজস্ব প্রতি বছর ফাঁকি দিয়ে পাচার করা হতো। তবে ওই 'যুবরাজে'র নাম তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি। উল্লেখযোগ্যভাবে, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সময় তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ও ফিরহাদ হাকিমকে গালে হাত দিয়ে নীরবে শুনতে দেখা যায়।পাথর খাদান কেলেঙ্কারির পাশাপাশি আই-প্যাক সংস্থার প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকারের প্রতিটি দফতর থেকেই অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের এক ঠিকাদার কাকদ্বীপের একটি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি আই-প্যাকের অ্যাকাউন্টে ১০ কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ঘটনাগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে।

এছাড়াও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প নিয়ে বড় দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, এই প্রকল্পে প্রায় ৩০ লক্ষ ভুয়ো উপভোক্তা চিহ্নিত হয়েছে, যার অর্থ ভুয়ো নাম ব্যবহার করে বছরে আনুমানিক ৫৪০০ কোটি টাকা এই একটি প্রকল্প থেকেই আত্মসাৎ করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, নবান্নের প্রশাসনিক স্তর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত থেকেও সাধারণ মানুষের করের টাকা এই বিপুল পরিমাণে নষ্ট হতে দিয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দুর্নীতিতে যুক্ত কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না ।

সম্পাদকীয়

অভিনেতা নয়, এখন মুখ্যমন্ত্রী

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন জোসেফ বিজয়। দীর্ঘদিনের জনপ্রিয় অভিনেতা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী;এই যাত্রাপথ সহজ ছিল না। আর সেই কারণেই বিধানসভায় তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণ শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং সমালোচকদের উদ্দেশে এক স্পষ্ট বার্তা।মঙ্গলবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিজয় জানিয়ে দিলেন, তাঁর দল 'তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম' (টিভিকে) কোনও ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক শক্তি নয়। যাঁরা এখনও তাঁদের 'অভিনেতার দল' বলে কটাক্ষ করেন, তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ জবাব;তআমরা হারিয়ে যেতে আসিনি।দ নির্বাচনে ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম, নানা বাধা এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই।বিজয়ের বক্তব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল জনমুখী ইস্যুগুলিকে সামনে আনা। বিশেষ করে মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট' নিয়ে তাঁর অবস্থান নতুন নয়, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেই দাবিকে আরও জোরালো করেছেন তিনি। তাঁর মতে, নিট শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করছে এবং বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছে। প্রশ্নফাঁস, মানসিক চাপ ও আত্মহত্যার মতো ঘটনার উল্লেখ করে তিনি পরীক্ষাটি বাতিলের দাবি পুনরায় উত্থাপন করেছেন। তামিলনাড়ুর দীর্ঘদিনের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফলের ভিত্তিতে মেডিক্যালে ভর্তি প্রক্রিয়ার পক্ষে সওয়াল করেন।একইসঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নেও আপসহীন অবস্থান নিয়েছেন বিজয়। কেন্দ্রের তরফে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তামিলনাড়ুর দ্বি-ভাষা নীতিই যথেষ্ট। তামিল ভাষার মর্যাদা ও আঞ্চলিক পরিচয় রক্ষার প্রশ্নে তাঁর এই অবস্থান রাজ্যের মানুষের আবেগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।তবে শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধেই নয়, পূর্বতন ডিএমকে সরকারের পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তিনি। বিজয়ের বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি নিজেকে প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে এক বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন। তাঁর লক্ষ্য কেবল সরকার পরিচালনা নয়, বরং তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা।রাজনীতির মঞ্চে তারকাখ্যাতি অনেককে জনপ্রিয়তা দিয়েছে, কিন্তু সেই জনপ্রিয়তাকে ভোটে এবং তারপর শাসনে রূপান্তরিত করা সহজ নয়। বিজয় সেই কঠিন পরীক্ষার প্রথম ধাপ পেরিয়েছেন। এখন তাঁর সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ;প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া।বিধানসভার ভাষণে তিনি যে আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছেন, তা তাঁর সমর্থকদের আশাবাদী করবে। তবে শেষ পর্যন্ত ইতিহাস মনে রাখবে তাঁর বক্তব্য নয়, তাঁর সরকারের কাজকে। তবু একটি বিষয় স্পষ্ট;তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি শুধু সিনেমার নায়ক নন রাজনীতির ময়দানেও দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা শিক্ষা, অর্থনীতি ও নারী ক্ষমতায়নের নতুন দিগন্ত

দিল আফরোজ খাতুন
গোপডিহি,বীরভূম

২০২৬ সালের জুন মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সময়ে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলেছে, তখন এই ধরনের একটি প্রকল্প সমাজের বৃহৎ অংশের জন্য স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। বিশেষত ছাত্রীরা, কর্মজীবী মহিলারা, গৃহিণীরা এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবেন।

শিক্ষা একটি জাতির উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের জন্য যাতায়াত একটি বড় সমস্যা। অনেক ছাত্রীর বাড়ি থেকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোচিং সেন্টারের দূরত্ব বেশ দীর্ঘ। প্রতিদিন বাসভাড়া বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়, তা অনেক পরিবারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক চাপ। বিশেষ করে যেসব পরিবারে একাধিক সন্তান পড়াশোনা করে, সেখানে এই ব্যয় আরও বেশি অনুভূত হয়।মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে ছাত্রীদের সেই যাতায়াত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে কমে যাবে। ফলে পরিবারের আর্থিক সাশ্রয় হবে এবং সেই অর্থ শিক্ষার অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা সম্ভব হবে। বই, খাতা, অনলাইন শিক্ষা, কোচিং কিংবা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার সুযোগ তৈরি হবে। অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে যে ছাত্রীরা দূরের ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে দ্বিধা করত, তারাও এখন নতুন করে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখতে পারবে।এই প্রকল্পের সামাজিক গুরুত্বও অত্যন্ত গভীর। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটি নারী ক্ষমতায়নের পথকে আরও সুগম করবে। একজন নারী যখন স্বাধীনভাবে এবং আর্থিক চাপ ছাড়াই যাতায়াত করতে পারেন, তখন তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তিনি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। ফলে সমাজে নারীর অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়।কর্মজীবী মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই প্রকল্প বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিদিন অফিস, কারখানা, দোকান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য যে অর্থ ব্যয় হতো, তা এখন সাশ্রয় হবে। মাসের শেষে এই সঞ্চিত অর্থ পরিবার পরিচালনা, সন্তানের শিক্ষা কিংবা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের জন্য এটি একটি বাস্তব অর্থনৈতিক সহায়তা হিসেবে কাজ করবে।গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের জন্য এই উদ্যোগ আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক সময় শুধুমাত্র যাতায়াত ব্যয়ের কারণে মহিলারা বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। বিনামূল্যে বাস পরিষেবা তাদের চলাচলের পরিধি বাড়াবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত হতে সাহায্য করবে।একই সঙ্গে এই প্রকল্প নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, স্কুল ও কলেজে উপস্থিতি বাড়ানো এবং পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়ার প্রবণতা কমাতেও সহায়ক হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণায় দেখা গেছে যে পরিবহন সুবিধা শিক্ষায় অংশগ্রহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যাতায়াত ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের শিক্ষাজীবন আরও সুসংহত হয়।তবে এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য পরিষেবার মান বজায় রাখা, পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস চালানো এবং যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো গেলে এই উদ্যোগ আরও কার্যকর হবে।সবশেষে বলা যায়, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা শুধুমাত্র একটি পরিবহন প্রকল্প নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সহায়তা, নারী ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষার প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ বহু পরিবারের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষ করে ছাত্রীদের জন্য এটি উচ্চশিক্ষার পথে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। উন্নত, শিক্ষিত ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই ধরনের জনমুখী উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

জীবনী

লিওনেল আন্দ্রেস মেসি

লিওনেল আন্দ্রেস মেসি ফুটবল ইতিহাসের এক অবিসংবাদিত জাদুকর এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়।১৯৮৭ সালের ২৪শে জুন আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়।বাবা হোর্হে মেসি ছিলেন ইস্পাত কারখানার কর্মী এবং মা সেলিয়া কুচ্চিত্তিনি কাজ করতেন পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে। শৈশব থেকেই ফুটবলের প্রতি মেসির ছিল এক সহজাত ও তীব্র টান। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে স্থানীয় ক্লাব গ্রান্দোলির হয়ে তাঁর ফুটবল পায়ে খড়ি হয়, যেখানে তাঁর প্রথম কোচ ছিলেন তাঁর দিদিমা সেলিয়া। মেসির ফুটবলার হয়ে ওঠার পেছনে এবং প্রতিটি গোলের পর আকাশের দিকে হাত তুলে উদযাপন করার অনুপ্রেরণা ছিলেন তাঁর এই দিদিমা। এরপর তিনি রোজারিওর বিখ্যাত ক্লাব 'নিওয়েল'স ওল্ড বয়েজ'-এ যোগ দেন এবং সেখানে তাঁর অবিশ্বাস্য ড্রিবলিং ও গোল করার ক্ষমতা সবাইকে মুগ্ধ করে। কিন্তু ১১ বছর বয়সে তাঁর জীবনে এক চরম বিপর্যয় নেমে আসে; তাঁর শরীরে গ্রোথ হরমোনের ঘাটতি ধরা পড়ে। এই চিকিৎসার খরচ ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল যা তাঁর পরিবারের পক্ষে বহন করা অসম্ভব ছিল। ঠিক এই সংকটের সময়েই মেসির প্রতিভা চোখে পড়ে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনার তৎকালীন স্পোর্টিং ডিরেক্টর কার্লেস রেক্সাচের। তিনি মেসির খেলা দেখে এতটাই মুগ্ধ হন যে হাতের কাছে কাগজ না পেয়ে একটি ন্যাপকিন পেপারেই মেসির সাথে চুক্তির খসড়া সই করেন এবং মেসির চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহনের দায়িত্ব নেয় বার্সেলোনা।

২০০০ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মেসি সপরিবারে স্পেনে চলে আসেন এবং বার্সেলোনার বিখ্যাত যুব একাডেমি 'লা মাসিয়া'-তে যোগ দেন। সেখানে কঠোর পরিশ্রম ও চিকিৎসার মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলেন তিনি। ২০০৪ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বার্সেলোনার মূল দলের হয়ে তাঁর অভিষেক হয়। এরপরের গল্পটি কেবলই সাফল্যের আর ইতিহাস গড়ার। বার্সেলোনার জার্সি গায়ে মেসি স্প্যানিশ লিগ লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, কোপা দেল রে-সহ অসংখ্য দলীয় ট্রফি জেতেন। ক্লাবটির ইতিহাসের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও অ্যাসিস্টকারী হিসেবে তিনি নিজেকে এক অলীক উচ্চতায় নিয়ে যান। সতীর্থ জাভি, ইনিয়েস্তা ও রোনালদিনহোর সাথে তাঁর মাঠের রসায়ন বিশ্ব ফুটবলকে মোহিত করে রেখেছিল। ব্যক্তিগত অর্জনেও তিনি ফুটবল বিশ্বকে শাসন করেন এবং রেকর্ডসংখ্যক ব্যালন ডি'অর লাভ করেন। ২০২১ সালে দীর্ঘ ২১ বছরের সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে বার্সেলোনা ছেড়ে তিনি ফরাসি ক্লাব প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)-তে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়ে সেখানেও নিজের জাদুকরী পারফরম্যান্স বজায় রাখেন। ক্লাব ফুটবলে আকাশছোঁয়া সাফল্য পেলেও আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের হয়ে ট্রফি জেতা ছিল মেসির ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ ও সংগ্রামের জায়গা। ২০০৬, ২০১০, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে ব্যর্থতা এবং পরপর কয়েকটি কোপা আমেরিকার ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় তিনি ২০১৬ সালে সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরও নিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের মানুষের ভালোবাসা এবং নিজের ফুটবল অধ্যায়ের অপূর্ণতা ঘোচাতে তিনি আবারও ফিরে আসেন। অবশেষে ২০২১ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপা আমেরিকা জয় করে আর্জেন্টিনার হয়ে তাঁর প্রথম বড় আন্তর্জাতিক ট্রফি জেতেন। কিন্তু তাঁর জীবনের চূড়ান্ত মহাকাব্য লেখা বাকি ছিল ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে।

অযোধ্যা পাহাড়ের কান্নাকুশলপল্লীর আড়ালে আদিবাসী শোষনের এক অন্ধকার উপাখ্যান

দেবরাজ মাহাতো

শেষ পর্ব

বুদ্ধেশ্বর লায়ার পরিবার থেকে প্রথমে নরেশ আগরওয়াল নিজে ৬৮ ডেসিমেল জমি কিনেছিলেন আইনি অনুমতি সাপেক্ষে। কিন্তু পরবর্তীকালে আইনি জটিলতা এড়াতে বুদ্ধেশ্বরের বাকি জমি এবং লিজের অংশ মিলিয়ে প্রায় ১১ বিঘা জমি সাগর মুন্ডার নামে নথিভুক্ত করা হয়। আজ সেই জমিতেই দাঁড়িয়ে আছে কুশলপল্লী।

কুশল পল্লীর এই চিত্রনাট্যে চূড়ান্ত মোচড় বা টুইস্ট আসে ২০২৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। সাগর মুন্ডার নামে কেনা বিঘার পর বিঘা জমির একটি বড় অংশ ৩০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয় আনন্দ হাঁসদা নামের এক যুবককে।

আনন্দ হাঁসদার পরিচয় খুঁজলে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হবে। তিনি অযোধ্যা পাহাড়ের জামঘুটু গ্রামের এক অত্যন্ত দরিদ্র আদিবাসী যুবক, যিনি খড়ের চালা ও মাটির ভাঙা ঘরে বাস করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আনন্দ হাঁসদা স্বয়ং এই কুশলপল্লী রিসোর্টেরই একজন সামান্য সিকিউরিটি গার্ড!

নথিপত্র অনুযায়ী একটি অদ্ভুত 'সার্কুলার লিজ' প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরিচারিকার ছেলে সাগর মুন্ডা জমি লিজ দিচ্ছেন সিকিউরিটি গার্ড আনন্দ হাঁসদাকে। আনন্দ হাঁসদা জমি লিজ পাওয়ার ঠিক একই দিনে, সেই জমি পুনরায় লিজ দিয়ে দিচ্ছেন নরেশ আগরওয়ালের মূল কোম্পানিকে!

বিভিন্ন সময়ে কিছু জমি আবার সাগর মুন্ডা সরাসরি লিজ দিচ্ছেন নরেশ বাবুর বিভিন্ন কাগুজে সংস্থাকে।

এমনকি কিছু সরকারি নথিতে জালিয়াতি আড়াল করতে সাগর মুন্ডার পদবি বদলে 'সাগর মন্ডল' পর্যন্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মাটির ঘরে থাকা এক সিকিউরিটি গার্ড আর পরিচারিকার ছেলে; এই দুই আদিবাসী যুবকের কাঁধে চড়েই খাড়া হলো কোটি কোটি টাকার কর্পোরেট রাজপ্রাসাদ।

সহজ-সরল আদিবাসীরা কীভাবে নিজেদের পৈতৃক ভিটেমাটি এভাবে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিলেন? এর নেপথ্যে উঠে আসছে এক গভীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগসাজশের নাম। স্থানীয় বাসিন্দাদের বয়ানে বারবার উঠে এসেছে ; সঞ্জয় জালান এবং পতিতপাবন মুড়া সহ বেশ কয়েকজনের নাম। সঞ্জয় জালান শিল্পপতি নরেশ আগরওয়ালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী অংশীদার। লিজ ও বিভিন্ন নথিতে তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। পতিতপাবন মুড়া অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলের প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। তাঁর মা চম্পা মুড়া অযোধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং তিনি নিজে প্রাক্তন বিধায়ক সুশান্ত মাহাতোর ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে পরিচিত।

পাহাড়বাসীর অভিযোগ, পতিতপাবন মুড়া নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আদিবাসী পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে সরল গ্রামবাসীদের ভুল বুঝিয়েছিলেন। লোভ দেখিয়ে টিপসই ও সই নেওয়া হয়েছিল। জমি বিক্রেতারা আজও জানেন না তাঁদের জমির প্রকৃত বাজারমূল্য কত ছিল এবং কত টাকায় তা বিক্রি হয়েছে। বিক্রির সিংহভাগ টাকাই প্রকৃত মালিকদের হাত পর্যন্ত পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ।

এই সাম্রাজ্য কেবল আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি গ্রাস করার মারাত্মক অভিযোগও এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

২০১৬ সালে সরকারের তৈরি করা সেই ৬টি কটেজ আজ কোথায়? সরেজমিনে তদন্তে দেখা গেছে, সেই সরকারি পরিকাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে রিসোর্টের নিজস্ব নতুন কটেজ তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, সরকারের লিজ দেওয়া সম্পত্তি কোন আইনি ক্ষমতাবলে এবং কার নির্দেশে ধ্বংস করা হলো? জেলা প্রশাসন বা পর্যটন দপ্তর কেন এই ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেয়নি?

সরকারের সঙ্গে পার্লট্রি এজেন্সিসের চুক্তিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল ক্ষ্মরিসোর্টের বার্ষিক মোট আয়ের সাড়ে সাত শতাংশ (৭.৫ঙ্খ) অথবা বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা; এই দুটির মধ্যে যার মূল্য বেশি হবে, সেই অর্থ প্রতি বছর সরকারি কোষাগারে রাজস্ব হিসেবে জমা দিতে হবে।ক্ষ্ম

যে রিসোর্টের বার্ষিক আয় প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কোটি টাকা, সেখানে ৭.৫ঙ্খ হারে সরকারি কলেজের জন্য সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব দাঁড়ায় বছরে কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু অভিযোগ, সরকারের অন্দরে থাকা কিছু অসৎ আধিকারিকের যোগসাজশে প্রতি বছর মাত্র ৪০ হাজার টাকা ন্যূনতম অঙ্ক জমা দিয়ে কোটি কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি ও মুনাফা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এটি সরাসরি রাজ্য সরকারের রাজস্বে এক বিরাট কেলেঙ্কারি।

আজ কেমন আছেন সেই আদিবাসী পরিবারগুলো, যাদের ত্যাগ ও জমির ওপর দাঁড়িয়ে কুশলপল্লীর আলোকসজ্জা?

পাহাড় সিং লায়া বা রঘু সিং লায়া বা বুদ্ধেশ্বর লায়াদের ভাগ্যের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। তাঁরা আজও সেই ভাঙা ঘরেই দিন কাটান। তাঁদের সন্তানরা আজ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে গতর খাটছেন।

সবচেয়ে বিদারক দশা সাগর মুন্ডার মায়ের। তিনি আজও অন্যের বাড়িতে বাসন মেজে দিন গুজরান করেন। চোখের জল ফেলে তিনি জানান ক্ষ্মআমি জানতামই না আমার ছেলের নামে পাহাড়ের ওপর এত জমি আছে। নরেশ বাবু আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। বহু বছর ধরে আমি আমার ছেলেকে চোখের দেখা দেখিনি।ক্ষ্ম অভিযোগ, নরেশ আগরওয়ালের বাড়ির গেট থেকে ওই মাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রতি মাসে কোনো এক ব্যক্তি এসে তাঁর হাতে মাত্র ১২০০ টাকা দিয়ে যায় হাত খরচ। কোটি টাকার মালিক বানানোর আড়ালে এক মায়ের কোল খালি করার এই নির্মম সত্য আজ অযোধ্যার বাতাসে ঘুরে বেড়ায়।

ছলাকলা, আইনি ফাঁকফোকর, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার আর গরিব মানুষের চরম অসহায়তাকে পুঁজি করে পাহাড়ের বুকে বিলাসের স্বর্গরাজ্য তো গড়ে উঠল। কিন্তু এই প্রতিবেদন শেষে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন প্রশাসনের দরজায় কড়া নাড়তে বাধ্য

আদিবাসী সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করে হওয়া এই বেনামি জমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর কেন স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত করছে না?

সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার অপরাধে কেন 'পার্লট্রি এজেন্সিস'-এর লিজ বাতিল করা হচ্ছে না?

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা দুর্নীতি দমন শাখার কি উচিত নয় সাগর মুন্ডা ও আনন্দ হাঁসদার মতো দরিদ্র যুবকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও আর্থিক উৎস খতিয়ে দেখা?

কর্পোরেট পুঁজি আর ক্ষমতার যাঁতাকলে পিষে মরে যাওয়া অযোধ্যা পাহাড়ের এই সরল আদিবাসীদের কান্না কি কোনোদিন কলকাতার নবান্ন পর্যন্ত পৌঁছাবে? নাকি এভাবেই উন্নয়নের চকমকি আলোর নিচে চিরকাল অন্ধকারেই থেকে যাবে আদিবাসী জনপদ? উত্তর হয়তো ভবিষ্যতের গর্ভেই লুকিয়ে আছে।

৫ থেকে ২০ জুন ২০২৬ কেমন যাবে?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি ঃ এই সপ্তাহ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ এবং লাভজনক। সপ্তাহের শুরু থেকেই আপনার কাজে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখা যাবে। কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের পরিবেশে অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে, ব্যবসায়ীরা তাঁদের কাজ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারবেন।

বৃষ রাশি ঃ এই সপ্তাহটি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ। এই সপ্তাহে আপনার সুখ, সম্পদ এবং খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বিশেষ কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হতে পারেন। চাকরিজীবীদের পছন্দসই স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা পূরণ হবে। পদে পদোন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে, অন্য দিকে, ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করতে পারেন।

মিথুন রাশি ঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তাঁরা আর্থিক ও শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। চাকরিজীবীদের তাঁদের কাজ অন্য কারও হাতে ছেড়ে দেওয়া বা কর্মক্ষেত্রে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত; অন্যথায়, তাঁরা তাঁদের বসের ক্রোধের শিকার হতে পারেন।

কর্কট রাশি ঃ শ্রী গণেশ বলছেন, কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র প্রমাণিত হবে। যদি আপনি বেকার থাকেন এবং চাকরি পেতে চান, তাহলে আপনাকে চাকরি পেতে আরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। অন্য দিকে, যাঁরা ইতিমধ্যেই চাকরিতে নিযুক্ত আছেন তাঁদের কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

সিংহ রাশি ঃ এই সপ্তাহ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছু সমস্যা এবং উদ্বেগ বয়ে আনতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে কর্মজীবীদের হঠাৎ করে কাজের অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হতে পারে। এই সময়ে ছোট ছোট কাজ করতেও অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণে আপনাকে আরও বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে।

কন্যা রাশি ঃ কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে তাঁদের পরিকল্পিত কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। এই সপ্তাহে আপনার সহকর্মী এবং পরিবার আপনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে এবং আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। সপ্তাহের শুরুতে কোনও শুভ বা ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকবে।

তুলা রাশি ঃ এই সপ্তাহ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ হতে চলেছে। সপ্তাহের শুরুতেই আপনার কিছু বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। এই সময়ে আপনি আপনার কেরিয়ার এবং ব্যবসা সম্পর্কিত সুসংবাদ পাবেন। চাকরিজীবীদের পছন্দসই স্থানে স্থানান্তর বা পদোন্নতির ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। পদোন্নতির ফলে কেবল কর্মক্ষেত্রেই নয়, সমাজেও আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক রাশি ঃ বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা যদি অলসতা এবং অহঙ্কার এড়িয়ে এই সপ্তাহে তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে মনোনিবেশ করেন, তাহলে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেতে পারেন। এই সপ্তাহে সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

ধনু রাশিঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে আত্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস বজায় রাখতে হবে, কেন না, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এই সপ্তাহে আপনার পরিকল্পিত কাজগুলি কিছুটা বিলম্বে সম্পন্ন হবে এবং আপনি সেগুলিতে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন।

মকর রাশিঃ এই সপ্তাহটি মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ এবং লাভজনক। সপ্তাহের শুরুতে পরিবারের কোনও প্রিয় সদস্যের সাফল্য আপনার সম্মান এবং সুখ বৃদ্ধি করবে। বাড়িতে ধর্মীয় এবং শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

কুম্ভ রাশি ঃ এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের কোনও কাজে শর্টকাট নেওয়া এবং নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তাঁদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে।

মীন রাশি ঃ এই সপ্তাহটি মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ। এই সপ্তাহে আপনি কোনও নির্দিষ্ট কাজে সাফল্যের জন্য ছলনা, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি সমস্ত কিছু ব্যবহার করবেন। বিশেষ বিষয় হল আপনার প্রচেষ্টা সফল প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র এবং জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয় হবেন।

উজ্জ্বল ত্বক পেতে শুধু স্কিনকেয়ার নয়, গুরুত্ব দিন খাদ্যাভ্যাসেও

নয়া জামানা ঃ উজ্জ্বল ও সুস্থ ত্বক পেতে অনেকেই নানা ধরনের স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলেন। দামি প্রসাধনী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘরোয়া উপায়;সবকিছুই চেষ্টা করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের যত্ন শুধু বাহ্যিক পরিচর্যার ওপর নির্ভর করে না, বরং খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বক ভালো রাখ তে পর্যাপ্ত জলপান অত্যন্ত জরুরি। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা শুধু সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে জল পান করলে শরীরের অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য উপাদান বের হতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। অনেকেই হালকা গরম জল পান করার পরামর্শ দেন, কারণ এটি শরীরকে সতেজ রাখতে সহায়ক হতে পারে।ত্বকের যত্নে মধু ও লেবুর সংমিশ্রণও অনেকের কাছে জনপ্রিয়। সকালে হালকা গরম জলের সঙ্গে পরিমাণমতো মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে। মধুতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়ক বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে লেবুতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে ভূমিকা রাখতে পারে।এছাড়া ফল ও সবজির রসও খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন ফল ও সবজিতে থাকা ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবার শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি ত্বকের স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শুধু বাহ্যিক পরিচর্যা নয়;সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত জলপান এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই দীর্ঘমেয়াদে ত্বক ভালো রাখার মূল চাবিকাঠি।

গরমকালে টোনারের উপকারিতা

ত্বককে ঠান্ডা ও সতেজ রাখে,হালকা ময়েশ্চার দেয়

ঘাম ও ধুলোবালি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

সব ধরনের ত্বকের জন্যই সাধারণত নিরাপদ

বিশেষ করে শুষ্ক বা নরমাল স্কিন হলে টোনার ব্যবহার করাই ভালো। গোলাপজল টোনার গরমকালে খুব জনপ্রিয়।

অন্যদিকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট একটু বেশি শক্তিশালী ধরনের স্কিন প্রোডাক্ট। এতে সাধারণত অ্যালকোহল বা পোর-টাইটেনিং উপাদান থাকে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে।

গরমকালে অ্যাস্ট্রিনজেন্টের উপকারিতাঅতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করে,পোরস ছোট দেখাতে সাহায্য করে,ব্রণ বা তেলতেলে ত্বকে উপকারী,তবে শুষ্ক বা সংবেদনশীল ত্বকে এটি ব্যবহার করলে ত্বক আরও শুকিয়ে যেতে পারে।তেলতেলে বা ব্রণপ্রবণ ত্বকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ভালো।শুষ্ক বা নরমাল ত্বকে টোনার ব্যবহার করা নিরাপদ ও উপকারী।

তাই গরমকালে বেশিরভাগ মানুষের জন্য হালকা ও হাইড্রেটিং টোনারই বেশি উপযোগী।

যাদের ত্বক তৈলাক্ত নয় তারা নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় টোনার ব্যবহার করুন। এবং যাদের মুখে ব্র্যাশ ও ব্রোনোর সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য উপকারী হল অ্যাস্ট্রিনজেন্ট।

কিনছেন কেন? বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নিন ছাতু

নয়া জামানা ঃ ছাতু হলো ভাজা ডাল বা শস্য গুঁড়ো করে তৈরি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গরমকালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এটি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং শক্তি দেয়। খুব সহজেই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু তৈরি করা যায়। ছাতু খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং হিট স্ট্রোকেরও ঝুঁকি কমে। বাজারে কিনতে পাওয়া অনেক ছাতুতেই ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতেই ছাতু বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ছোলা (বুট) , ৫০০ গ্রাম

সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক) , ১০০ গ্রাম,

একটি কড়াই

মিক্সার গ্রাইন্ডার বা শিল-নোড়া

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ছোলা ভালো করে বেছে নিন যাতে কোনো পাথর বা ময়লা না থাকে। এরপর পরিষ্কার জলে একবার ধুয়ে নিন এবং রোদে বা কাপড়ে মেলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন।

এবার একটি কড়াই মাঝারি আঁচে গরম করুন। শুকনো কড়াইয়ে ছোলাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হবে। ছোলাগুলো যখন হালকা বাদামি রঙের হবে এবং সুন্দর গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন সেগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়েছে। চাইলে একইভাবে সামান্য যব বা গমও ভেজে নিতে পারেন।ভাজা ছোলাগুলো ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করুন। অনেক সময় ছোলার খোসা আলাদা হয়ে যায়, চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা ফেলে দিতে পারেন। এতে ছাতু আরও মিহি ও মোলায়েম হবে।গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটিকে একটি শুকনো বয়াম বা কাচের জারে ভরে রাখুন। এতে আর্দ্রতা ঢুকবে না এবং ছাতু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।ছাতু দিয়ে নানাভাবে খাবার তৈরি করা যায়। ঠান্ডা পানিতে ছাতু, লবণ, লেবু ও পেঁয়াজ মিশিয়ে শরবত বানানো যায়। আবার দুধ, চিনি বা গুড় দিয়েও মিষ্টি ছাতু খাওয়া যায়।বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর এবং বাজারের ছাতুর তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। নিয়মিত ছাতু খেলে শরীর শক্তিশালী থাকে এবং গরমের ক্লান্তিও কমে।

নজরে INSTA

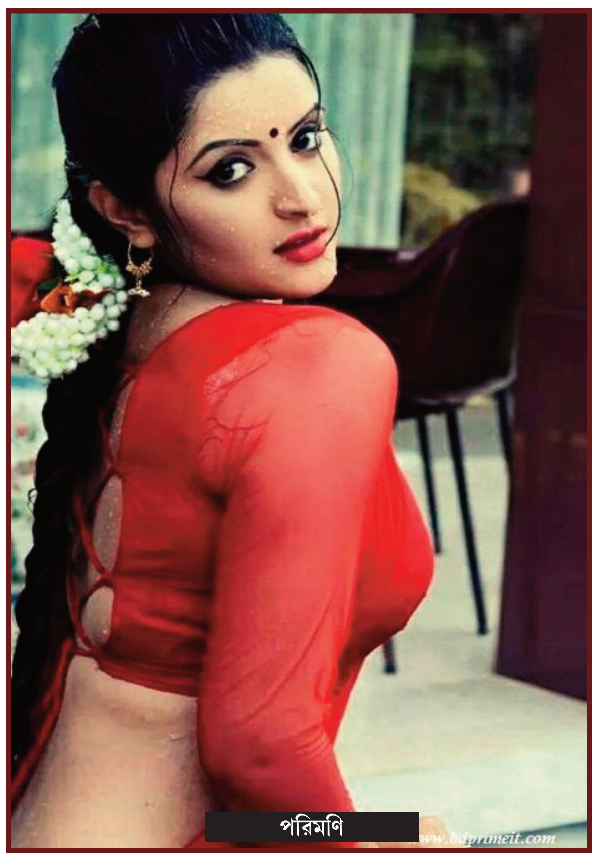

পরিমণি

ঈশান্যা

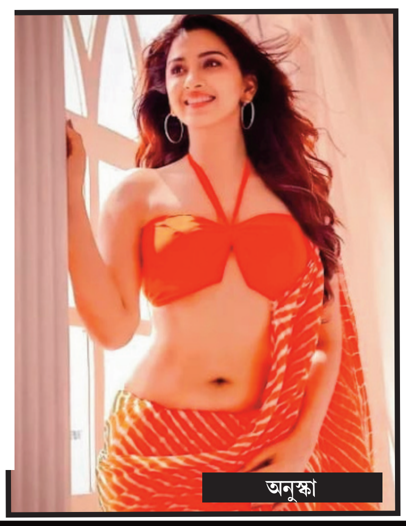

অনুষ্কা

পুজা

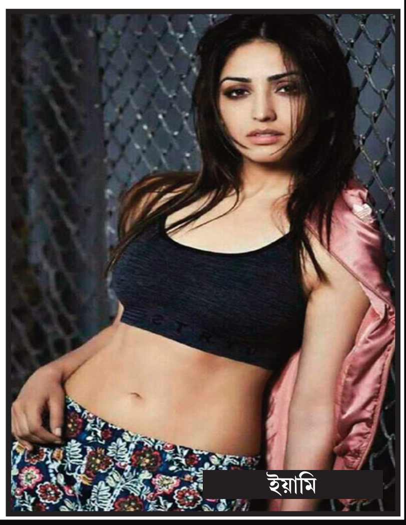

ইয়ামি

গ্রীষ্মে আরাম চাই? বেছে নিন সঠিক রঙের পোশাক

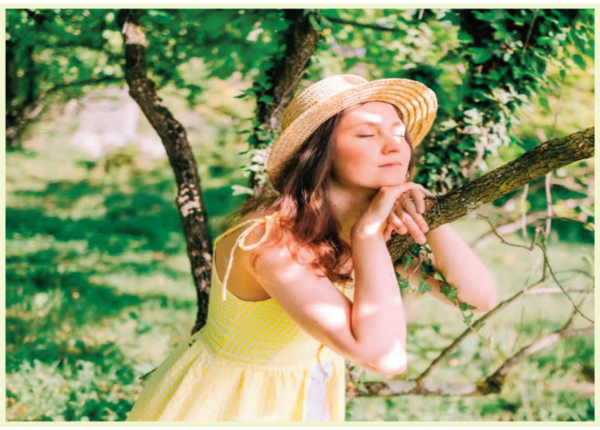

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্ম যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই প্রখর রোদ, অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং ঘামের কারণে বাড়ছে অস্বস্তি। এই সময় মানুষ সাধারণত ঠান্ডা পানীয়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কিংবা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বস্তি খোঁজেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, গরমে শরীরকে স্বস্তিতে রাখতে পোশাকের রঙ এবং কাপড়ের নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাশন বা স্টাইলের কারণে অনেকেই গাঢ় রঙের পোশাক বেছে নেন, যা গ্রীষ্মকালে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে কালো, নেভি ব্লু, মেরুন ও গাঢ় বাদামি রঙ সূর্যের তাপ বেশি শোষণ করে। ফলে শরীর দ্রুত গরম হয়ে ওঠে এবং অস্বস্তি বাড়ে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, কালো রঙ সূর্যের আলোর প্রায় ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। এর ফলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে এবং অতিরিক্ত ঘাম হয়। এর থেকেই ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা, হিটস্ট্রোক এবং ক্লান্তির ঝুঁকি বাড়তে পারে।

শুধু তাই নয়, গাঢ় রঙের সঙ্গে মোটা কাপড় ব্যবহার করলে ঘাম ত্বকে আটকে থাকে। বাতাস চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়ায় ঘামাচি, ফুসকুড়ি, অ্যালার্জি এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ে।

তাই গরমে আরামদায়ক থাকতে চিকিৎসকরা সাদা ও হালকা রঙের পোশাক পরার পরামর্শ দিচ্ছেন। আকাশী নীল, মিন্ট গ্রিন, পিচ, হালকা হলুদ এবং ল্যাভেন্ডারের মতো প্যাস্টেল শেড এই ঋতুর জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

রঙের পাশাপাশি কাপড় নির্বাচনেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ১০০ শতাংশ সুতি বা লিনেন কাপড় শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই ধরনের কাপড়ে বাতাস চলাচল সহজ হয় এবং ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায়, ফলে শরীর দীর্ঘক্ষণ আরামদায়ক থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রীষ্মে শুধু স্টাইল নয়, স্বাস্থ্যের কথাও মাথায় রেখে পোশাক নির্বাচন করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

গরমে স্নানের পর এই ভুলগুলি করছেন না তো? হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি

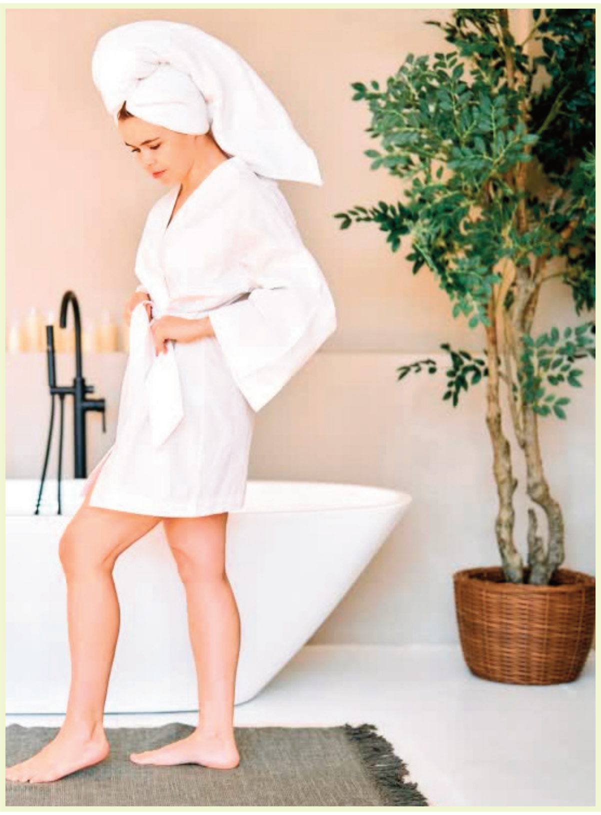

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ এখন চরমে। তীব্র গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় স্বস্তি পেতে অনেকেই দিনে একাধিকবার স্নান করছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু স্নান করলেই হবে না;স্নানের পর কিছু সাধারণ অভ্যাসও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা ও রক্ত সঞ্চালনে সাময়িক পরিবর্তনের কারণে এই সময়ে কিছু বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, স্নানের পরপরই এসি বা তীব্র গতির পাখার সামনে বসা উচিত নয়। কারণ, স্নানের পর শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এলে সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা বা শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

স্নানের সঙ্গে সঙ্গে ভারী খাবার খেতেও বারণ করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, স্নানের সময় শরীরের রক্ত সঞ্চালনের ধরণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়, ফলে সঙ্গে সঙ্গে খাবার খেলে হজমের সমস্যার আশঙ্কা বাড়তে পারে। তাই স্নান ও খাওয়ার মধ্যে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিনিট বিরতি রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনেকেরই অভ্যাস, রাতে স্নানের পর ভেজা চুল নিয়েই ঘুমিয়ে পড়া। তবে এই অভ্যাস মাথাব্যথা, চুলের ক্ষতি এবং মাথার ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। দীর্ঘক্ষণ ভেজাভাব থাকলে ছত্রাক সংক্রমণের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। এছাড়া,

স্নানের পরপরই রোদে বের হওয়া বা শরীরচর্চা করাও এড়িয়ে চলতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, স্নানের পর শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে কিছুটা সময় নেয়। এই সময়ে অতিরিক্ত শারীরিক চাপ বা তীব্র রোদের সংস্পর্শ শরীরে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে।

ত্বকের যত্নেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তোয়ালে দিয়ে শরীর জোরে ঘষার বদলে আলতোভাবে মুছে নেওয়াই ভালো। এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং শুষ্কতা কমে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নানের পর শরীরকে কিছুটা সময় বিশ্রাম দেওয়া এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সুযোগ করে দেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট এই অভ্যাসগুলি মেনে চললে গরমের দিনে শরীর ও ত্বক দুটোই ভালো রাখ

মমতার ভরসায় রাজীব-পুলক

হাওড়ায় সভাপতির দায়িত্ব পেতেই উচ্ছ্বসিত তৃণমূল শিবির

সন্দীপ মজুমদার,নয়া জামানা ঃ হাওড়াসম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (এআইটিসি) প্রার্থীরা মাত্র ৮০ টি আসন পেয়ে বিজেপির (ভারতীয় জনতা পার্টি) হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। এই নির্বাচনে বিজেপি ২০৭ টি আসনে জয়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম সরকার পরিচালনার দায়িত্ব হাতে পান। এবং এই পরাজয়ই তৃণমূলের একটানা তিনবারের বিজয় রথের যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটায়। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয়ের ঘা শুকোতে না শুকোতেই ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে প্রায় ৬০ জন বিধায়ক প্রাক্তন সিপিআই (এম) নেতা ও এবারের অষ্টাদশতম বিধানসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে জয়লাভের অব্যবহিত পরেই ঋতব্রতর নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠনের উদ্যোগ নেন। এক এক করে প্রায় ৬০ জন বিধায়ক ঋতব্রত শিবিরে নাম লেখান। এরপরে রাজ্যসভার ২০ জন তৃণমূল সাংসদও মমতার নেতৃত্ব থেকে নিষ্কাশিত হন বলে জানা গিয়েছে।

বিধায়করা এক এক করে মমতার হাত ছাড়ার পরেই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগের সমস্ত কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার তোড়জোড় শুরু করে দেন। তারই প্রস্তুতি হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া সদরে প্রাক্তন মন্ত্রী ও দুবারের বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় প্রাক্তন মন্ত্রী ও চার বারের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পুলক রায়ের হাতে সভাপতির দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তৃণমূল নেত্রীর এই সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অসংখ্য তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ।

২০১১ সালে ডি-লিমিটেশনে নতুন করে গড়ে ওঠা উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রথম নির্বাচনে পুলক রায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক (এআইএফবি)-এর প্রার্থী আহমেদ কুতুবউদ্দিন শেখকে ১১,৮৩২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। আগে এই এলাকা অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের (এআইএফবি) শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত ছিল। ২০১১ সাল থেকে পুলক রায় তাঁর মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের 'লাল দুর্গ' সমূলে উৎখাত করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে পরবর্তী আরও তিনটি (২০১৬, ২০২১ ও ২০২৬) বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে ধরাশায়ী করেন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বাধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলকবাবুর হাতে রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ডোমজুড় কেন্দ্র থেকে ২০১১ ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিপুল ভোটে জয়ী হন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সেচ দপ্তর বন দপ্তর সহ তিনটি দপ্তরের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেন একসময় রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের 'অতি বাম তোষণ নীতির' বিরোধিতা করে জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে এসে ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি নতুন দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম দেন এবং বহু রকম প্রতিকূল পরিস্থিতিকে পদানত করে তাঁর স্বপ্নবিজড়িত তৃণমূল কংগ্রেসকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসী হন।

মমতা রাজ্য যুব কংগ্রেস সভানেত্রী থাকাকালীন বহুবার দুষ্কৃতীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। ১৯৯০ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতার হাজরা মোড়ে এক দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার সময় সাল্লু ও বিল্লু নামের দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতির হাতে ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে সংকটজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আরও একটি কর্মসূচিতে তাঁর উপর গুলি ছোঁড়া হয়। তখন এহেসান আক্তার নামের এক ব্যক্তি নিজের হাত দিয়ে সেই গুলি আটকান। এছাড়াও ২০০৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস আমলে সিঙ্গুরে টাটা ন্যানো প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনে তিনি পুলিশের লাঠিচার্জ ও দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হন। ২০০৭ সালে নন্দীগ্রাম ভূমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর কনভয় আক্রমণের মুখে পড়ে। ২০১১ সালের নির্বাচনী প্রচারসভায় তাঁর গাড়ি ও মিছিল লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ২০২১ সালে নন্দীগ্রাম নির্বাচনী মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ও তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছিল বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম লগ্ন থেকেই বহু তৃণমূল কর্মী দলের কঠিন সময়ে যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত লড়াইয়ের সঙ্গী ছিলেন, যাঁরা পুলিশের মার, মিথ্যা সাজানো ফৌজদারি মামলা, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নানারকম নির্যাতন, উৎপীড়ন সহ্য করেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে কোনওরকম প্রলোভনে পা দেননি, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাঁরা যেন কোনও যাদুকরের যাদুতে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছেন। ২০১১ সালে তৃণমূল রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পর থেকে তৃণমূলে একশ্রেণীর রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য দলের গভীরে পৌঁছে গিয়েছে। দুর্নীতির ঘুণপোকা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে নিজেদের মধ্যে বিলাসিতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাতারাতি নেতা-কর্মীদের ভোল পাল্টাতে থাকে। যে ছেলেটি রাস্তা থেকে আধখাওয়া পোড়া বিড়ি কুড়িয়ে খেত এখন সেই ছেলেটির গলায় গরুর দড়ির মতো মোটা চেন, হাতে সোনার রিস্ট ব্যান্ড, দুহাতের ৬-৭ টা আঙুলে সোনার ঝকমকে আংটি, বিলাসবহুল বাড়ি, বাগানবাড়ি, দুতিনটে করে অত্যাধুনিক, বিলাসবহুল গাড়ি!! কয়েক বছরের মধ্যে তাঁদের এইরকম আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা কি সাধারণ মানুষের চোখে পড়েনি? এর উপর রয়েছে মাত্রা ছাড়া ঔদ্ধত্য, দম্ভ, অহংকার।

এখন বহু সাধারণ মানুষ ও তৃণমূল সমর্থকদের প্রশ্ন, গত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা ৮০ টি আসনে কাদের ভোটে জিতেছিলেন? নিশ্চয়ই বিজেপি, সিপিআই (এম), কংগ্রেস বা আইএসএফ-এর সমর্থকদের ভোটে জয়ী হননি? তৃণমূল কর্মীরা আরও বলেন, আজ যাঁরা ৬০ জন, ৬১ জন, ৬২ জন বিধায়কের সমর্থন দেখাচ্ছেন, তাঁদের অভিধানে লজ্জা' বলে কোনও শব্দ নেই। যদি থাকতো তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই তৃণমূল কংগ্রেসের তকমা নিয়ে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা ভাঙিয়ে পাওয়া বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে নতুন করে জয়ী হয়ে ভাল তৃণমূল, নব তৃণমূল, তোলামুল, গুচ্ছমূল, ছিন্নমূল ইত্যাদি নামের পার্টি গঠন করতেই পারতেন। কেউ বাধা দিত না। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ব্যবহার করে একজন ৭২ বছরের বৃদ্ধার আঁচলের নিচে থেকে তাঁর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে কী করে আরও বেশি লোটা যায়, রাজ্যের মানুষকে ঠকানো যায়, বোকা বানানো যায়, লাগামহীন দুর্নীতির পাহাড় ইডি বা সিবিআই তদন্ত ঢেকে রাখা যায় সেই জন্যই কি এই ডিগবাজি? এক তৃণমূল সমর্থক দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, ওই সব লোভাতুর, লালসায়, উন্মাদনায় মত্ত চরম সুবিধাভোগী ও স্বার্থান্বেষী মানুষগুলো নিজেরাই তাঁদের মুখোশ উন্মোচন করে ফেলেছেন। এরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি। ক্ষমতার শীর্ষে থাকা অবস্থায় জবাবদিহিতা হারানো, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, 'আর কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না'। মমতা-তৃণমূল সরকারে না থাকলে মৌরসি পাট্টা থাকবে না, পুলিশকে উঠবস করানো যাবে না। আর লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠমানিও পাওয়া যাবে না। উল্টে যেকোনও সময় ইডি বা সিবিআই-এর খপ্পরেও পড়তে হবে না। তার চেয়ে অন্য দল গঠন করে বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করলে 'আমাদের আর কেউ কিছু করতে পারবে না।' এই অহংকার, দম্ভ, ঔদ্ধত্যই ওদের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছে। ওঁদের সব রকম 'গুণকীর্তন' মানুষ দেখছে। সময় হলেই সেইসব সিসিটিভি ফুটেজই ওদের মতো কুলাঙ্গারদের উলঙ্গ করে ছাড়বে বলে তৃণমূল সমর্থকদের দাবি।

বাগনান ও কামারপুকুর সহ ৯ টি নতুন পৌরসভার মর্যাদা দেওয়ার ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত এলাকাবাসী

নয়া জামানা,হাওড়া ঃ সোমবার নবগঠিত বিধানসভার প্রথম বাজেটে হাওড়া জেলার বাগনান ও হুগলি জেলার কামারপুকুরকে পৌরসভার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবে এই দুই এলাকার ৮ থেকে ৮০ সব বয়সী নাগরিকবৃন্দের মুখে দেখা গেল 'লাখ টাকার' হাসির ঝিলিক। সোমবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত রাজ্য বাজেট পেশ করার সময় বাগনান সহ পার্শ্ববর্তী জেলা হুগলির কামারপুকুরকেও নতুন পৌরসভার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব ঘোষণা করেন।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে মোট সাতটি (পৌরনিগম) মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আছে। এগুলি হল, কলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল এবং বিধাননগর। এছাড়াও বর্তমানে কার্যকর পৌরসভার সংখ্যা ১২১টি। (উল্লেখ্য, বাজেটে ঘোষিত বাগনান ও কামারপুকুরের মতো নতুন প্রস্তাবিত পৌরসভাগুলি প্রশাসনিকভাবে পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার পর এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, বাম আমল থেকে বাগনানকে পৌরসভার মর্যাদা দেওয়ার দাবি ওঠে। মাঝের তিনটি বিধানসভা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। এর মধ্যে বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেন বেশ কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও বাগনানকে পুরসভা হিসাবে গড়ে তোলা যায়নি। অবশেষে বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পর বাগনানকে পৌরসভা করার কথা ঘোষণা করা হলো।বাজেট অধিবেশনে বাগনান ও কামারপুকুরের স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল আনন্দ ও খুশির জোয়ারে মেতে ওঠেন। বাজি, পটকা তো ছিলই তারই সঙ্গে আবিরে অকাল হোলিতে মাতলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেন এবং সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী প্রেমাংশু রানা বাগনানকে পৌরসভা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বর্তমানে প্রস্তাবিত বাগনান পৌরসভা এলাকার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬৩,৮৮৬। এলাকাবাসী মনে করছেন, বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বাগনান ও কামারপুকুরকে পৌরসভার স্বীকৃতি দেওয়ার যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে অবশেষে তাঁদের বিভিন্ন দাবি পুরন হতে পারে। এই ঘোষণা রূপায়িত হলে শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন। অর্থসূচকীয় ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বাগনান এবং কামারপুকুর নতুন পৌরসভা হিসাবে গড়ে তোলার সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে সোমবারের বাজেটে নতুন পৌরসভা গঠনের পাশাপাশি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো গঠন এবং শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।প্রস্তাবিত পৌরসভা গঠনের ফলে বাগনান ও কামারপুকুরের রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, পথবাতি এবং সার্বিক নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের তথ্য সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এদিন অর্থমন্ত্রী মোট ৯ টি নতুন পুরসভার প্রস্তাব ঘোষণা করেন। এগুলি হল, শিবমন্দির, গাজোল, চাঁচল, বেলদা, জয়গাঁ, কোলাঘাট, কামারপুকুর ও টুঙ্গিদিঘি।

সিআরপিএফ জওয়ান সেজে ঘোরাঘুরি, ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে ধৃত যুবক

মুসাম্মদ আমরিন সুলতানা,নয়া জামানা

ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে সিআরপিএফ জওয়ানের পোশাক পরে ঘোরাঘুরি করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার রাতে খিদিরপুর রোড এলাকায় ওই যুবকের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর পরিচয় নিয়ে অসঙ্গতি ধরা পড়লে বিষয়টি সামনে আসে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম আকাশ সোনার। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে সিআরপিএফ জওয়ান বলে পরিচয় দিতেন বলে অভিযোগ।

বিভিন্ন জায়গায় সেই পরিচয় ব্যবহার করে যাতায়াত করতেন এবং প্রভাব খাটানোরও চেষ্টা করতেন বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান।সোমবার রাতে কালো রঙের একটি গাড়িতে করে ফোর্ট উইলিয়ামের গেটের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলেন আকাশ। সেই সময় সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখার এক কর্মীর সন্দেহ হয়। এরপর তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তে জানা যায়, তিনি সিআরপিএফের কোনও কর্মী নন। এরপর তাঁকে স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।ধৃতের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে জওয়ানের পোশাক পরা একাধিক ছবি পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি দাবি করেন, তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড় এলাকার তালপুকুর অঞ্চলে। পাশাপাশি তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় একটি বেসরকারি সংস্থায় নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করেন বলেও জানিয়েছেন। ঘটনার পর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে। কী উদ্দেশ্যে তিনি সিআরপিএফের পোশাক ব্যবহার করছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কেন ঘোরাঘুরি করছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না এবং এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পরিচয় জালিয়াতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

তল্লাশিতে মিলল কয়েক কিলো সোনা,সব্যসাচী দত্তকে ঘিরে বাড়ছে তদন্তের গতি

মুসাম্মদ আমরিন সুলতানা,নয়া জামানা

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তকে ঘিরে তদন্তে উঠে এল নতুন তথ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর এক ঘনিষ্ঠার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনার পর তদন্ত আরও গভীর হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।সোমবার গভীর রাতে তদন্তকারী দল সব্যসাচী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে নদিয়ার করিমপুর এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে কয়েক কিলোগ্রাম সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। উদ্ধার হওয়া সোনার বর্তমান বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা হতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান।শুধু করিমপুর নয়, সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এত পরিমাণ সোনা কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এর পিছনে অর্থের উৎস কী। এই সোনা বৈধভাবে কেনা হয়েছে নাকি অন্য কোনও আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে, তা নিয়েও অনুসন্ধান চলছে।এর আগেও সব্যসাচী দত্তের একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে সোনা কেনার একাধিক নথি ও কিছু সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত এগোতে শুরু করে। নতুন করে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তকারীদের নজর এখন আর্থিক লেনদেন এবং সম্পত্তির উৎসের দিকে।পুলিশের দাবি, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়া সোনা ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।এটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে, সহজ ও সংবাদপত্র-উপযোগী ভাষায় লেখা হয়েছে যাতে কপি-পেস্ট মনে না হয় এবং আপনার নিজের প্রতিবেদনের মতো লাগে।

ঋতব্রতের সঙ্গে সাক্ষাতে জ্যোতিপ্রিয়, বাড়ছে রাজনৈতিক জল্পনা

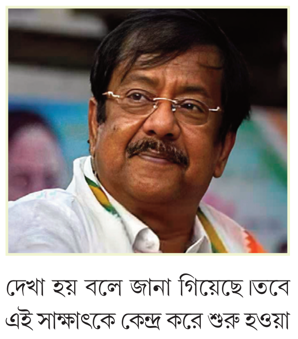

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত সাংগঠনিক পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যেই প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় তাঁর উপস্থিতি এবং বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের খবর সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।সূত্রের খবর, এদিন পেনশন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু নথিপত্রের কাজেই বিধানসভায় গিয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সেখানে বিভিন্ন পরিচিত বিধায়কের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পাশাপাশি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয় বলে জানা গিয়েছে।তবে এই সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া রাজনৈতিক জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিধানসভায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত কিছু প্রশাসনিক কাজ সেরে নেওয়া। পাশাপাশি তিনি এও ইঙ্গিত দেন যে, দল ছেড়ে অন্য কোনও রাজনৈতিক শিবিরে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন এই মুহূর্তে নেই। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন সাংগঠনিক পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সেই ঘটনার পরই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল।এদিনের সাক্ষাতের পর সেই আলোচনা আরও জোরাল হলেও, রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিষয়টি আপাতত সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসেবেই দেখা উচিত। তবে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রতিটি পদক্ষেপই যে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মাটির অভাব মিটতেই ব্যস্ত কুমারটুলি, শুরু জোরকদমে প্রতিমা গড়ার কাজ

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ দুর্গাপুজোর আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। এরই মধ্যে প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কুমারটুলির মৃৎশিল্পীরা। তবে গত কয়েক মাস ধরে মাটির সংকটের কারণে তাঁদের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার থেকে চার লরি মাটি পৌঁছেছে কুমারটুলি ও মানিকতলার পটুয়াপাড়ায়।শিল্পীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত মাটি না পাওয়ায় প্রতিমা নির্মাণের কাজ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল। উলুবেড়িয়া থেকে কিছু মাটি এলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার থেকে গত দু'মাসে কোনও মাটির লরি না আসায় সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।অবশেষে উদ্যোগ নেওয়ার পর রবিবার রাতে চার লরি মাটি এসে পৌঁছায়। এর মধ্যে দুই লরি কুমারটুলির জন্য এবং বাকি দুই লরি মানিকতলার পটুয়াপাড়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

কলকাতার স্কুলে ইসকনের মিড-ডে মিল,কী থাকবে পড়ুয়াদের পাতে ?

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্য বাজেটে কলকাতা পুর এলাকার সরকারি স্কুলগুলিতে ইসকনের সহযোগিতায় মিড-ডে মিল চালুর ঘোষণা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

বিশেষ করে পড়ুয়াদের দুপুরের খাবারের মেনুতে কী কী থাকবে, তা নিয়ে কৌতূহল দেখা দিয়েছে অভিভাবক ও শিক্ষামহলে। এই পরিস্থিতিতে মেনু সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন কলকাতার ইসকনের সহ-সভাপতি রাধারমণ দাস।তিনি জানান, দেশের একাধিক রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিল সরবরাহ করছে ইসকন। বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী মেনু তৈরি করা হয়। বাংলার ক্ষেত্রেও স্থানীয় খাদ্যাভ্যাসের কথা মাথায় রেখেই খাবারের তালিকা নির্ধারণ করা হবে।ইসকন সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়ুয়াদের জন্য ভাত, ডাল এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি রাখা হবে। পাশাপাশি পুষ্টির চাহিদা পূরণে ছানা, পনির, সয়াবিন ও রাজমার মতো খাবারও মেনুতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নির্দিষ্ট দিনে খিচুড়িও পরিবেশন করা হতে পারে। একই ধরনের খাবার প্রতিদিন না দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন পদ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।রাধারমণ দাসের দাবি, শুধু আমিষ খাবারেই নয়, নিরামিষ খাবার থেকেও পর্যাপ্ত প্রোটিন পাওয়া সম্ভব। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই খাদ্যতালিকা তৈরি করা হবে।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা

ফালাকাটায় জাতীয় সড়ক ভেঙে গভীর খাত

সুকমল ঘোষ ।। নয়া জামানা ।। ফালাকাটা

ফালাকাটা মিলরোড় ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক ভেঙে গভীর খাত তৈরি হয়েছে।এই খাত পাশ কাটিয়েই এখন বিপজ্জনকভাবে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ারের মধ্যে যাতায়াত চলছে।ওই খাতের পাশেই আছে একটা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।ফলে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।জাতীয় সড়কের এমন বিপজ্জনক অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার নাগরিকদের মধ্যে। ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ারের মধ্যে যোগাযোগের মূল সড়ক এটি। ফালাকাটা- আলিপুরদুয়ার সড়কের কিষান মান্ডি মোড় থেকে রায়চেঙ্গা হয়ে সোনাপুরের দিকে চলে গেছে নির্মীয়মান মহাসড়ক। ফালাকাটা শহরের মিলরোড় ওভারব্রিজ পেরোনোর পরই সড়ক ভেঙে গভীর খাত তৈরি হয়েছে।ওই ভাঙ্গন জাতীয় সড়ককে গ্রাস করেছে।এমনভাবে কয়েক ফুট গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে তাতে যে কোন সময় বড়ো দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন বেশি পরিমান বৃষ্টি হলেই ওই গভীর খ াত আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে।

এমনকি ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।সম্প্রতি জাতীয় সড়কের ওই গভীর গর্তে পড়ে দিয়ে কয়েকজন সাইকেল ও বাইক আরোহী জখমও হয়েছেন। যদিও এব্যাপারে ১৭ নং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোন আধিকারিকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ভাঙা বাঁধে ফের বন্যার ভয়

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ জলঢাকার জল বাড়তেই আবারও আতঙ্ক ছড়িয়েছে ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের হোগলারটারি ও কুইলা পাড়ায়। মাত্র আট মাস আগে ভয়াবহ বন্যার ক্ষত এখনও শুকোয়নি। তার মধ্যেই বাঁধের বেহাল অবস্থা নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে স্থানীয়দের।গত বছরের ৪ অক্টোবর জলঢাকার বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। ঘরবাড়ি হারিয়ে দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল বহু পরিবারকে। দীর্ঘ আট মাস কেটে গেলেও এখনও স্থায়ীভাবে বাঁধ সংস্কারের কাজ শেষ হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টির ফলে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক মাইকিং করা হয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, এপ্রিল মাসে শুরু হওয়া সংস্কার কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে। ভাঙা অংশে বালি ফেলে অস্থায়ী মেরামতি করা হয়েছে, যা বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে। বাসিন্দা চম্পক নাগের অভিযোগ, একবার বন্যার ধাক্কা সামলে ঘরবাড়ি পুনর্গঠনের চেষ্টা করছেন তাঁরা। কিন্তু বাঁধের স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ফের অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাঁর দাবি, সেচ দফতর ও প্রশাসন দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে সামান্য অতিবৃষ্টিতেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। এক বয়স্কা বাসিন্দা জানান, অনেক কষ্টে ভাঙা ঘর মেরামত করে বসবাস শুরু করেছেন। এখন আবার বন্যার আশঙ্কার খবর শুনে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। বর্ষার শুরুতেই জলঢাকার তীরবর্তী এই দুই গ্রামের মানুষের একটাই দাবি-দ্রুত ও স্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামত করে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক প্রশাসন।

হারিয়ে যেতে বসেছে আমাতি বা অম্বুবাচী পুজোর ঐতিহ্য

সুস্মিতা রায়,নয়াজামানা, জলপাইগুড়ি ঃ আষাঢ় মাসে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উৎসব আমাতি বা অম্বুবাচী। এই সময়ে শক্তিরূপিণী মা কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করা হয়। একসময় উত্তরবঙ্গ-সহ গ্রামবাংলার বিভিন্ন এলাকায় এই পুজোকে ঘিরে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেই ঐতিহ্য আজ অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। আগে গ্রামের পাড়ার কচিকাঁচারা রাস্তার ধারে ছোট ছোট ঠাকুরঘর তৈরি করে ফল,

ফুল ও নানা উপাচার দিয়ে আমাতি পুজোর আয়োজন করত। পুজোর খরচ জোগাড় করতে তারা রাস্তা দিয়ে যাওয়া মোটরবাইক, সাইকেল আরোহীদের কাছ থেকে স্বেচ্ছা অনুদান সংগ্রহ করত। শুধু তাই নয়, হাট থেকে ফেরার পথে হাটুয়াদের কাছ থেকেও খেজুর, লটকন, আমসহ বিভিন্ন ফল পেত তারা। সেই ফল দিয়েই সম্পন্ন হতো পুজোর আয়োজন। বর্তমানে এই চিত্র খুব কমই চোখে পড়ে। তবুও এখনও কিছু গ্রামে ঐতিহ্য ধরে রেখে ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সম্প্রতি ময়নাগুড়ি ব্লকের ব্লকের একটি গ্রামে দেখা গেল সেই পুরনো দিনের আমাতি পুজোর আবহ। পাড়ার শিশু-কিশোরদের উদ্যোগে রাস্তার ধারে ছোট্ট পুজোমণ্ডপ, ফল-ফুলের সাজ এবং ভক্তিভরে মা কামাখ্যার আরাধনা যেন ফিরিয়ে আনল গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মৃতি। স্থানীয়দের মতে, এই ধরনের লোকঐতিহ্য ও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। আমাতি পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি গ্রামীণ সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যেরও এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

সরকারি খাতায় ঘর,বাস্তবে নেই একটিও !

আবাস দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষোভ ধূপগুড়িতে

নয়া জামানা,ধূপগুড়ি ঃ সরকারি নথিতে দেখানো হয়েছে ঘর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছায়নি একটি ইটও ! এই বিস্ফোরক অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ধূপগুড়ির মাগুরমারী-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েও কোনও সদুত্তর না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বঞ্চিতরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক মাধবচন্দ্র রায়। তিনি গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল আমলে বাংলা আবাস যোজনার ঘর তাদের নামে বরাদ্দ হলেও তারা কোনওদিন সেই ঘর পাননি। সম্প্রতি নতুন করে আবাস যোজনার আবেদন করতে গিয়েই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য;সরকারি রেকর্ডে তারা আগেই 'ঘরপ্রাপ্ত'! প্রশ্ন উঠছে, তাহলে সেই ঘর গেল কোথায়? কারা পেল সেই সরকারি সুবিধা? বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতা-নেত্রী কাটমানির বিনিময়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করে অন্যদের নামে ঘর পাইয়ে দিয়েছেন। যদিও এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বাসিন্দাদের বক্তব্য, সরকারি খাতায় আমরা ঘর পেয়েছি দেখানো হয়েছে। অথচ বাস্তবে কোনও ঘর পাইনি। ফলে নতুন করে আবেদনও করতে পারছি না। আমাদের প্রাপ্য ঘর কে নিল, তার জবাব চাই।

বকেয়া বেতনের দাবিতে আলিপুরদুয়ারে পথ অবরোধে সাফাই কর্মীরা

অভিজিত চক্রবর্তী,নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ গত দু'মাস ধরে মিলছে না বেতন। এদিকে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদত্যাগে বর্তমানে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে পৌরসভা। এই চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে, বকেয়া বেতন দ্রুত মেটানো এবং দৈনিক হাজিরা বৃদ্ধির দাবিতে মঙ্গলবার প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই পথ অবরোধে সামিল হলেন আলিপুরদুয়ার পৌরসভার অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা (নির্মল সাথী)। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আলিপুরদুয়ার পৌরসভার সামনে মাধব মোড়ে বক্সা ফিডার রোড অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। ছাতা মাথায় দিয়ে, বৃষ্টির তোয়াক্কা না করেই রাস্তার ওপর বসে পড়েন তারা। এর ফলে ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারী দৈনিক হাজিরা শ্রমিক ও নির্মল সাথীদের ক্ষোভ আকাশছোঁয়া। আন্দোলনরত এক কর্মীর কথায়, ক্ষ্মআমরা দিন আনি দিন খাই। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা আমাদের। টানা দু'মাস ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে যাচ্ছি, অথচ পকেটে এক পয়সাও নেই। আমাদের পরিবার কেন না খেয়ে থাকবে? কার কাছে যাব আমরা?ক্ষ্ম সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার পৌরসভার চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় গোটা পৌর প্রশাসন কার্যত অভিভাবকহীন ও স্থবির হয়ে পড়েছে। একদিকে প্রশাসনিক শূন্যতা, অন্যদিকে টানা বকেয়া বেতন; এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে শহর পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে থাকা এই শ্রমিকদের। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরে অবরোধ তুলে নিলেও সাফাই কর্মীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার সুনির্দিষ্ট আশ্বাস মিলছে এবং বেতন বৃদ্ধির দাবি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে, ততক্ষণ তারা এই আন্দোলন থেকে পিছু হটবেন না।

জলমগ্ন জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে হাতির দল !

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ পাহাড় ও ডুয়ার্স জুড়ে টানা ভারী বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে জঙ্গলের নদী-নালা ও ঝোরা। আর সেই জলবন্দি পরিস্থিতির জেরেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ের দিকে চলে আসছে বন্য হাতির দল। এমনই এক উদ্বেগজনক কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃশ্য ধরা পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগান এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি স্কুলের পাশের উঁচু এলাকায় আশ্রয় নিতে দেখা যায় মা হাতিসহ পাঁচ সদস্যের একটি হাতির পালকে। বনকর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, জঙ্গলের ভেতরে নদী ও ঝোরাগুলির জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় হাতিগুলি নিরাপদ স্থানের সন্ধানে চা বাগান এলাকায় চলে এসেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কৌতূহলের পাশাপাশি উদ্বেগও ছড়িয়েছে। কারণ বর্ষাকালে খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হাতিরা প্রায়শই লোকালয়ের কাছাকাছি চলে আসে, ফলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাতের আশঙ্কা বেড়ে যায়। বিশেষ করে স্কুল, বসতি এবং চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় হাতির উপস্থিতি বনদপ্তরের চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে বনদপ্তর। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং হাতির চলাচলের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। বনকর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই হাতিদের উত্ত্যক্ত করা যাবে না। ছবি বা ভিডিও তুলতে গিয়ে অতিরিক্ত কাছে যাওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে। পাশাপাশি হাতির চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি না করার আবেদন জানানো হয়েছে। বর্ষার শুরুতেই হাতির এই লোকালয়মুখী যাত্রা ফের মনে করিয়ে দিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের চ্যালেঞ্জ এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের গুরুত্ব।

চুরির সুপারি উদ্ধার, পুলিশের জালে দুই চোর

ভোটপট্টি এলাকায় চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। চুরি যাওয়া ৮১৫ কেজি সুপারি উদ্ধার করার পাশাপাশি দুই অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেছে ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে ময়নাগুড়ির ভোটপট্টি এলাকার বাসিন্দা মন্টু মজুমদারের গোডাউন থেকে প্রায় ৮৩০ কেজি সুপারি চুরি যায়।ঘটনার পর তিনি ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ ভোটপট্টি এলাকায় চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। চুরি যাওয়া ৮১৫ কেজি সুপারি উদ্ধার করার পাশাপাশি দুই অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেছে ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে ময়নাগুড়ির ভোটপট্টি এলাকার বাসিন্দা মন্টু মজুমদারের গোডাউন থেকে প্রায় ৮৩০ কেজি সুপারি চুরি যায়।

ঘটনার পর তিনি ভোটপট্টি পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ দ্রুত সূত্র সংগ্রহ করে এবং অভিযানে নেমে দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া ৮১৫ কেজি সুপারি, যার বাজারমূল্যও উল্লেখযোগ্য বলে জানা গিয়েছে। ভোটপট্টি ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডু জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করা হয়েছিল। পুলিশের তৎপরতায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে এবং অধিকাংশ চুরি যাওয়া সুপারিও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপের জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বাস দুর্ঘটনার পর ময়নাগুড়িতে চালকদের ব্রেথ অ্যানালাইজার পরীক্ষা ট্রাফিক পুলিশের

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ রবিবার ময়নাগুড়ির উল্লাডাবড়ি এলাকায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনার পর আরও তৎপর হয়ে উঠেছে পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার বিকেলে ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড়ে বিশেষ অভিযান চালায় ট্রাফিক পুলিশ। এদিন সরকারি ও বেসরকারি একাধিক বাস থামিয়ে চালকদের ব্রেথ অ্যানালাইজার মেশিনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। কোনও চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছেন কি না, তা খতিয়ে দেখেন পুলিশ কর্মীরা। পাশাপাশি চালকদের সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর পরামর্শও দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত রবিবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারগামী একটি সরকারি বাস ময়নাগুড়ির উল্লাডাবড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে। ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয় এবং ৩০ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হন। ঘটনার পর থেকেই সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। মঙ্গলবারের এই অভিযানকে সেই পদক্ষেপেরই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের দাবি, দুর্ঘটনা রোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান চলবে।

আবাস কাণ্ডে উদয়ন পুত্র সায়ন্তনের নাম ! তদন্তে চাঞ্চল্য

সামিম হোসেন,নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ দিনহাটা পুরসভার আবাস দুর্নীতি মামলায় তদন্তে নতুন মোড়। এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ছয়জন ঠিকাদারকে তলব করেছে পুলিশ। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, জেরার সময় একাধিকবার উঠে এসেছে প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহের পুত্র সায়ন্তন গুহের নাম। ফলে তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকেও মামলার সঙ্গে যুক্ত করা হতে পারে বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। গত সপ্তাহে কলকাতার ফুলবাগান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন উদয়ন গুহ। বর্তমানে তিনি পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন। আগামী ২৪ জুন তাঁকে ফের আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বিশেষ সহযোগিতা করছেন না। তবুও তদন্তের গতি থামাতে নারাজ পুলিশ। ইতিমধ্যেই আবাস যোজনা সংক্রান্ত রাস্তা ও নিকাশি প্রকল্পে যুক্ত একাধিক ঠিকাদারকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কয়েকজন ঠিকাদার অবশ্য তলব উপেক্ষা করেছেন বলেও জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, ঠিকাদারদের বয়ান মামলার ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।সূত্রের খবর, ২০২১ সালের পর থেকে দিনহাটার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সায়ন্তন গুহকে সক্রিয়ভাবে দেখা গিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা তাঁর ভূমিকা খ তিয়ে দেখছেন। জেরায় তাঁর নাম উঠে আসায় তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে সামাজিক মাধ্যমে সায়ন্তন গুহের গ্রেপ্তারের দাবিও তুলতে শুরু করেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিষয়টি নিয়ে দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায় বলেন, তআইনের চোখে সবাই সমান। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে, সে যত প্রভাবশালীই হোক না কেন, আইন তার নিজস্ব পথে চলবে।দফলে আবাস দুর্নীতি মামলায় আগামী কয়েকদিনের তদন্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তুঙ্গে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 24-06-2026 07:06 Page 6

গঙ্গা ভাঙ্গন রোধে জঙ্গিপুরে ৫০ কোটি বরাদ্দ

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা এলাকায় দীর্ঘদিনের গঙ্গা ভাঙন সমস্যা মোকাবিলায় বড় আর্থিক বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য বাজেটে। পাশাপাশি জঙ্গিপুরকে পৃথক জেলা করার প্রস্তাবও বাজেটে ঘোষণা হওয়ায় এলাকাজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বহু মানুষের দশ বছরের পুরনো দাবি পূরণের ইঙ্গিত মিলেছে বলে দাবি প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলের একাংশের। রাজ্য বাজেট অনুযায়ী, জঙ্গিপুর মহকুমা এলাকায় ভয়াবহ গঙ্গা নদী ভাঙন প্রতিরোধে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট অর্থের ৫০ শতাংশ কেন্দ্র এবং বাকি অংশ রাজ্য দেবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের বরাদ্দের পর ভবিষ্যতে আরও অর্থ বাড়তে পারে। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, গঙ্গা ভাঙন নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী সমাধানের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ে বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। সামশেরগঞ্জের মতো এলাকায় ইতিমধ্যেই ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সামশেরগঞ্জ এলাকায় নদী ভাঙন নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের কারণে বহু বসতভিটে ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ঝুঁকির মুখে পড়ছে। ফারাক্কা থেকে শুরু করে লালগোলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় নদী ভাঙনের প্রভাব পড়ছে বলে দাবি করা হয়েছে। সামশেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলম জানান, নদী ভাঙন এতটাই গুরুতর যে কেবলমাত্র স্থানীয় উদ্যোগে নয়, কেন্দ্রের সেচ দফতরের সহযোগিতা ছাড়া স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তিনি বলেন, জাতীয় সড়ক থেকে গঙ্গা নদীর দূরত্ব কমে আসায় আগামী দিনে বড় বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, বহু বছরের তুলনায় এবার নতুন করে অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় স্থানীয় মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছেন। জঙ্গিপুরকে পৃথক জেলা করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এতে সাধারণ মানুষের প্রশাসনিক পরিষেবা সহজ হবে। জঙ্গিপুরকে পৃথক জেলা করার ঘোষণাকে ঘিরে দীর্ঘদিনের দাবি নতুন করে বাস্তবায়নের পথে বলে মনে করছেন অনেকে। ফরাক্কা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্লক নিয়ে নতুন জেলা গঠনের প্রস্তাব সামনে এসেছে। উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রাম সমিতির সভাপতি হাসানউজ্জামান বাপ্পা জানান, ২০১৭ সাল থেকে তারা জঙ্গিপুর জেলা গঠনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। তাঁর দাবি, নতুন জেলা হলে হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও প্রশাসনিক ভবন গড়ে উঠবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। জঙ্গিপুরের বিজেপি বিধায়ক চিত্র মুখার্জী বলেন, এলাকার একাধিক দাবি বাজেটে আংশিকভাবে পূরণ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গঙ্গা ভাঙন রোধে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং রঘুনাথগঞ্জে গার্লস কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত। তিনি জানান, গঙ্গা ভাঙনের কারণে ইতিমধ্যেই একাধিক এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, তাই দ্রুত স্থায়ী পদক্ষেপ জরুরি।

সন্ধ্যা নামতেই ঝড়-বৃষ্টি, ভ্যাপসা গরমে স্বস্তির নিঃশ্বাস শহরবাসীর

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুরে মঙ্গলবার সন্ধ্যা নামতেই হঠাৎ করে আবহাওয়ার নাটকীয় পরিবর্তন দেখা যায়। সারাদিনের প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমের পর কালো মেঘে ঢেকে যায় গোটা আকাশ। এরপরই শুরু হয় প্রবল ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। একনাগাড়ে বিদ্যুতের ঝলকানি ও বজ্রপাতের শব্দে কার্যত কেঁপে ওঠে জঙ্গিপুর।প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট মুহূর্তের মধ্যেই প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। দোকানপাটও দ্রুত বন্ধ হতে শুরু করে।৷

ঝড়-বৃষ্টির তীব্রতায় সাধারণ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাড়ির দিকে ছুটতে বাধ্য হন।স্থানীয় ব্যবসায়ী শশাঙ্ক চক্রবর্তী বলেন, এ ধরনের আবহাওয়া আমরা খুব কমই দেখতে পাই। আজ হয়তো আমাদের বেচাকেনা হবে না, তবে এই বৃষ্টিতে মানুষ অন্তত ভ্যাপসা গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পাবে। গত কয়েকদিন ধরে অসহনীয় গরম ও আর্দ্রতার কারণে জঙ্গিপুরবাসীর নাভিশ্বাস উঠেছিল। সন্ধ্যার এই ঝড়-বৃষ্টি সেই অস্বস্তি থেকে সাময়িক মুক্তি এনে দিয়েছে। যদিও বজ্রপাত ও প্রবল বাতাসের কারণে আতঙ্কও ছড়িয়েছে, তবুও বৃষ্টির স্পর্শে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সাধারণ মানুষ। প্রকৃতির এই আকস্মিক রূপ বদল জঙ্গিপুরের সন্ধ্যাকে এক অন্য অভিজ্ঞতায় পরিণত করেছে।

লরি-ট্রাইসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু বৃদ্ধের

নয়া জামানা ,রঘুনাথগঞ্জ ঃ ভরসন্ধ্যায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল রঘুনাথগঞ্জের বড়োজুমলা এলাকা।জঙ্গিপুর-লালগোলা রাজ্য সড়কে একটি দ্রুতগতির লরির সঙ্গে এক প্রতিবন্ধী ট্রাইসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৭৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম আবদুল রাজ্জাক,

বাড়ি লালগোলা থানা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত সোমবার সন্ধ্যায় আবদুল রাজ্জাক সাহেব তাঁর ট্রাইসাইকেলটি নিয়ে বের হয়েছিলেন। সেই সময় লালগোলার দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া গতিতে থাকা লরি সরাসরি তাঁর ট্রাইসাইকেলে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই মারাত্মক ছিল যে, হ্যান্ডিক্যাপ গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং বৃদ্ধ গুরুতর আহত হন। উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার পর পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ব্যস্ত রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে, তৈরি হয় তীব্র যানজট। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জঙ্গিপুর ট্রাফিক পুলিশ।

পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়।দুর্ঘটনার পরই লরি ফেলে চম্পট দেয় চালক।

তবে ঘাতক লরিটিকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে পুলিশ। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। একজন শারীরিকভাবে অক্ষম বৃদ্ধের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব ! তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতের অনাস্থা স্থগিত

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়লেও শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়ে গেল বহু প্রতীক্ষিত অনাস্থা। মোঙ্গলবার ২৩ জুন রঘুনাথগঞ্জের তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতে এই অনাস্থা প্রস্তাবের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক জটিলতা ও নিরাপত্তার কারণে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারল না। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল কার হাতে থাকবে, তা নির্ধারণের জন্য আজকের দিনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ম মেনে আজই অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হওয়ার কথা ছিল। সকাল থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়।কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আজকের মতো এই অনাস্থা স্থগিত রাখা হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, অনাস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যে ধরনের পর্যাপ্ত প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, তা আজ মজুত করা সম্ভব হয়নি। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এড়াতেই মহকুমা বা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি এই স্থগিতাদেশ জারি করা হয়।পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক আয়োজন এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ না থাকায়, আইনশৃঙ্খলার স্বার্থেই আজকের অনাস্থা সভা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সভার দিনক্ষণ শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।অনাস্থা সভা স্থগিত হওয়ার ফলে সাময়িকভাবে পঞ্চায়েতের সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেবে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। একদিকে তৃনমূল দল ও অন্যদিকে বিরোধী শিবির;উভয় পক্ষই এখন প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং নতুন তারিখ ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছে।

যাত্রীবাহী নৌকায় বাজ পড়ে মৃত্যু একাধিক ,আহত ১০

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ গঙ্গায় নৌকা পারাপারের সময় ভয়াবহ বজ্রপাত ! প্রাণ হারালেন একাধিক যাত্রী, গুরুতর আহত আরও অন্তত ১০ জন। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধুলিয়ানে। আচমকা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।স্থানীয় ও প্রাথমিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ ধুলিয়ান ঘাট থেকে একটি যাত্রীবাহী নৌকা পারদেওনাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। নৌকাটি যখন গঙ্গার মাঝপথে, ঠিক তখনই আচমকা আকাশ কালো করে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সঙ্গে চলে ঘন ঘন বজ্রপাত।যাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটি তীব্র বজ্রপাত সরাসরি আছড়ে পড়ে চলন্ত নৌকাটির ওপর। বজ্রপাতের তীব্রতায় নৌকার মধ্যেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন অনেকে। নদী বক্ষে সৃষ্টি হয় হাহাকার।এই ভয়াবহ ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একাধিক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক সূত্রে খবর। এছাড়া অন্তত ১০ জন যাত্রী গুরুতরভাবে জখম ও ঝলসে গেছেন।দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত তৎপরতার সাথে নদীতে নামে। আহতদের নদী থেকে উদ্ধার করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনুপনগর হাসপাতালে। সেখানেই বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।আচমকা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গোটা ধুলিয়ান চত্বরে শোকের স্তব্ধতা। হাসপাতাল সূত্রে আহতদের বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

একাধিক দাবিতে বহরমপুর কলেজে বিক্ষোভ-ভাঙ্গচুর , আটক ৯

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন জমা দিতে এসে বিক্ষোভ ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বহরমপুর কলেজে। ঘটনায় ৯ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজ চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন দাবি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে আসেন। তবে সেই সময় অধ্যক্ষ উপস্থিত না থাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়।

অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন কলেজের বিভিন্ন সম্পত্তিতে ভাঙচুর চালানো হয়।পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বহরমপুর থানার পুলিশ। পুলিশ
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৯ জনকে আটক করে। অন্যদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, পূর্ব অনুমতি বা কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করেই ডেপুটেশন দিতে আসা হয়েছিল।

তাদের আরও অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বহিরাগতদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য।ঘটনার পর কলেজ চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ
পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

রেড ক্রস সোসাইটির সহায়ক যন্ত্র বিতরণ শিবির

ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, কান্দি মহকুমা শাখার উদ্যোগে এদিন ভরতপুর আইটিআই কলেজ প্রাঙ্গণে এক বিশেষ সহায়ক যন্ত্র বিতরণ উপলক্ষে চিহ্নিতকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভরতপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের জন্য এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সামগ্রীর জন্য উপযুক্ত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করা হয়।

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা,ভরতপুর ঃ ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, কান্দি মহকুমা শাখার উদ্যোগে এদিন ভরতপুর আইটিআই কলেজ প্রাঙ্গণে এক বিশেষ সহায়ক যন্ত্র বিতরণ উপলক্ষে চিহ্নিতকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভরতপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের জন্য এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সামগ্রীর জন্য উপযুক্ত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে ছিল হুইলচেয়ার, ব্যাটারি চালিত হুইলচেয়ার, কানের মেশিন, ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ, দৃষ্টিহীনদের জন্য ম্যাজিক স্টিক, সাধারণ স্টিক, বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট বেল্টসহ মোট ১১ ধরনের সহায়ক যন্ত্র।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, চিকিৎসকদের পরামর্শ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের এই সহায়ক যন্ত্রগুলি প্রদান করা হবে। সমাজের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক প্রতিবন্ধী মানুষদের অগ্রাধিকার দিয়ে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, কান্দি মহকুমা শাখার সম্পাদকসহ রেড ক্রস সোসাইটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। শিবিরে উপস্থিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতে এমন মানবিক কর্মসূচি আরও বিস্তৃতভাবে পরিচালনার দাবি জানান।রেড ক্রস সোসাইটির এই উদ্যোগ সমাজের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জীবনযাত্রা সহজ ও স্বনির্ভর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

১৭ বছর পর বধূ মৃত্যুর মামলায় স্বামীর জেল-জরিমানা

নয়া জামানা, কান্দি ঃ ১৭ বছর আগের এক বধূ নির্যাতন ও আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় দোষী সাব্যস্ত স্বামীকে কারাদণ্ড ও জরিমানার নির্দেশ দিল কান্দির দ্বিতীয় দ্রুত নিস্পত্তিকরণ (এফটিসি) আদালত। সোমবার দোষী সাব্যস্ত করার পর মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করেন আদালতের বিচারক লীনা শর্মা। আদালতের সরকারি আইনজীবী সুকান্ত মুখোপাধ্যায় জানান, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারায় দোষী নিবারণ কুন্ডুকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও চার মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৩০৬ ধারায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অপরাধে চার বছরের কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত। মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০০৮ সালের ২৯ জুলাই ভরতপুর থানার অন্তর্গত মণ্ডলপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। চোয়াতোর গ্রামের মেয়ে ইলাবতী কুন্ডু, যিনি মণ্ডলপুরে বিবাহিত ছিলেন, শ্বশুরবাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের শিকার হন। অভিযোগ, অত্যাচারের জেরে তিনি বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। ঘটনার পর মৃতার দাদা বিশ্বজিৎ কুন্ডুর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তের পর বধূর স্বামী, শাশুড়ি, ভাসুর-সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার শুনানিতে ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার শেষে সোমবার আদালত নিবারণ কুন্ডুকে দোষী সাব্যস্ত করে। তবে প্রমাণের অভাবে বাকি চার অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। মঙ্গলবার দোষীর সাজা ঘোষণা করা হয়।

গরুর শিংয়ের গুঁতোয় মৃত্যু বৃদ্ধের

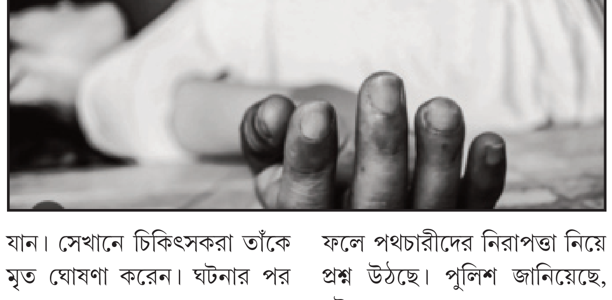

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাস্তার পাশে বসে থাকার সময় পথচলতি একটি গরুর শিংয়ের গুঁতোয় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে কান্দি থানার মাধুনিয়া উলাপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রক্ষাকর দাস (৭৯)। তাঁর বাড়ি মাধুনিয়া উলাপাড়া এলাকাতেই। সোমবার রাতে রাস্তার ধারে বসে থাকার সময় একটি গরু হঠাৎই তাঁকে শিং দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এলাকায় অবাধে গবাদি পশু চলাচলের কারণে মাঝেমধ্যেই এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ফলে পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল কান্দি মহকুমা হাসপাতালে। পরে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 24-06-2026 07:06 Page 7

সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের বার্তা, পুরাতন মালদার মঞ্চে রাজ্যপাল আর. এন. রবি

কুঞ্জ বিহারী শর্মা ।। নয়া জামানা ।। মালদা

ধর্মীয় সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মানবিক মূল্যবোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে মঙ্গলবার পুরাতন মালদার মাটিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর. এন. রবি। শ্রী গুরু তেগবাহাদুর জির ৩৫০তম শাহিদী দিবস উপলক্ষে পুরাতন মালদার কালাচাঁদ স্কুল মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।এদিন সকালেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মালদায় পৌঁছন রাজ্যপাল। মালদা টাউন স্টেশনে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা সমাহর্তা রাজনবীর সিং, পুলিশ সুপার অনুপম সিং ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ আরও অন্যান্যরা। এরপর সার্কিট হাউসে গার্ড অফ অনার গ্রহণ করে তিনি সরাসরি অনুষ্ঠানে যোগ দেন।এদিনের অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শিখ সম্প্রদায়ের সদস্যরা ঐতিহ্যবাহী রীতিতে রাজ্যপালকে সংবর্ধনা জানান। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গুরু তেগবাহাদুর জির জীবন শুধু একটি ধর্মের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর আত্মত্যাগ মানুষের অধিকার ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।রাজ্যপাল আরও বলেন, বর্তমান সময়ে সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা এবং ঐক্যের পরিবেশ বজায় রাখতে এমন অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’-র ভারতীয় চেতনার কথাও।অনুষ্ঠান শেষে শর্বরী এলাকার গুরুদোয়ারায় গিয়ে প্রার্থনায় অংশ নেন রাজ্যপাল। সেখানে শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

রাজ্যপালের সফরকে ঘিরে পুরাতন মালদা জুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ।

গুরু তেগবাহাদুর জির শাহিদী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান মালদায় সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক মিলনের এক অনন্য নজির হয়ে উঠেছে।

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দুই সিভিক ভলান্টিয়ারের

নয়া জামানা,মালদা ঃ মাধাইপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন গাজোল থানার দুই সিভিক ভলান্টিয়ার।মঙ্গলবার রাতে ঘটে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা।মৃতদের নাম চিরঞ্জিত মুর্মু (৩৫) ও অশোক মণ্ডল (৩৮)।দু'জনেই গাজোলের মালিপাড়া-বিলাইকান্দর গ্রামের বাসিন্দা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশিক্ষণে অংশ নিতে এদিন একটি মোটরবাইকে চেপে গাজোল থেকে মালদহ পুলিশ লাইনে গিয়েছিলেন তাঁরা।প্রশিক্ষণ শেষে রাতে বাইপাস রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিলেন।সেই সময় গাজোলমুখী একটি দ্রুতগতির গাড়ি তাঁদের বাইকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে।ধাক্কার জেরে রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে মালদহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়।তবে চিকিৎসকরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের বাঁচাতে পারেননি।হাসপাতালে দু'জনকেই মৃত ঘোষণা করা হয়।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবার ও সহকর্মীদের মধ্যে।দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত গাড়ির খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ত্রিমোহিনীতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ডেপুটেশন

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ সিডিপিওকে আগাম লিখিত আকারে তথ্য জানিয়েও ডেপুটেশনে হাজির না থাকায় ক্ষুব্ধ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।মোবাইলে রিচার্জের টাকা বাড়াতে হবে, সিম কার্ড সরবরাহ করতে হবে এবং প্রতি মাসে রিচার্জের ব্যবস্থা করতে হবে; এমনকি এমডি না করানোর চাপ সৃষ্টি করে বেতন আটকানোর ভয় দেখানো চলবে না সহ কয়েক দফা দাবিতে হিলি ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা ডেপুটেশন দিলেন ত্রিমোহিনীতে। মঙ্গলবার দুপুরে হিলি ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা একত্রিত হয়ে ত্রিমোহিনীতে অবস্থিত সিডিপিও অফিসের সামনে জমায়েত করেন। পরবর্তীতে তারা ত্রিমোহিনী বাজারে একটি মিছিল পরিক্রমা শেষে ডেপুটেশনের আয়োজন করেন। এই ডেপুটেশনে লিখিত আকারে একাধিক সমস্যা ও দাবি জানানোর জন্য উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হলেও, কর্মসূচিতে হিলি ব্লকের সিডিপিও উপস্থিত না থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে।

এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে পম্পা ঘোষ বলেন মোবাইল কেনার জন্য দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে অনেক পূর্বেই। কিন্তু মোবাইল রিচার্জ এর জন্য শুধুমাত্র ১৬৬ টাকা আমাদের দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে মোবাইল রিচার্জ করতে গেলে সাড়ে তিনশো টাকা লাগে। এর পাশাপাশি অফিস থেকে শুধুমাত্র ডিমের মূল্য দেওয়া হয় পিস প্রতি সাড়ে ছয় টাকা। কিন্তু বাজারে ডিমের মূল্য ৮ টাকা করে। স্বাভাবিক কারণে দিদিমণিদের ক্রয়-ই ক্ষমতার বাইরে।এছাড়াও প্রোটিন যুক্ত ডিম খাওয়ানো থেকে শুরু করে রান্নার খরচের টাকা তিন মাস কেটে গেলেও দেওয়া হয়নি। তাই প্রতি মাসের খরচের টাকা প্রতি মাসে দিতে হবে সহ একাধিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এদিন হিলি ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পক্ষ থেকে এই ডেপুটেশনের আয়োজন করা হয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত থেকে বেবি মোদক, অপর্ণা হালদার, ববিতা সূত্রধর, লীলা মোহন্ত সহ ডেপুটেশনে উপস্থিত কর্মীরা বলেন আমাদের দাবি মানা না হলে পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা এগোবো। তারা বলেন সিডিপিওকে আগাম লিখিত আবেদন জানিয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি আমাদের দাবি গ্রহণ না করার জন্য অফিসে উপস্থিত ছিলেন না। এ দিনের এই ডেপুটেশনকে ঘিরে পুলিশ প্রশাসনের কোনো আধিকারিক এলাকায় দেখা না গেলেও কোনো ধরনের অপ্রীতিকরের ঘটনা ঘটেনি। সর্বশেষে কর্মীরা সিডিপিও অফিসের সুপারভাইজার এর হাতে দাবী পত্র তুলে দেন।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ ও ১০০ দিনের কাজের দাবিতে কুমারগঞ্জে বিশেষ আলোচনা সভা

সাজাহান আলি,নয়া জামানা,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ এসআইআর এর কারণে যে সমস্ত ভোটারের নাম বিচারাধীন রয়েছে এবং যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়েছে তাদের প্রত্যেকের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প পুনরায় চালু করার জন্য কুমারগঞ্জ ব্লক সংখ্যালঘু কৃষাণ কংগ্রেসের তরফে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ।

জাতীয় কংগ্রেসের সংখ্যালঘু কৃষাণ সভার ডাকে আয়োজিত এই সভা অনুষ্ঠিত হয় কুমারগঞ্জ ব্লকের রাইখন হাট এলাকায়। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় কংগ্রেস ও সংখ্যালঘু নেতৃত্বের পক্ষে অনিন্দ্য সিংহ ,আব্দুল খালেক মন্ডল , সুলতান মন্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।কুমারগঞ্জ ব্লক সংখ্যালঘু কৃষাণ কংগ্রেসের এদিনের সভায় নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা ১০০ দিনের কাজ যথাশীঘ্র কুমারগঞ্জ ব্লকে পুনরায় চালু করার দাবি জানান। কারণ এর ফলে গরিব মানুষেরা সবচেয়ে বঞ্চিত হচ্ছেন। পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংশোধন করতে গিয়ে যাদের নাম বিচারাধীন রয়েছে এবং যাদের নাম পুরোপুরি ডিলিট হয়েছে তাদের সকলের ভোটাধিকার যথাশীঘ্র ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি এ দিনের সভায় জোরালো ভাবে তোলা হয়। বক্তারা বলেন,বাবা - দাদু সহ প্রায় সবার জন্ম এই দেশে হওয়া সত্ত্বেও বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে হয় বিচারাধীন, নয়তো বাতিল হয়েছে। এই সমস্ত মানুষের বৈধ ভোটাধিকার যথাশীঘ্র ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি তোলা হয়। পাশাপাশি আগামী ৩০ জুন কুমারগঞ্জ ব্লকে জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে গণ ডেপুটেশনে বিপুল সংখ্যক মানুষকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

হারিয়ে যাওয়া ১৩৯টি মোবাইল ফিরিয়ে দিল ইসলামপুর পুলিশ

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে মানবিকতার নজির গড়ল ইসলামপুর পুলিশ জেলা। মঙ্গলবার ইসলামপুরের তিস্তা পল্লী এলাকায় জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তর সংলগ্ন কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্ধার হওয়া ১৩৯টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাকেশ সিং-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। জেলার বিভিন্ন থানার তৎপরতায় উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।দীর্ঘদিন পর হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি মালিকরা। অনেকেই জানান, মোবাইল ফিরে পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। পুলিশের উদ্যোগে সেই হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ায় তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং পুলিশ প্রশাসনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।পুলিশ সুপার রাকেশ সিং জানান, সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার ও ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ নিয়মিতভাবে কাজ করছে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের জনমুখী উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।পুলিশের এই পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছেছে।

ফেনসিডিল উদ্ধারের মামলায় গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা বকুল শেখ

স্বরূপ সাহা, নয়া জামানা,মালদা ঃ চলতি বছরের মে মাসে কালিয়াচক থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করে। সেই মামলার তদন্তে নওদা-যদুপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বকুল শেখের নাম উঠে আসে বলে দাবি পুলিশের। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন বলে অভিযোগ। অবশেষে সোমবার রাতে সুখদেবপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় বকুল শেখ দাবি করেন, সোমবার রাতেও তিনি নিজের বাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিলেন। আচমকা পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। যে ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, ফেনসিডিল উদ্ধারের মামলার পাশাপাশি অতীতে সংঘর্ষ, বোমাবাজি, এলাকা দখল ও খুন-সহ একাধিক মামলায় বকুল শেখের নাম রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, প্রয়োজন অনুসারে সেই মামলাগুলির বিষয়েও আদালতে পদক্ষেপ করা হবে।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

কুশমণ্ডির কার্পেট শিল্পকে চাঙ্গা করতে রাজ্য বাজেটে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজ্য বাজেটে কুশমণ্ডির ঐতিহ্যবাহী কার্পেট শিল্পের উন্নয়নে টেক্সটাইল হাব গড়ে তোলার ঘোষণা ঘিরে খুশির জোয়ার বইছে মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাপাতলা এলাকায়। বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্পেট বুনে সংসারের হাল ধরে রাখা শতাধিক মহিলা শিল্পীর মুখে আজ আশার হাসি। তাঁদের বিশ্বাস, এই উদ্যোগ শুধু একটি প্রকল্প নয়, বরং কুশমণ্ডির কার্পেট শিল্পের পুনর্জাগরণের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।প্রায় ১৫ বছর ধরে ধাপাতলা এলাকার মহিলারা নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কার্পেট হস্তশিল্পের কাজ করে আসছেন। এই শিল্পকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে বহু পরিবারের জীবিকা। কিন্তু পর্যাপ্ত বাজার, সরকারি পরিকাঠামো এবং ন্যায্য পারিশ্রমিকের অভাবে একসময় এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প অস্তিত্ব সংকটে পড়েছিল। অনেক শিল্পী পেশা পরিবর্তনের কথাও ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে ২২শে জুন রাজ্য বাজেটে কুশমণ্ডিতে টেক্সটাইল হাব স্থাপনের ঘোষণা শিল্পীদের মনে নতুন উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করেছে। তাঁদের আশা, এই হাব গড়ে উঠলে কার্পেট শিল্পের জন্য আধুনিক বাজার ব্যবস্থা তৈরি হবে, কর্মসংস্থানের নতুন দ্বার খুলবে এবং শিল্পীরা তাঁদের পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য পাবেন। কার্পেট হস্তশিল্পী সজনী মণ্ডল বলেন,দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ চালিয়ে গিয়েছি। রাজ্য সরকার আমাদের শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে টেক্সটাইল হাব তৈরির যে ঘোষণা করেছে, তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই উদ্যোগ আমাদের ভবিষ্যতের প্রতি নতুন করে আশাবাদী করে তুলেছে।হস্তশিল্পী অঞ্জনা মুক্ত রায় বলেন, কার্পেট শিল্পই আমাদের পরিবারের প্রধান ভরসা। এই কাজের আয়ের উপর নির্ভর করেই সংসার চলে, সন্তানদের পড়াশোনা হয়। কিন্তু পরিশ্রমের তুলনায় সবসময় উপযুক্ত পারিশ্রমিক মেলে না। টেক্সটাইল হাব গড়ে উঠলে আমাদের তৈরি সামগ্রীর বাজার বাড়বে, কাজের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে।

তাই এই ঘোষণায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত।এই প্রসঙ্গে কুশমণ্ডির বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় বলেন,কুশমণ্ডির কার্পেট শিল্প একসময় প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু পরিবারের রুটি-রুজি এবং এলাকার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। রাজ্য সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে কুশমণ্ডিতে টেক্সটাইল হাব গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কার্পেট শিল্প নতুন প্রাণ ফিরে পাবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং কুশমণ্ডির নাম রাজ্য তথা দেশের মানচিত্রে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।স্থানীয়দের মতে, টেক্সটাইল হাব বাস্তবায়িত হলে কুশমণ্ডির কার্পেট শিল্প শুধু নতুন গতি পাবে না, বরং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাজ্য বাজেটের এই ঘোষণা তাই ধাপাতলার কার্পেট শিল্পীদের কাছে কেবল একটি সরকারি প্রকল্প নয়; এটি তাঁদের দীর্ঘ সংগ্রামের স্বীকৃতি, ভবিষ্যতের স্বপ্নপূরণের হাতছানি এবং কুশমণ্ডির ঐতিহ্যবাহী কার্পেট শিল্পকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার এক উজ্জ্বল অঙ্গীকার।

সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির ডেপুটেশন

নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ (এনআরইজিএস) এবং ‘পাড়ায় সমাধান’ সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। বিজেপির মাটিকুন্ডা-২ অঞ্চল কমিটির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করেন।বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং প্রকৃত উপভোক্তারা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিতে তারা পঞ্চায়েত কার্যালয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে যান।তবে পঞ্চায়েতে পৌঁছে বিজেপি কর্মীরা প্রধান-সহ একাধিক পঞ্চায়েত সদস্যকে অনুপস্থিত দেখতে পান। এর জেরে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিক্ষোভ শুরু হয়। এক পর্যায়ে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে হস্তক্ষেপ করে। পরে ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বিজেপি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। প্রশাসনের আশ্বাসের পর বিজেপি নেতৃত্ব কর্মসূচি প্রত্যাহার করে।বিজেপির দাবি, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্যরা পরিকল্পিতভাবে অনুপস্থিত থেকে পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করছেন। সাধারণ মানুষের স্বার্থে পঞ্চায়েতের কার্যক্রম সচল রাখার দাবিতেই এই ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর শহর মণ্ডলের সভাপতি চিত্রজিৎ রায়, মণ্ডল সভাপতি ভবেশ চন্দ্র সিংহ, বিজেপি নেতা পরিমল সিংহ-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। যদিও বিজেপির উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

দলবিরোধী কাজ ও তোলাবাজির অভিযোগ

পূর্ব বর্ধমানের দুই বিজেপি নেতাকে শোকজ ও সাময়িক বরখাস্ত

আমিনুর রহমান ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং একাধিক গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগে এবার কড়া ব্যবস্থার মুখে পড়লেন পূর্ব বর্ধমান জেলার
দুই বিজেপি নেতা। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন জামালপুর-১ মন্ডল সভাপতি প্রধান পাল এবং গত বিধানসভ
া নির্বাচনে বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় দাস। বিজেপির রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এই দুই নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) পাঠানোর পাশাপাশি সাময়িকভাবে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কলকাতার দলীয় সদর দপ্তর থেকে চিঠি আসার পর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর-১ মন্ডল সভাপতি প্রধান পালের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের পাশাপাশি বিজেপির নির্দেশ অমান্য করে দলে সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য কমিটির দাবি, তাঁর প্রশ্রয়ে আসা কিছু সমাজবিরোধীর অনৈতিক কাজকর্মের
ফলে দলের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির প্রমুখ প্রতাপ ব্যানার্জি তাঁকে চিঠি পাঠিয়ে আগামী ৭ দিনের মধ্যে জবাব তলব করেছেন। অন্যদিকে, বর্ধমানের তরুণ নেতা সঞ্জয় দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও মারাত্মক। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে দলের নাম ভাঙিয়ে এলাকায় তোলাবাজি, জাল সই ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষসহ দলীয় কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল। জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা-এর কাছে পাঠানো চিঠির প্রতিলিপিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, সঞ্জয়ের এই আচরণ সম্পূর্ণ দলীয় সংবিধান বিরোধী।

তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আদায়, স্পঞ্জ আয়রন কারখানা থেকে টাকা তোলা এবং এক মহিলাকে হুমকির মতো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। সোমবার রাতে সঞ্জয় দাস এবং মঙ্গলবার প্রধান পালের কাছে এই সংক্রান্ত চিঠি পৌঁছায়।

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশ মেনে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দুই নেতাকেই লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।

সন্তোষজনক উত্তর না মিললে দল তাঁদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি ও সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেবে বলে জানা গেছে। তবে এই বিষয়ে বিজেপি নেতা সঞ্জয় দাস জানান, তিনি কোনো অন্যায় করেননি এবং বর্ধমানের মানুষ তাঁর সম্পর্কে সব জানেন।

মন্ডল সভাপতিদের অভিযোগের ভিত্তিতেই দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

পুকুর ভরাট ঘিরে উত্তেজনা বর্ধমানে, শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান পৌরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিঠাপুকুর এলাকার ঐতিহ্যবাহী গোসাইপুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। দীর্ঘদিন ধরে পুকুরটিতে আবর্জনা ফেলে বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এর ফলে এলাকায় মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি খ তিয়ে দেখতে স্থানীয়দের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির ৬ নম্বর নগর মণ্ডলের সভাপতি সর্বাণী অধিকারী। সেখানে গিয়ে তিনি পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন এবং উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয়

বিজেপি নেত্রীর অভিযোগ, শহরের বুকে একের পর এক জলাশয় ভরাটের নেপথ্যে শাসকদলের এক শ্রেণীর নেতার প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। তিনি আরও জানান, এই ঐতিহ্যবাহী পুকুরটি যাতে দ্রুত সংস্কার করা হয়, সেই দাবি জানিয়ে খুব শীঘ্রই পৌরসভার দ্বারস্থ হবেন তারা। যদিও পুকুর মালিকের দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, এলাকার কিছু মানুষই পুকুরে নিয়মিত আবর্জনা ফেলছেন। তিনি পুকুরটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন বলেই দাবি করেছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে মিঠাপুকুর এলাকায় জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে।

এলাকার পরিবেশ রক্ষায় এবং মশার উপদ্রব থেকে বাঁচতে পৌরসভা শেষ পর্যন্ত কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে,

এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

দামোদরে প্রশাসনের আকস্মিক হানা, রায়নায় আটক ৩টি বকলেট মেশিন

নয়া জামানা, রায়নাঃ অবৈধ বালি উত্তোলন রুখতে ফের তৎপর হয়ে উঠল জেলা প্রশাসন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার বামুনিয়া সংলগ্ন দামোদর নদের তীরবর্তী এলাকায় একটি বড়সড় যৌথ অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় বেআইনিভাবে বালি তোলার অভিযোগ আসছিল স্থানীয় স্তরে।

এই বিশেষ অভিযানটি রায়না-১ ব্লক প্রশাসন, বড়শুল ও বর্ধমানের বিএলআরও এবং ডিএলআরও দপ্তরের আধিকারিকদের যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। অভিযানে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল রায়না, বর্ধমান ও শক্তিগড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

প্রশাসনের এই আকস্মিক হানায় ঘটনাস্থল থেকে বালি উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত ৩টি বকলেট মেশিন আটক করা হয়েছে।

তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্তরা আগেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দামোদর নদকে বাঁচাতে এই
ধরনের কঠোর অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে। এই চক্রের পেছনে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সংগঠনের মদত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মেমারিতে ধৃত গৃহশিক্ষক

নয়া জামানা, মেমারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে ১৪ বছরের এক নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক গৃহশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম নবেন্দ্র ধারা (৩০)। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পড়ানোর সময় ওই নাবালিকার সঙ্গে অশালীন আচরণ ও শ্লীলতাহানি করা হয় বলে পরিবারের অভিযোগ। নির্যাতিতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাতে মেমারি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা এবং বিএনএসএস-এর ১৮৩ ধারা অনুযায়ী গোপন জবানবন্দি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে এই ঘটনায় রাজনৈতিক যোগসূত্রও সামনে এসেছে। জানা গেছে, ধৃত নবেন্দ্র ধারা ২০২২ সালের পৌরসভা নির্বাচনে মেমারি পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় ক্ষুব্ধ নির্যাতিতার পরিবার অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে। ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

আরামবাগে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বর্ধমানের ২ মহিলার মৃত্যু

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ হুগলি জেলার আরামবাগের আদমবাঁধ এলাকায় এক মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়নার ধারান গ্রামের দুই মহিলা। মৃতদের নাম শর্মিলা সরেন ও লক্ষ্মী মুরমু। মঙ্গলবার যাত্রীবোঝাই একটি বাস বর্ধমান থেকে তারকেশ্বরের দিকে যাওয়ার সময় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। জানা গিয়েছে, মৃত দুই মহিলা ধারান শিবতলা থেকে বাসে উঠেছিলেন এবং আদমবাঁধ স্টেশনে নেমে গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় বাসের আরও বহু যাত্রী আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহতদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে বিধায়ক হেমন্ত বাগ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ অ্যাম্বুলেন্স না পৌঁছানোয় স্থানীয় মানুষজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অতিরিক্ত গতি নাকি যান্ত্রিক ত্রুটি;ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্গাপুরে পাকিস্তান পতাকা উদ্ধারের অভিযোগে উত্তেজনা, আটক ১

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের রায়ডাঙা এলাকায় দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে মঙ্গলবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুর নগর নিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আশরাফুদ্দিন আহমেদ নামে এক ব্যক্তির বাড়ির উঠোনে সকালে পাকিস্তানের পতাকা দেখতে পান প্রতিবেশীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত বাসিন্দারা একজোট হয়ে অভিযুক্তের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্ত আশরাফুদ্দিন আহমেদকে উদ্ধার করে হেফাজতে নেয় পুলিশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশবিরোধী বিভিন্ন পোস্ট শেয়ার করে আসছিলেন। কয়েকদিন আগেও তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছিল, যা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল।

তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আশরাফুদ্দিন দাবি করেছেন, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে এবং এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বর্তমানে ওই এলাকায় নতুন করে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। গোটা ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কাটমানি ফেরত চেয়ে তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও গ্রামবাসীদের

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ খাস জমির পুকুরপাড়ে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মুলগ্রামে। অভিযোগ, গ্রামের কয়েকজন তৃণমূল নেতা প্রায় ২০ জন বাসিন্দার কাছ থেকে মাথাপিছু প্রায় ১২ হাজার টাকা করে 'কাটমানি' নিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও জমির কোনও বৈধ কাগজপত্র বা স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা শেষমেশ টাকা ফেরতের দাবিতে সরব হন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুলগ্রামের একটি খাস পুকুরপাড় সংলগ্ন জমিতে কয়েকটি পরিবারকে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন স্থানীয়

তৃণমূল নেতারা। অভিযোগকারীদের দাবি, সেই সময় নেতাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ওই অর্থ তৃণমূলের পার্টি অফিস নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হবে এবং বিনিময়ে তাঁদের জমিতে থাকার সুযোগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন পরও কোনও পাট্টা বা সরকারি নথি হাতে না পাওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ জমতে থাকে। মঙ্গলবার এই ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা একযোগে স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুশীল ঘোষের বাড়িতে চড়াও হন এবং টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, স্থায়ীভাবে থাকার আশায় তাঁরা টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও বৈধ সুবিধা না মেলায় তাঁরা সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত চান। প্রথমে অভিযুক্ত নেতা সুশীল ঘোষ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলেও, গ্রামবাসীদের প্রবল চাপে পড়ে শেষমেশ স্বীকার করেন যে পার্টি অফিস তৈরির জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুলগ্রাম এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। গ্রামবাসীরা এই দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত ও দ্রুত টাকা ফেরতের দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

মন্তেশ্বরে কৃষকদের স্বার্থে স্টেট ব্যাঙ্কের বিশেষ কর্মশালা

নয়া জামানা, মন্তেশ্বর ঃসামগ্রিক চাষবাসের উন্নয়ন এবং কৃষক ও জমি রক্ষায় পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। মূলত মন্তেশ্বর ও ভাতার;এই দুটি ব্লককে কেন্দ্র করে ব্যাঙ্কের এই উদ্যোগ। কর্মশালায় আধিকারিকরা জানান, 'কেসিসি স্যাচুরেশন ড্রাইভ' কর্মসূচির অধীনে মাত্র ৪ শতাংশ স্বল্প সুদে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ঋণ দিয়ে অন্নদাতাদের আর্থিক মানোন্নয়ন করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে প্রতিটি যোগ্য কৃষকের কাছে সহজে কৃষি ঋণ
পৌঁছে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে ১০ জন উপভোক্তার হাতে লোনের অনুমোদন পত্র তুলে দেওয়া হয়। ঋণদানের পাশাপাশি কৃষকদের শস্যবীমা ও জনসুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে সচেতন করা হয়। জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির যে ক্ষতি হচ্ছে, তা উল্লেখ করে আধিকারিকরা উচ্চ ফলনের জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদ ও জৈব সার ব্যবহারের ওপর জোর দেন। কর্মশালায় নাবার্ডের ডিস্ট্রিক্ট ডেভলপমেন্ট ম্যানেজার শিবজন সোরেন, ডেপুটি ডিরেক্টর এগ্রিকালচার অমর কুমার মন্ডল এবং স্টেট ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক চিফ ম্যানেজার অর্ণব মন্ডলসহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ভিন জেলার ঘটনাকে ইস্যু করে অশান্তি নয়, মহরমে ডিজে ও অস্ত্রে নিষেধাজ্ঞা পুলিশের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ মহরম উৎসবকে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে পালন করতে কড়া বার্তা দিল পুলিশ। মঙ্গলবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত জামুরিয়া থানায় স্থানীয় মহরম উদ্যোক্তা কমিটিগুলিকে নিয়ে একটি শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জামুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌমেন্দ্রনাথ সিং ঠাকুরের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, রাজ্যের অন্য কোনো অংশে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এলাকায় কোনোভাবেই অশান্তি বা ঝামেলা পাকানো যাবে না। পাশাপাশি,

উৎসবের দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলার সুরক্ষায় গত বছরের নিয়মই বহাল থাকছে। মহরমের মিছিলে কোনোভাবেই ডিজে বাজানো যাবে না এবং কোনো ধরনের অস্ত্র নিয়ে হাঁটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আগামী ২৬ শে জুন মহরম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পুলিশের এই সমস্ত নির্দেশিকায় মহরম কমিটির সদস্যরা সহমত পোষণ করেছেন এবং উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

অম্বুবাচীতে পুণ্যার্থীদের ঢল খণ্ডঘোষের বোঁয়াইচণ্ডী মন্দিরে, এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ উদ্যোগ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সোমবার রাত থেকে অম্বুবাচী শুরু হতেই পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের ঐতিহ্যবাহী বোঁয়াইচণ্ডী মন্দিরে বাৎসরিক বিশেষ পূজাকে কেন্দ্র করে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম ঘটেছে। প্রতি বছরের মতো এবারও পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থী মায়ের দর্শন ও পুজো দেওয়ার জন্য এখানে ভিড় জমিয়েছেন। অম্বুবাচীর চার দিন ব্যাপী এই উৎসবে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়েছে। পাশাপাশি, দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের সুবিধা এবং মন্দির চত্বরের পরিবেশকে সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে। সোমবার থেকে স্থানীয় বোঁয়াইচণ্ডী বিজেপি কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এই স্বচ্ছতা কর্মসূচির উদ্যোগ নেন বরিষ্ঠ কার্যকর্তা শ্যামাপ্রসাদ রায়। উৎসবে যাতে মন্দির প্রাঙ্গণ নোংরা না হয়, তার জন্য আগাম ব্যবস্থা নিয়ে দলের কর্মী ও সমর্থকেরা এলাকা পরিষ্কারের কাজে হাত লাগান। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপি ৪ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক কৌশিক মণ্ডল এবং যুব সভাপতি পলাশ হাজরা সহ অন্যান্যরা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুণ্যার্থীরা যাতে কোনো রকম সমস্যার মুখোমুখি না হয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পরিবেশে পুজো দিতে পারেন, সেটাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। আগামী দিনগুলোতে মন্দিরে ভক্তদের সমাগম আরও বাড়বে বলেই আশা করা হচ্ছে।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

বর্ষার আগে তৎপর প্রশাসন, ঘাটালের বন্যাপ্রবণ এলাকা ও নদী বাঁধ পরিদর্শনে জেলা পুলিশ সুপার

ভরত বেরা,নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বর্ষা শুরুর আগেই সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি জোরদার করতে ঘাটালে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ঘাটাল থানায় বন্যা পরিস্থিতি এবং আগাম প্রস্তুতি নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল ও দাসপুরের বিডিও, ঘাটাল বিধানসভার বিধায়ক শীতল কপাট-সহ মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। বৈঠকে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা, ত্রাণ ও উদ্ধার ব্যবস্থা, জরুরি পরিষেবা বজায় রাখা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে পুলিশ সুপার ঘাটালের মনশুকা এলাকায় ঝুমি নদীর উপর নির্মিত ভগবতী সেতু পরিদর্শন করেন। দীর্ঘদিন আগে নির্মিত হলেও সংযোগকারী রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেতুটি এখনও সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য চালু করা সম্ভব হয়নি। সেতুর বর্তমান অবস্থা এবং দ্রুত চালুর সম্ভাবনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। এরপর তিনি অজবনগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গরখাই এলাকায় যান। প্রতি বর্ষায় দীর্ঘদিন জলমগ্ন থাকা এই অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন পুলিশ সুপার। পাশাপাশি দাসপুরের বন্যাপ্রবণ সামাট এলাকাও পরিদর্শন করে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলির প্রস্তুতির খোঁজ নেন। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষাকালে যাতে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, তার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দফতরকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নদী বাঁধ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলির অবস্থাও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বর্ষা ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে ঘাটালের বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতে প্রশাসনের এই আগাম তৎপরতা সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও আশ্বাস জুগিয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, সম্ভাব্য দুর্যোগের আগে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বরাগাদায় শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের ৯ নম্বর কাশিজোড়া অঞ্চলের বরাগাদা এলাকায় মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস। সীতানাথপুর ও পালইবনি বুথের বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীদের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মেদিনীপুর মণ্ডল-৪ কমিটির সম্পাদক বাপন ঘোষ, বিজেপি নেতা বিভূতি মাহাতো, অভিজিৎ রায়, মোহিত চালক-সহ এলাকার একাধিক দলীয় কর্মী ও সমর্থক। কর্মসূচির শুরুতে উপস্থিত সকলেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা ড. মুখোপাধ্যায়ের জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান এবং জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রশ্নে তাঁর আত্মত্যাগ আজও দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে সমাজসেবামূলক কাজ ও জনসংযোগ আরও বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়। এদিন উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা শপথ নেন যে, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ ও চিন্তাধারা প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তাঁরা নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন। পাশাপাশি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণ ও শ্রদ্ধামূলক পরিবেশে সম্পন্ন হয়। কর্মসূচিতে এলাকার বহু বিজেপি সমর্থক ও স্থানীয় বাসিন্দারাও উপস্থিত ছিলেন।

জামতোড়িয়ায় যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, প্রেমের সম্পর্ক ঘিরে রহস্য দানা বাঁধছে

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া জেলার মানবাজার-২ নম্বর ব্লকের জামতোড়িয়া এলাকায় যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বোরো থানার অন্তর্গত জামতোড়িয়া ফাঁড়ি এলাকার একটি জঙ্গলে গাছ থেকে ওই দুই ব্যক্তির দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সনকা সিং (১৫) এবং বুলেট মাহাতো (৩৮)। স্থানীয় বাসিন্দারা সকালে জামতোড়িয়া ফুটবল মাঠ সংলগ্ন জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছে দুইজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং দেহ দুটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃত দুইজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে কী কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুধবার ময়নাতদন্তের পর রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত সত্য সামনে আনা হোক। পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

খাকুড়াদায় গল্পবলা প্রতিযোগিতায় মাতল খুদে পড়ুয়ারা, উন্মোচিত হল সৃজনশীলতার নতুন দিগন্ত

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, ভাষাগত দক্ষতার উন্নয়ন এবং কল্পনার জগতে অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিতে খাকুড়াদায় অনুষ্ঠিত হল এক বর্ণাঢ্য শিশুদের গল্পবলা প্রতিযোগিতা। ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা ও ভগবতী দেবী শিক্ষা নিকেতনের ব্যবস্থাপনায় এবং রেনেসাঁ আর্টিস্টস এন্ড রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ঘিরে শিশুদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ভগবতী দেবী শিক্ষা নিকেতনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেদের পছন্দের গল্প বলার মাধ্যমে তারা তুলে ধরে তাদের কল্পনাশক্তি, ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস। খুদে প্রতিযোগীদের সাবলীল উপস্থাপনা উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শুভাশিস সাউ। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন কাজরী বসু ও সায়রী অধিকারী। সভার সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সিদ্ধার্থ শংকর মিশ্র। প্রধান বক্তা শুভাশিস সাউ তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতা শিশুদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস গঠন এবং মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি তাদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

জলমগ্ন রাস্তায় মাছের চারা ও ধান বীজ রোপণ, অভিনব প্রতিবাদে সরব বেলিয়াতোড়বাসী

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ দীর্ঘদিনের জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তির দাবিতে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের বেলিয়াতোড়ের নতুনবাজার এলাকার বাসিন্দারা। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে পুকুরের চেহারা নেওয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জলমগ্ন রাস্তায় মাছের চারা ছেড়ে এবং ধানের বীজ রোপণ করে নিজেদের প্রতিবাদ জানান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় দুই দশক ধরে নতুনবাজার এলাকার এই রাস্তার একই দুরবস্থা। অল্প বৃষ্টিপাত হলেই রাস্তার উপর জল জমে দীর্ঘ সময় ধরে তা নেমে যায় না। ফলে সাধারণ মানুষের চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। বহুবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে সমস্যার কথা জানানো হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান মেলেনি বলে দাবি তাঁদের। মঙ্গলবার এলাকার মানুষ একত্রিত হয়ে জলমগ্ন রাস্তায় নেমে প্রতীকী প্রতিবাদে অংশ নেন। কেউ রাস্তার জলে মাছের চারা ছাড়েন, আবার কেউ ধানের বীজ রোপণ করেন। প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য, রাস্তা যখন প্রায় পুকুর বা ধানক্ষেতের রূপ নিয়েছে, তখন সেই বাস্তবতাকেই তুলে ধরতেই এই অভিনব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, শুধু নতুনবাজার নয়, বেলিয়াতোড়ের স্টেশন রোড, ফুলবাড়ী-সহ একাধিক এলাকাতেও একই সমস্যা রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং নিত্যদিনের যাতায়াতে ভোগান্তির শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। এলাকার বাসিন্দা রমেশ রায়, ফণিভূষণ নাগ-সহ অন্যান্যরা জানান, দ্রুত জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার সংস্কার না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের দাবি, বর্ষা আরও জোরদার হওয়ার আগে প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করুক। এলাকার মানুষের আশা, এই অভিনব প্রতিবাদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে এবং বহু বছরের জলযন্ত্রণার অবসান ঘটবে।

লাঠি হাতে মদের বিরুদ্ধে প্রমীলা বাহিনীর অভিযান, ত্রিসালন গ্রামে ভাঙচুর অবৈধ মদের আস্তানায়

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আকুই-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ত্রিসালন গ্রামে অবৈধ মদ ব্যবসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এলাকার মহিলারা। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে চলতে থাকা চোলাই ও অবৈধ মদ বিক্রির প্রতিবাদে একজোট হয়ে লাঠি হাতে অভিযানে নামেন গ্রামের মহিলারা। তাঁদের এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামের কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধভাবে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রি করছিল। পাশাপাশি বাইরে থেকে বিদেশি মদ এনে বিক্রির অভিযোগও রয়েছে। এর ফলে গ্রামের বহু মানুষ, বিশেষ করে যুবক ও শ্রমজীবী পুরুষদের মধ্যে নেশার প্রবণতা বাড়ছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর জেরে বহু পরিবারে অশান্তি, আর্থিক সংকট এবং পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা বাড়তে থাকে। গ্রামের মহিলাদের দাবি, সংসারের উপার্জনের বড় অংশ মদ্যপানের পেছনে খরচ হওয়ায় পরিবারগুলি চরম সমস্যার মুখে পড়ছিল।

এমনকি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশপাশেও দিনের বেলায় মদ বিক্রির অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সন্ধ্যার আগে গ্রামের মহিলারা সংঘবদ্ধ হয়ে লাঠি-সোটা হাতে বিভিন্ন বাড়িতে অভিযান চালান।

যেখানে অবৈধভাবে মদ তৈরি বা মজুত করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ, সেখানে গিয়ে তাঁরা মদ তৈরির সরঞ্জাম নষ্ট করে দেন এবং মজুত চোলাই মদ ফেলে দেন। বেশ কিছু বিদেশি মদের বোতলও ভেঙে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। মহিলাদের বক্তব্য, প্রশাসন দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতেও তাঁরা এ ধরনের অভিযান চালিয়ে যাবেন।

ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

স্মার্ট প্রিপেইড মিটারের বিরোধিতায় জেলাজুড়ে বিক্ষোভ, নকল মিটার পুড়িয়ে প্রতিবাদ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ স্মার্ট প্রিপেইড মিটার স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাজুড়ে নকল স্মার্ট মিটার পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। অ্যাবেকার দাবি, জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে স্মার্ট প্রিপেইড মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি ইতিমধ্যে বসানো স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়া, ক্ষুদ্র শিল্পে মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, গৃহস্থ গ্রাহকদের জন্য ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং কৃষিক্ষেত্রে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিও তুলে ধরা হয়। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই কর্মসূচি পালিত হয়। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের দেউলিয়া এলাকায় নকল স্মার্ট মিটার পোড়ানোর সময় প্রায় ১৫ মিনিট যান চলাচল ব্যাহত হয়। এছাড়াও তমলুকের বিজলী ভবন, মেছেদা পাঁচমাথা মোড়, কাঁথির পোস্ট অফিস মোড়, এগরার দীঘা মোড়-সহ একাধিক স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। চণ্ডীপুরেও একটি প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এগরা ডিভিশনাল ম্যানেজার, কোলাঘাট ও মহিষাদল কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের স্টেশন ম্যানেজারদের কাছে ডেপুটেশনও জমা দেওয়া হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব অধ্যাপক জয়মোহন পাল, প্রদীপ দাস, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, শংকর মালাকার, সনাতন গিরি ও নারায়ণ প্রামাণিক প্রমুখ। সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের দাবি, সরকারি কর্মচারী ও বিভিন্ন সরকারি ভাতা প্রাপকদের বাড়িতে প্রথম পর্যায়ে স্মার্ট মিটার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তারা জানতে পেরেছেন। সেই প্রেক্ষিতেই বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছে সংগঠন।

স্মার্ট প্রিপেইড মিটার স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাজুড়ে নকল স্মার্ট মিটার পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়।

নেপালের আন্তর্জাতিক যোগমঞ্চে এগরার দুই কৃতি, গর্বে উজ্জ্বল পূর্ব মেদিনীপুর

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ আন্তর্জাতিক যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার দুই প্রতিভাবান যোগসাধক। আগামী ২৬ থেকে ২৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হতে চলা আন্তর্জাতিক যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে অংশ নেবে ১১ বছর বয়সী প্রথম জানা এবং ১৬ বছর বয়সী শ্রীলেখা দাস। তাদের এই সাফল্যে গর্বিত গোটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। গ্রামীণ এলাকার সাধারণ পরিবেশ থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক মঞ্চে জায়গা করে নেওয়া প্রথম ও শ্রীলেখার এই সাফল্য ইতিমধ্যেই জেলার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তাঁদের কঠোর অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং যোগব্যায়ামের প্রতি নিষ্ঠাই আজ তাঁদের এই সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে এগরা থানার উদ্যোগে একটি বিশেষ যোগব্যায়াম কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে প্রথম জানা ও শ্রীলেখা দাসের অসাধারণ দক্ষতা, শারীরিক নমনীয়তা এবং একাগ্রতার পরিচয় সামনে আসে। তাদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপস্থিত দর্শক ও অতিথিদের মুগ্ধ করে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকেও দুই কৃতী যোগসাধককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। জেলা পুলিশের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাঁদের আয়োজিত কর্মসূচি থেকে উঠে আসা এই দুই প্রতিভার আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয়। তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন, প্রথম ও শ্রীলেখা শুধু জেলার নয়, সমগ্র দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্যের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। নেপালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগে দুই প্রতিযোগীই এখন জোরকদমে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছেন জেলার মানুষ।

বরাগাদায় আরএসএসের ‘পরিচিত বর্গ’ কর্মসূচি, যুবসমাজের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের ৯ নম্বর কাশিজোড়া অঞ্চলের বরাগাদা এলাকায় মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর উদ্যোগে একটি ‘পরিচিত বর্গ’ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সংঘের কার্যক্রম, আদর্শ ও সাংগঠনিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শালবনি খণ্ড কার্যবাহ লক্ষ্মীকান্ত মাহাত, সেবা প্রমুখ বিধানচন্দ্র মাইতি-সহ একাধিক সংঘ কার্যকর্তা। কর্মসূচিতে এলাকার যুব সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যুবকদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানে সংঘের বক্তারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম, সামাজিক উদ্যোগ এবং সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁরা উপস্থিতদের উদ্দেশে সংঘের নীতি, আদর্শ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। পাশাপাশি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা, সেবাভাবনা ও জাতীয় চেতনা জাগ্রত করাই সংঘের অন্যতম লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিতভাবে পরিচিত বর্গ, আলোচনা সভা এবং সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। সংঘের নেতৃত্বরা জানান, ভবিষ্যতেও সাধারণ মানুষের কাছে সংগঠনের কর্মকাণ্ড ও ভাবধারা পৌঁছে দিতে এ ধরনের কর্মসূচি আরও বিস্তৃত পরিসরে আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বহু স্থানীয় বাসিন্দা ও যুবক সংঘের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সমগ্র কর্মসূচিটি সম্পন্ন হয়।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana........12 June....2026....new_Layout 1 24-06-2026 07:06 Page 10

ভিনরাজ্য থেকে গ্রেপ্তার টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফারুক গাজীকে ভিনরাজ্য কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশ। বেঙ্গালুরু পুলিশের সহযোগিতায় পরিচালিত বিশেষ অভিযানে গত গভীর রাতে একটি গোপন আস্তানা থেকে তাকে আটক করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, গ্রেপ্তারের পর আজ তাকে বেঙ্গালুরুর স্থানীয় আদালতে তোলা হবে। আদালতের অনুমতি নিয়ে ট্রানজিট রিমান্ডে পশ্চিমবঙ্গে আনা হবে এবং পরে হাসনাবাদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই টাকি ও বসিরহাট মহকুমা জুড়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফারুক গাজীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের তালিকায় রয়েছে জোরপূর্বক জমি দখল, সরকারি জমি ও নদীর চর দখল, আবাস যোজনার অর্থ বণ্টনে অনিয়ম ও কাটমানি আদায়, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের হুমকি দেওয়া এবং নির্বাচনের আগে বিরোধীদের প্রচারে বাধা সৃষ্টি করার মতো নানা অভিযোগ। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে এখনও আদালতে চূড়ান্ত রায় হয়নি, তবুও তার গ্রেপ্তারিকে ঘিরে এলাকায় নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অভিযোগগুলির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে হেফাজতে নেওয়া হতে পারে। এখন সকলের নজর আদালতের পরবর্তী নির্দেশ এবং তদন্তের অগ্রগতির দিকে।

প্রাক্তন প্রধানের বাড়ির সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, গ্রেফতারের দাবিতে উত্তাল দুলদুলি

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফের উত্তেজনা ছড়াল প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তথা বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য বিধান মুন্ডাকে ঘিরে।

সোমবার তাঁর বাড়ির সামনে টায়ার জ্বালিয়ে, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার বহু বাসিন্দা। বিক্ষোভকারীদের একটাই দাবি; বিধান মুন্ডাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান থাকাকালীন সময় থেকে শুরু করে বর্তমানেও তিনি একাধিক দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম, ঘর নির্মাণের নামে টাকা আত্মসাৎ, জব কার্ডের অর্থ বণ্টনে দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ। এছাড়াও বিক্ষোভকারীদের দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর, মারধর এবং মৎস্যজীবীদের ঘের থেকে মাছ লুটপাটের ঘটনাতেও তাঁর নাম উঠে এসেছে। যদিও এই অভিযোগগুলির বিষয়ে অভিযুক্তের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিক্ষোভের খবর পেয়ে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনে নামবেন তাঁরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে।

ইছামতির তীরে বেআইনি নির্মাণে কড়া টাকি পুরসভা, ১৩টি গেস্ট হাউস ভাঙার নির্দেশ

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার টাকি শহরে ইছামতি নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা একাধিক বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নিল টাকি পুরসভা। উপযুক্ত নথিপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৩টি গেস্ট হাউস ও বাণিজ্যিক নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৫ মে রাজ্য নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ আসে। সেই নির্দেশ মেনে টাকি পুরসভা ইছামতি নদী সংলগ্ন ৫৬টি গেস্ট হাউস, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং ছোট-বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে জমি ও নির্মাণ সংক্রান্ত বৈধ নথিপত্র জমা দেওয়ার নোটিশ পাঠায়। পর্যালোচনার পর দেখা যায়, ৫৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি গেস্ট হাউস ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বৈধ ও সন্তোষজনক নথি পেশ করতে পারেনি। এরপর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে আনুষ্ঠানিক নোটিশ টাঙিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ইছামতি নদীর ধারে গড়ে ওঠা এই নির্মাণগুলির বেশিরভাগই গত দেড় দশকে তৈরি হয়েছে। বেআইনি দখল ও নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ এবং সৌন্দর্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ। পুরসভার এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন টাকির বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, ইছামতি নদীর তীরকে দখলমুক্ত করে টাকির ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা জরুরি। প্রশাসনের এই উদ্যোগে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও এমন অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

লোকালয়ের পুকুরে কুমির, রাতভর নজরদারির পর বনদপ্তরের জালে ধরা পড়তেই স্বস্তি গ্রামবাসীর

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের শ্রীধরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়ালের বাজারে হঠাৎ একটি পুকুরে কুমির দেখা যাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নদী সংলগ্ন এই এলাকায় বাজারে আসা বহু মানুষ প্রথমে পুকুরের জলে কুমিরটিকে ভাসতে দেখেন বলে দাবি করেন। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায় রামগঙ্গা রেঞ্জের বনদপ্তরের কর্মীরা। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বনকর্মীরা পুকুর ও আশপাশের এলাকা ঘিরে নজরদারি চালালেও কিছুক্ষণের মধ্যেই কুমিরটি চোখের আড়ালে চলে যায়। ফলে আতঙ্ক আরও বাড়তে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বনদপ্তরের কর্মীরা সারারাত এলাকায় পাহারা দেন এবং কুমিরটির গতিবিধির উপর নজর রাখেন। পরদিন সকালেও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকে।

দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে বনকর্মীরা কুমিরটির অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হন। এরপর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কুমিরটিকে জালে বন্দি করে উদ্ধার করা হয়। সফল উদ্ধার অভিযানের পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এলাকাবাসী। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কুমিরটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রাণী চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ শেষে কুমিরটিকে তার স্বাভাবিক আবাসস্থলে, অর্থাৎ গভীর সমুদ্র বা উপযুক্ত জলাভূমি এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হবে। বনদপ্তরের এই তৎপরতায় খুশি স্থানীয় মানুষ।

হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীতে ট্রলারের ধাক্কায় ডুবল লঞ্চ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন ৫ কর্মী

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান শেষে কলকাতা থেকে সুন্দরবনে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি লঞ্চ। নামখানা থানার খাটুয়ার ঘেরি ঘাট সংলগ্ন হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীতে ট্রলারের ধাক্কায় ডুবে যায় 'এম.ভি মা অজন্তা' নামের একটি লঞ্চ। তবে চালক-সহ লঞ্চে থাকা পাঁচজন কর্মীকেই জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কলকাতার ডগ ঘাট থেকে গোসাবার উদ্দেশে রওনা দেয় লঞ্চটি। নামখানা মৎস্য বন্দর অতিক্রম করে ভগবতপুরের দিকে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা 'এফবি করুণাময়ী' নামের একটি দ্রুতগতির মৎস্যজীবী ট্রলার লঞ্চটির মাঝ বরাবর সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে লঞ্চটিতে দ্রুত জল ঢুকতে শুরু করে এবং মাত্র ৫ থেকে ৭ মিনিটের মধ্যেই সেটি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। লঞ্চে থাকা কর্মীরা প্রাণ বাঁচাতে চিৎকার শুরু করলে আশপাশে থাকা একটি পর্যটকবাহী লঞ্চ এবং দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রলারটির মৎস্যজীবীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে নামেন। তাঁদের তৎপরতায় চালক-সহ পাঁচজনকেই নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ফলে বড়সড় প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো গেছে। খবর পেয়ে নামখানা ও কাকদ্বীপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বেঙ্গল লঞ্চ অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ডুবে যাওয়া লঞ্চটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দালালের ফাঁদে সীমান্ত পারের চেষ্টা, হাকিমপুরে ধরা পড়ল ২ বাংলাদেশি সহ ৩ জন

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আইনি প্রক্রিয়া এড়িয়ে দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর ব্লকের হাকিমপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই বাংলাদেশি নাগরিক ও এক দালালকে আটক করা হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, তারালি বিওপির জওয়ানরা সীমান্ত এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে অভিযান চালান। সেই সময় দুই বাংলাদেশি নাগরিককে সীমান্ত পার করানোর চেষ্টা চলছিল বলে অভিযোগ। জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকেই আটক করেন। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের পরিচয় হিসেবে জানা গেছে, তারা হলেন বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম এবং মোছাম্মাদ আজুফা খাতুন। পাশাপাশি বিথারী শেখপাড়ার বাসিন্দা মনিরুল নামে এক ভারতীয় দালালকেও আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মনিরুল মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ওই দুই বাংলাদেশিকে অবৈধভাবে সীমান্ত পার করানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফ জওয়ানরা দ্রুত পদক্ষেপ করে এই পাচারচক্রের পরিকল্পনা ভেস্তে দেন। পরবর্তীতে ধৃত তিনজনকে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করেছে। আজ দুপুরে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় অবৈধ পারাপার ও দালালচক্রের বিরুদ্ধে বিএসএফের এই অভিযানে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঝড়খালিতে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সুন্দরবনের ঝড়খালিতে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড়খালি কোস্টাল থানার অন্তর্গত ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর মণ্ডলের ২৬৭ নম্বর বুথের বিজেপি কর্মী বাপন মিস্ত্রি সোমবার রাতে দলীয় বৈঠক সেরে বাড়ি ফেরেন। গভীর রাতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুমিয়ে থাকার সময় আচমকা তাঁর বাড়িতে আগুন লাগে। বিজেপির অভিযোগ, ভোররাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই পরিকল্পিতভাবে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বাপন মিস্ত্রি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা কোনোমতে বাইরে বেরিয়ে আসেন। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে বালতিতে জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও ততক্ষণে বাড়ির অধিকাংশ সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাপন মিস্ত্রি বলেন, তভোররাতে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। সেই সময় দুষ্কৃতিরা আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।দ স্থানীয় বিজেপি নেতা সরোজ কুমার ঢালি দাবি করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন। ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

অভিযোগ জানাতে গিয়ে অপমানের অভিযোগ, মিনাখাঁ থানার ভূমিকা ঘিরে বিতর্ক

নয়া জামানা,মিনাখাঁ ঃ মিনাখাঁ থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে এক গৃহবধূ অপমান ও দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগকারিণীর দাবি, এলাকার অসামাজিক কার্যকলাপ ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দিতে থানায় গেলে এক পুলিশকর্মী তাঁর অভিযোগপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং অভিযোগপত্রটি তাঁর দিকে ছুড়ে দেন।

পাশাপাশি তাঁকে ভয় দেখিয়ে থানার বাইরে বের করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদিহাটি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপান, অশান্তি এবং বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, মদের নেশাকে কেন্দ্র করে চুরি, ছিনতাই-সহ নানা অপরাধমূলক ঘটনা বেড়ে চলেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকার বাসিন্দা প্রীতি মণ্ডল নামে এক গৃহবধূ স্থানীয় সমস্যার প্রতিকার চেয়ে মিনাখাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে যান।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর পোস্টের অভিযোগ, মিনাখাঁ থেকে গ্রেফতার যুবক

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে আপত্তিকর ও কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল মিনাখাঁ থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম মোশারফ তরফদার। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ থানার বাউখোলা এলাকায়। অভিযোগ, কয়েকদিন আগে তিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে একটি বিতর্কিত পোস্ট করেন। পোস্টটি প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় স্তরে আলোচনা শুরু হয় এবং মিনাখাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে মিনাখাঁ থানার পুলিশ। সংশ্লিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, তার উৎস এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখার পর পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরপর গতকাল রাতে বাউখোলা এলাকা থেকে মোশারফ তরফদারকে গ্রেফতার করা হয়। আজ ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং পোস্টটি কী উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, সেই বিষয়েও তদন্ত চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও ব্যক্তি বা জননেতাকে নিয়ে আইনবিরোধী, উসকানিমূলক বা মানহানিকর মন্তব্যের অভিযোগ উঠলে তা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হয়। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

লাভপুরে ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলায় গ্রেফতার চার

রূম্পা দাস,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে এবার বীরভূমের লাভপুর থেকেও গ্রেফতারির ঘটনা সামনে এল ।সোমবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে লাভপুরের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, লাভপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সালাম শেখ , মিঠু খলিফা এবং মমিন শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট-পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত একটি মামলায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে তাঁদের লাভপুর থানা থেকে পিজন ভ্যানে করে বের করা হলে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত মানুষজন গাড়ির লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন এবং চোর চোর বলে স্লোগান দিতে থাকেন ।তবে সেই সময় অভিযুক্তরা গাড়ির ভিতরে থাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ।পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বোলপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় এবং সেখান থেকে আদালতে ফেরার পথে গাড়ি থেকে নামানোর মুহূর্তে আব্দুল মান্নান ও সালাম শেখকে লক্ষ্য করে ফের ডিম নিক্ষেপ করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এই ঘটনায় দু'জনেই আঘাতপ্রাপ্ত হন। যদিও পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ ।মামলার শুনানিতে আব্দুল মান্নানকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। অন্যদিকে, সালাম শেখ, মিঠু খলিফা ও মমিন শেখের ক্ষেত্রে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা ।আদালত সেই আবেদন আংশিক মঞ্জুর করে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় ।উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিভিন্ন জেলায় ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে একাধিক তৃণমূল নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে লাভপুরে এই ধরনের অভিযোগে এত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের গ্রেফতারের ঘটনা এই প্রথম বলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বাজেটে ঘোষিত ‘বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট’, বীরভূমের পর্যটন মানচিত্রে নতুন পালক

কার্তিক ভান্ডারী,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্য বাজেটে ঘোষিত ‘বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট’ এবং হেরিটেজ কমিশন পুনর্গঠনের উদ্যোগে নতুন আশার আলো দেখছে বীরভূমের শক্তিপীঠগুলি। সোমবার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানান, রাজ্যের প্রধান শক্তিপীঠগুলিকে যুক্ত করে একটি শক্তিপীঠ সার্কিট গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থানের সংরক্ষণ, সংস্কার ও পর্যটন প্রসারের লক্ষ্যে হেরিটেজ কমিশন পুনর্গঠন করা হবে ।এই ঘোষণায় খুশি তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, কঙ্কালীতলা, ফুল্লরা ও নন্দীকেশ্বরী মন্দির কর্তৃপক্ষ।

অনেকের মতে, এর ফলে বীরভূমের পর্যটন নতুন গতি পাবে ও স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। একাধিক সতীপীঠ থাকার কারণে বীরভূমকে অনেকেই ‘শক্তিপীঠের জেলা’ বলে অভিহিত করেন।

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, অতীতেও বিভিন্ন শক্তিপীঠকে একত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। নতুন এই প্রকল্প কার্যকর হলে জেলার পর্যটন শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে’। বক্রেশ্বর মন্দির কমিটির সম্পাদক পীযূষ আচার্যও জানান, শক্তিপীঠ সার্কিট গড়ে উঠলে মন্দিরের পাশাপাশি এলাকারও উন্নয়ন হবে ।বোলপুরের কঙ্কালীতলা, যেখানে কথিত আছে দেবী সতীর কাঁকাল পতিত হয়েছিল ও লাভপুরের ফুল্লরা যেখানে দেবীর ওষ্ঠ পতিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস। এই সার্কিটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। সাঁইথিয়ার নন্দীকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেন, ‘শক্তিপীঠগুলিকে এক সূত্রে বাঁধার উদ্যোগ স্বাগত জানাই ।তবে নলহাটির নলাটেশ্বরী শক্তিপীঠকে সার্কিটের বাইরে রাখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। নলহাটি পার্বতী মাতা মন্দির ট্রাস্টের সম্পাদক সুনীল মস্করা বলেন, ‘আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও নলাটেশ্বরীকে অন্তর্ভুক্ত না করা দুঃখজনক ।এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানান।

নিখোঁজ হওয়ার পর পলাশিপাড়া পুলিশের তৎপরতায় অন্ধ্রপ্রদেশের প্রৌঢ় ফিরলেন স্বজনদের নিকট

পার্থ দাস বৈরাগ্য, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের এক প্রৌঢ়কে পরিবারের কাছে তুলে দিল পলাশিপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের নেলুর জেলার বালাজিনগর থানার অটোনগর গ্রামের ৪৫ বছরের সেলুপুরি অ্যাঙ্কায়া ভুলবশত পলাশিপাড়ার বার্নিয়ায় চলে আসেন ।গত চার-পাঁচ দিন আগে এলাকার সুরেন্দ্রনাথপুরে অঞ্চলে ক্ষুধা তৃষ্ণায় জর্জরিত হয়ে ভবঘুরের মতো তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ।এরপর এলাকার একটি খাবারের দোকানে গেলে সেখানকার কিছু লোক তাকে জিজ্ঞাসা করেন তার নাম ঠিকানা সম্পর্কে। কিন্তু প্রৌঢ় বাংলা ভাষা না বোঝায় ইশারায় তার মনের ভাব প্রকাশ করতে চান যে তিনি এখানকার বাসিন্দা নন। খাবারের দোকানে উপস্থিত লোকজন প্রথমে একটু অবাক হয় তার আচরণে কিন্তু পরবর্তীতে এটা বুঝতে পারা সম্ভব হয় যে তিনি তেলেগু ভাষায় কথা বলছেন। তারপরেই জানা যায় যে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন। তাকে একটি কাগজ-কলম দেওয়া হলে তিনি সেখানে নিজের সম্পূর্ণ তথ্য নাম ঠিকানা সমেত লিখে দেন। এরপর উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাকে তার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ায় তৎপর হয়ে ওঠেন। ঠিক করা হয় বিষয়টিকে সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করা হবে যাতে তার পরিবার পরিজনকে খুঁজতে এবং মানুষের মধ্যে এই খবরটি পৌঁছে দেওয়া যায় ।পাশাপাশি এলাকার মানুষ তাঁকে খাবারের ব্যবস্থা করে পুলিশকে বিষয়টি সম্পর্কে জানায়।

প্রসঙ্গত, সমাজ মাধ্যমে বিষয়টি শেয়ার করার পরই বাড়ির লোকজনের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয় এবং ভিডিও কলে অ্যাঙ্কায়ার কথাও বলানো হয়। পরিবারের সদস্যরা জানায় যেন অ্যাঙ্কায়াকে তারা সাবধানে তাদের কাছে রাখেন। তখন তাকে বার্নিয়া পুলিশ ফারিতে রাখা সয় ।অবশেষে মঙ্গলবার পলাশীপাড়া পুলিশের সহযোগিতায় পরিবারের কাছে অ্যাঙ্কায়াকে তুলে দেওয়া হয়। আপনজনকে ফিরে পেয়ে খুশি পরিবারের লোকজন।

তেহট্টে সব্যসাচী ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রীর বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি টাকার সোনা

সমীরণ বিশ্বাস,নয়া জামানা,নদীয়া ঃ বাড়ি তো নয়, যেন সোনার খনি। তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন কাউন্সিলার সব্যসাচী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার গভীর রাতে নদীয়ার তেহট্টে জেলা পরিষদ সদস্যা টিনা ভৌমিক সাহার বাড়িতে হানা দিল বিধাননগর পুলিশ। কিন্তু পুলিশ পৌঁছনোর আগেই বেগতিক বুঝে উধাও হয়ে যান তৃণমূল নেত্রী টিনা ।তল্লাশিতে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩ কেজি সোনার গয়না। তদন্তকারীদের অনুমান, উদ্ধার হওয়া সোনার বাজারমূল্য ৪ কোটি টাকারও বেশি। একই রাতে টিনার বাবার বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে নদীয়া জুড়ে। উল্লেখ্য,গত ৮ জুন তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর (দক্ষিণ) থানার পুলিশ ।এবারের বিধানসভা ভোটে বারাসত থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল, যদিও তিনি জিততে পারেননি। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেপ্তারির পর সব্যসাচীর একাধিক ঠিকানায় হানা দিয়ে প্রচুর বেনামি সম্পত্তির হদিশ মেলে। মিলেছে ৫টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধানও। এরপরেই তাঁকে জেরা করে ঘনিষ্ঠদের তালিকা পায় পুলিশ। সেই তালিকাতেই নাম ছিল নদীয়া জেলা পরিষদের সদস্যা টিনা ভৌমিক সাহার। টিনা ভৌমিক সাহা তৃণমূলের বঙ্গ জননী বাহিনীর নদীয়া জেলার সভানেত্রী ছিলেন। গত

লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁকে নদীয়া জেলা পর্যবেক্ষকের দায়িত্বও দিয়েছিল তৃণমূল ।স্থানীয়দের অভিযোগ, তখন থেকেই সব্যসাচী দত্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সোমবার রাতে ধৃত সব্যসাচীকে নিয়েই তেহট্টে টিনার বাড়িতে পৌঁছয় বিধাননগর থানার দল। কিন্তু তল্লাশির সময় বাড়িতে ছিলেন না টিনা। কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপার অতুল ভি বলেন, তল্লাশির সময়ে টিনা বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর খোঁজ চলছে ।উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ সোনার গয়নার মালিকানা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। গয়নাগুলি টিনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নাকি অন্য কোনও সূত্রে সেখানে মজুত রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে চলা তোলাবাজি মামলার সঙ্গে এই সোনার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তদন্তকারী সূত্রে খবর, আপাতত টিনাকে গ্রেপ্তার করা না হলেও দ্রুত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। টিনার বাড়ি থেকে বিপুল সোনা উদ্ধারের ঘটনায় সরব হয়েছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। নাম না করে তৃণমূল নেত্রীকে কটাক্ষ করে ফেসবুকে তিনি লেখেন, ‘সোনার চাপে পলাতক।’তিনি আরও অভিযোগ করেন, নদীয়ার এক পুরসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনার নেপথ্যেও টিনা-সহ অন্য তৃণমূল নেতাদের হাত রয়েছে। একইসঙ্গে তিনি জানান, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ‘শুদ্ধ তৃণমূল’ লড়বে ।মহুয়ার এই পোস্ট ঘিরে জেলার রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

জাল ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ, অভিযুক্তদের আগাম জামিন ঘিরে শোরগোল

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ নিখোঁজ মানসিক প্রতিবন্ধী মহিমা খাতুনের নামে ভুয়ো মৃত্যু শংসাপত্র তৈরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে কয়েক মাস ধরেই উত্তপ্ত ছিল রামপুরহাটের ভদ্রপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। সেই বহুচর্চিত মামলায় ভদ্রপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তনুজা খাতুন-সহ তাঁর পরিবারের চার সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তবে মামলার তদন্ত চলাকালীন রামপুরহাট মহকুমা আদালত অভিযুক্ত চার জনকেই আগাম জামিন মঞ্জুর করায় ঘটনাকে ঘিরে ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে জোর চর্চা ।অভিযোগকারী পক্ষের দাবি ছিল, নিখোঁজ মহিমা খাতুনের নামে ভুয়ো মৃত্যু শংসাপত্র তৈরি করে সরকারি ভাতা সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধা আত্মসাতের চেষ্টা করা হয়েছে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরেও আলোচনা শুরু হয় এবং ঘটনার তদন্তের দাবি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। যদিও অভিযোগ ওঠার পর থেকেই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন পঞ্চায়েত প্রধান তনুজা খাতুন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্যই এই অভিযোগ আনা হয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে তাঁরা পূর্ণ সহযোগিতা করছেন বলেও দাবি করেছেন অভিযুক্তরা। এদিকে আদালতের তরফে আগাম জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর প্রধানের সমর্থকরা এটিকে তাঁদের দাবির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, আইনি প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা রেখেই শুরু থেকে তদন্তে সহযোগিতা করা হয়েছে। আদালতের এই সিদ্ধান্তে তাঁরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তবে অভিযোগকারী পক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে নতুন কোনও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে আসেনি। তদন্তও এখনও চলমান রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে ভুয়ো মৃত্যু শংসাপত্র তৈরির অভিযোগে শুরু হওয়া এই বিতর্কের চূড়ান্ত সত্যতা কী, তা নির্ভর করছে তদন্তের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতের আইনি প্রক্রিয়ার উপর। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আদালতের আগাম জামিনের নির্দেশ মামলার নিষ্পত্তি নয়। তদন্ত শেষ হওয়ার পরই প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে। ফলে এই ঘটনাকে ঘিরে ভদ্রপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, তা আপাতত থামার কোনও লক্ষণ নেই।

জামাইষষ্ঠী কাটিয়ে ফিরেই মাথায় হাত !বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, খোয়া গেল নগদ ও গয়না

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা,নদীয়া ঃ পরিবারের সঙ্গে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরে দরজা খুলতেই চোখে পড়ে ভয়াবহ দৃশ্য। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ, আলমারি ও আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড ।অভিযোগ, ঘরের পেছনের জানালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে চোরের দল নগদ টাকা, সোনা-রুপোর গয়না সহ মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে ।ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত মেলের মাঠ এলাকায়। ভুক্তভোগী গোবিন্দ দাস জানান, গত শনিবার তিনি পরিবার-পরিজনকে নিয়ে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। সোমবার বাড়ি ফিরে দরজা খুলতেই দেখতে পান তাঁর তিনটি ঘর ও ঠাকুরঘরের সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে ।গোবিন্দ দাসের অভিযোগ, বাড়ির পেছনের একটি জানালা ভেঙে চোরেরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর বাড়ির চারটি ঘরে তছনছ চালিয়ে মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। তাঁর দাবি, সোনা ও রুপোর একাধিক গয়না, সোনার চেন, কানের দুল, বাসনপত্র এবং প্রায় ৫০ হাজার টাকা নগদ চুরি হয়েছে। তিনি জানান, নগদ টাকাগুলি ঘরের চালের ভিতরে লুকিয়ে রাখা ছিল। কিন্তু চোরেরা সেই লুকিয়ে রাখা জায়গাও খুঁজে বের করে টাকা নিয়ে যায় ।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ বাড়ি পরিদর্শন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে চোরেরা বাড়িতে প্রবেশ করল এবং এই চুরির সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।এলাকায় এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় চুরির ঘটনা বাড়ছে। তাই পুলিশি নজরদারি ও রাতের টহল আরও বাড়ানোর দাবি উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

তিন মাস পরও মিলল না মেয়ে ! কলকাতা গিয়ে ভেঙে পড়লেন অসহায় বাবা

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ সিউড়ির ডাঙালপাড়ার বাসিন্দা বছর চব্বিশের মেধাবী তরুণী অমৃতা সিংহের খোঁজ মিলছে না গত তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে। মেয়ের সন্ধানে তাঁর অসুস্থ বাবা অর্ধেন্দু সিংহ মেয়ের ছবি দেওয়া প্ল্যাকার্ড বুকে ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রামপুরহাট-সহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর সেই অসহায় আর্তি মানুষের মন ছুঁয়ে গিয়েছিল ।সামাজিক মাধ্যমেও ভাইরাল হয়েছিল সেই ছবি ।সম্প্রতি খবর আসে, কলকাতার বিধাননগরের সল্টলেকের ১৩ নম্বর ট্যাঙ্ক এলাকার কাছে এক তরুণীকে দেখা গিয়েছে, যিনি দেখতে অনেকটাই অমৃতার মতো।

এক অটোরিকশা চালক সেই তরুণীর ছবি তুলে অমৃতার বাবার কাছে পাঠান। খবর পেয়ে নতুন করে আশার আলো দেখেছিলেন অর্ধেন্দুবাবু। মনে হয়েছিল, হয়তো অবশেষে মেয়েকে ফিরে পাবেন ।সেই আশাতেই তড়িঘড়ি কলকাতায় ছুটে যান তিনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখতে পান, যাঁকে অমৃতা বলে মনে করা হয়েছিল, তিনি তাঁর মেয়ে নন। মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে যায় তিন মাসের জমে থাকা আশা। বুকভরা কষ্ট, চোখভরা জল আর আরও একবার মেয়েকে না পাওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে খালি হাতেই ফিরে আসতে হয় অসহায় বাবাকে ।অমৃতার খোঁজ এখনও মেলেনি ।পরিবারের এই কঠিন সময়ে অমৃতার দ্রুত সন্ধান এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা কামনা করছেন সকলে।

নদীয়ায় বেআইনি ওষুধের বড়সড় পর্দা ফাঁস !

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ায় বেআইনি ওষুধ কারবারের পর্দাফাঁস। বাজেয়াপ্ত হলো লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ, আটক ২ ।সূত্রের খবর,নদীয়ার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত বাদকুল্লা স্টেশনপাড়া এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি ওষুধের কারবার চলছিল বলে অভিযোগ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদীয়ার তাহেরপুর থানার পুলিশ এবং ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের যৌথ অভিযানে ওই বাড়িতে হানা দেওয়া হয় ।অভিযানে লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ ও বিভিন্ন মেডিকেল সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ মিত্র ও বাসন্তী দাস নামে দু'জনকে আটক করেছে ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। জানা যায় আটক ব্যক্তিরা বাদকুল্লা এলাকার বাসিন্দা ।পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারে, প্রায় দু'বছর ধরে বাড়িটি ভাড়া নিয়ে এই কারবার চালানো হচ্ছিল। তবে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাদকুল্লা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। উদ্ধার হওয়া ওষুধগুলির বৈধতা ও উৎস সম্পর্কেও তদন্ত চলছে পুলিশের তরফে ।সম্প্রীতি সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরেই একের পর এক কালোবাজারি এবং বেআইনি কারবারের পর্দা ফাঁস হচ্ছে। গ্রেপ্তার হচ্ছে একাধিক নেতা মন্ত্রী। এবার পুলিশের থাবা বেআইনি ওষুধ কারবারিদের উপর। যার সূত্রপাত এই প্রথম নদীয়ায়।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন ।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

হরমুজ বন্ধ হলেই ইরান ধ্বংস করব

ফের হুমকি ট্রাম্পের, পালটা তোপ তেহরানের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরান-আমেরিকা শান্তি বৈঠক চললেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবার তেহরানকে আক্রমণ করছেন। রবিবার লেবানন নিয়ে খামেনেইয়ের দেশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। সোমবার ফের ট্রাম্পের হুমকির মুখে ইরান। আমেরিকার সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ত্পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজে ইরান যদি কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে আমেরিকা ছেড়ে কথা বলবে না। দেশটিকে ধ্বংস করে ছাড়বে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ হলেই ধ্বংস করব ইরান। সুইজারল্যান্ডে শান্তি বৈঠকের মাঝেই তেহরানকে ফের হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পালটা তোপ দেগেছে ইরানও। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে তারা জানিয়েছে, শব্দচয়নে নজর দিন। আমেরিকার যে কোনও আগ্রাসনের জবাব দিতে প্রস্তুত ইরানের সশস্ত্র বাহিনী।

ইরান-আমেরিকা শান্তি বৈঠক চললেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবার তেহরানকে আক্রমণ করছেন। রবিবার লেবানন নিয়ে খামেনেইয়ের দেশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। সোমবার ফের ট্রাম্পের হুমকির মুখে ইরান। আমেরিকার সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ত্পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজে ইরান যদি কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে আমেরিকা ছেড়ে কথা বলবে না। দেশটিকে ধ্বংস করে ছাড়বে।দ শুধু তাই নয়, রবিবার লেবানন নিয়ে হুঁশিয়ারি দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, তলেবাননে ইরান সমর্থিত হেজবুল্লা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি যদি অশান্তি না থামায়, তাহলে ইরানের উপর আবারও হামলা হবে। আর আগের তুলনায় এই হামলা হবে আরও বড়, আরও জোরদার। ট্রাম্পের লাগাতার আক্রমণের পালটা জবাব দিয়েছে তেহরানও।

ইরানের প্রতিনিধি দলের সদস্য মহম্মদ বাঘের কলিবফ বলেন, তশব্দ চয়নে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ইরানের যে কোনও আগ্রাসনের জবাব দিতে প্রস্তুত তেহরান। বলে রাখা ভালো, পাকিস্তান এবং কাতারের মধ্যস্থতায় রবিবার সুইজারল্যান্ডে শান্তি বৈঠকে বসেছিল আমেরিকা এবং ইরান। পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ীভাবে শান্তি ফেরাতে কয়েকদিন আগেই

একটি মউ স্বাক্ষর করেছে ইরান এবং আমেরিকা। কিন্তু সমঝোতাপত্রের ১৪ দফা শর্ত বাস্তবায়িত এবং পর্যালোচনা করতেই মুখোমুখি হয় দুই পক্ষ। কিন্তু বৈঠকটি কতটা ইতিবাচক, তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, সূত্রের খবর, প্রথম ৮০ মিনিট সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয় আলোচনা। কিন্তু তারপর একটি বিরতি নেওয়া হয়। বিরতির পর ফের মুখোমুখি বসার কথা ছিল দু’পক্ষের। কিন্তু তার মাঝেই ট্রাম্পের হুমকির জেরে বৈঠক ছাড়েন ইরানি প্রতিনিধি দল।

চব্বিশের ব্যাচকে বিকশিত ভারতের রূপরেখা প্রধানমন্ত্রীর

ফাইলের পাহাড়ে আটকে থাকা সাবেকি আমলাতন্ত্রের দিন শেষ, এবার থেকে দেশের নাগরিকদেরই দেবতাজ্ঞানে পুজো করতে হবে নবীন আমলাদের। মঙ্গলবার নয়াদিল্লির সেবা তীর্থে ২০২৪ সালের ব্যাচের ১৮৩ জন শিক্ষানবিশ আইএএস বা ভারতীয় প্রশাসনিক আধিকারিকের মুখোমুখি হয়ে ঠিক

এই ভাষাতেই ‘নাগরিক দেবো ভব’ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতরে সহকারী সচিব হিসেবে কর্মরত এই তরুণ আমলাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, শুধুমাত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে নির্দেশ দেওয়াই শেষ কথা নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলোকে সহানুভূতির সঙ্গে বুঝে প্রযুক্তি আর উদ্ভাবনী চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে তার দ্রুত সমাধান করাই এক জন প্রকৃত আমলার প্রধান কাজ। দীর্ঘ দু’বছরের মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসা এই তরুণ আধিকারিকদের মনে করিয়ে দিয়ে মোদী বলেন, তাঁদের নেওয়া একেকটা সিদ্ধান্ত শুধু তাঁদের পেশাগত জীবনেরই নয়, বরং দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। তাই প্রতিটি সরকারি ফাইলের পাতায় পাতায় যে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, উদ্বেগ আর বেঁচে থাকার লড়াই লুকিয়ে থাকে, তা যেন তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে না যান। দুই হাজার সাতচল্লিশ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার যে স্বপ্ন কেন্দ্র দেখছে,

তাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে এই নবীন আমলাদের কাঁধেই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বর্তায়। আত্মনির্ভর ভারত থেকে শুরু করে মেক ইন ইন্ডিয়া বা কর্মসংস্থান;সব প্রকল্পেই এই তরুণ প্রজন্মকে কাঠামোগত বদল আনার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি এও মনে করিয়ে দেন যে, গত এক দশকে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় এক বিরাট রদবদল এসেছে, যেখানে কাজের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার চেয়ে কাজের বাস্তব ফলাফলের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। ডিজিটাল মাধ্যম আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও বেশি স্বচ্ছ ও জনমুখী করার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তথ্যের ভাণ্ডারকে নিছক কয়েকটি সংখ্যা হিসেবে না দেখে, তাকে সাধারণ মানুষের জীবনের আয়না হিসেবে দেখার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিষয় হল, এবারের এই শিক্ষানবিশ ব্যাচের চল্লিশ শতাংশেরও বেশি আধিকারিক হলেন মহিলা, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের এক অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জিতেন্দ্র সিং, পি কে মিশ্র, শক্তিকান্ত দাস, টি ভি সোমনাথনের মতো শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তারা।

আগামী দিনের এই কাণ্ডারিদের প্রতি মোদীর এই বলিষ্ঠ বার্তা বুঝিয়ে দিল, দেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও বেশি আধুনিক এবং মানবিক করার লক্ষ্যে কেন্দ্র কতটা বদ্ধপরিকর।

প্রসূতি খেলোয়াড়দের মাঠে ফেরাতে জয় শাহের সংস্থার নয়া দিশানির্দেশ

মাতৃত্ব মানেই কি খেলোয়াড় জীবনের ইতি? মেয়েদের ক্রিকেটে এই অলিখিত নিয়মটাই যেন এতকাল অলক্ষ্যে রাজত্ব করে আসছিল। গর্ভাবস্থায় শরীরের হাজারো বদল, আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে চূড়ান্ত আপস;সব মিলিয়ে বাইশ গজকে চিরতরে বিদায় জানানো ছাড়া মহিলা খেলোয়াড়দের সামনে কার্যত আর কোনও রাস্তাই খোলা থাকত না। কিন্তু এবার সেই চেনা ছবিতে আমূল বদল আনতে আসরে নামল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। খোদ জয় শাহের নেতৃত্বাধীন এই সংস্থা এবার মহিলা খেলোয়াড়দের জন্য নিয়ে এল এক যুগান্তকারী দিশানির্দেশ। যার মূল মন্ত্রই হল, দেশের হয়ে খেলা আর মাতৃত্ব;এই দুটির মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নেওয়ার কঠিন পরীক্ষার মুখে আর পড়তে হবে না মেয়েদের। সন্তান জন্মের পর কীভাবে একজন খেলোয়াড় ধাপে ধাপে নিজের পুরনো ছন্দে ফিরবেন, তার জন্য তৈরি করা হয়েছে ষোলো সপ্তাহের এক নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন রূপরেখা। নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, এই বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একজন সদ্য মা হওয়া খে লোয়াড় তাঁর শারীরিক সুস্থতা ফিরে পাওয়া থেকে শুরু করে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলার প্রস্তুতি;সবটাই করতে পারবেন একেবারে পেশাদার নজরদারিতে। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের দেখভালের জন্য নিয়োগ করা হবে একজন বিশেষ চিকিৎসক বা পেশি ও স্নায়ু বিশেষজ্ঞ। তিনি ওই খে লোয়াড়ের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির দিকে কড়া নজর রাখবেন এবং নিয়মিত মূল্যায়ন পত্র জমা দেবেন। মাঠে ফেরার আগে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের পেশির শক্তি এবং নমনীয়তারও কড়া পরীক্ষা নেওয়া হবে, এবং সেই পরীক্ষায় নির্দিষ্ট মান পেরোলেই তবে জুটবে বাইশ গজে নামার চূড়ান্ত ছাড়পত্র। চিকিৎসা পরামর্শদাতা কমিটির প্রধান ফিলিপ ইঙ্গে জানিয়েছেন, এই গোটা প্রক্রিয়াটি সদস্য দেশগুলোর নিজস্ব আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই করা হবে। যেমন ভারতে মহিলারা ছয় মাসের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি পান, সেই দিকটিও মাথায় রাখা

হবে। সব মিলিয়ে, মহিলাদের খে লার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার যুগে দাঁড়িয়ে নিয়ামক সংস্থার বর্তমান প্রধান জয় শাহের এই উদ্যোগ যে প্রসূতি খেলোয়াড়দের জন্য এক বিশাল বড় স্বস্তির হাওয়া বয়ে আনল, তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ছিপছিপে হওয়ার ইঁদুরদৌড়ে নয়া কাঁটা !

চটজলদি মেদ ঝরানোর জাদুকরী ওষুধের চক্করে অকালেই উধাও মুখের লাবণ্য

মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে তন্বী বা সুঠাম চেহারার অধিকারী হওয়ার দৌড়ে এখন গোটা বিশ্ব যেন এক জাদুকরী ওষুধের প্রেমে মশগুল। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো একদিকে যেমন বহু মানুষের ওজন কমিয়ে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে জাদুর মতো কাজ করছে, তেমনই এই চটজলদি রোগা হওয়ার চক্করে ত্বকের বারোটা বাজছে একেবারে নিঃশব্দে। সমাজমাধ্যমে যাকে বলা হচ্ছে ‘ওজেম্পিক মুখাবয়ব’ বা দ্রুত মেদ ঝরার কারণে বসে যাওয়া গাল। ওজন কমানোর

এই তথাকথিত বিপ্লবের আড়ালে ত্বকের যে কী মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়ে এবার রীতিমতো সতর্কবার্তা শোনালেন দেশের প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিপালি ভরদ্বাজ তাঁর সাম্প্রতিক বইয়ে এই বিষয়ে অত্যন্ত গভীর আলোচনা করেছেন।

তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, এই বিশেষ গোত্রের ওষুধগুলো ব্যবহারের ফলে এত দ্রুত শরীর থেকে মেদ ঝরে যায় যে, ত্বক সেই আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বা নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার পর্যাপ্ত সময়টুকুও পায় না। এর চরম মাশুল গুনতে হয় মুখমণ্ডলকে। মুখের চামড়া অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে পড়ে, চোখে র নীচে কালি আর বলিরেখা বড্ড অকালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মুখে র সেই চেনা ভরাট বা লাবণ্যময় ভাবটা পুরোপুরি উধাও হয়ে যায়।

ড্রাগনের দাদাগিরি রুখতে ভারতের নয়া তাস ক্যাঙ্গারু-দেশ

বিশ্ব রাজনীতির অস্থির দাবাখেলায় এখন সবচেয়ে বড় রণাঙ্গন বোধহয় উত্তাল সমুদ্র। আর সেই ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলরাশিতে চিনের একাধিপত্য ও আগ্রাসী আস্ফালন রুখতে এবার কোমর বেঁধে নামছে নয়াদিল্লি।

চিনের তথাকথিত ‘মুক্তোর মালা’ বা সামুদ্রিক ঘেরাটোপের ফাঁস আলগা করতে এবার ভারতের অন্যতম প্রধান এবং বিশ্বস্ত দোসর হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া।

চতুর্দেশীয় অক্ষ বা ‘কোয়াড’-এ আমেরিকার ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে যখন কূটনীতির অন্দরমহলে নানা জল্পনা ও অনিশ্চয়তা ঘুরপাক খাচ্ছে, ঠিক তখনই এই অঞ্চলে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ক্যাঙ্গারুর দেশের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে ভারত। সম্প্রতি দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠকে সেই কৌশলগত বোঝাপড়াই আরও মজবুত হয়েছে।

এই ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলপথ দিয়ে বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। অথচ, আফ্রিকার জিবুতি থেকে শুরু করে পাকিস্তানের গদর, শ্রীলঙ্কার

হাম্বানটোটা এবং মায়ানমারের কিয়াউকপিউ বন্দর পর্যন্ত সামরিক ঘাঁটি গেড়ে ভারতকে কার্যত চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলার ছক কষছে বেজিং। চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের মতো প্রকল্পের মাধ্যমেও নয়াদিল্লির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে তারা। অন্যদিকে, কোভিড-উনিশ মহামারির উৎস সন্ধানে স্বাধীন তদন্তের দাবি তোলার পর থেকে ২০২০ সাল থেকেই ক্যানবেরার সঙ্গেও বেজিংয়ের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, যার প্রভাব পড়েছে বাণিজ্যেও।

এই পরিস্থিতিতে দুই দেশেরই সাধারণ মাথাব্যথার কারণ এখন সেই লাল ড্রাগন। তাই চিনের দাদাগিরিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং সামুদ্রিক পথকে যে কোনও একক শক্তির আধিপত্য থেকে মুক্ত রাখতে ‘যৌথ সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা রূপরেখা’ চূড়ান্ত করার পথে হাঁটছে দুই দেশ। এর ফলে শুধু যে নজরদারি

বাড়বে তা নয়, আঞ্চলিক অস্থিরতা মোকাবিলায় যৌথ সামরিক নৌ-অনুশীলন এবং অত্যন্ত গোপনীয় গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের দরজাও খুলে যাবে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সাগরের বুকে চিনের এই মেকি দম্ভ চূর্ণ করতে গেলে শুধু কূটনৈতিক হাসিমুখই যথেষ্ট নয়,

বরং কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন এবং নৌবাহিনীর দ্রুত আধুনিকীকরণের দিকেও ভারতকে এবার কড়া নজর দিতে হবে।

এবার কেকেআরের ক্যাপ্টেন হার্দিক?

দলবদলের আবহে তুঙ্গে জল্পনা

পরের মরশুমে অজিঙ্ক রাহানে কেকেআরের অধিনায়ক থাকছেন না, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত হয়েই গিয়েছে। সেই শূন্যস্থান পূরণে দায়িত্ব কি হার্দিক পাণ্ডিয়ার কাঁধে দেওয়া হবে? এমনটাই শোনা যাচ্ছে ক্রিকেটমহলে কান পাতলে। চলতি বছরের আইপিএলের পর হার্দিককে 'তাড়াতে' চাইছে মুম্বই। সেই সুযোগেই কেকেআর তারকা অলরাউন্ডারকে দলে নিতে আগ্রহী। দুপক্ষের মধ্যে বেশ খানিকটা আলোচনা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, গতবছর আইপিএলের শেষদিকেই কেকেআর কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেছিল মুম্বই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। রাহানেকে সরিয়ে পাকাপাকিভাবে হার্দিককে নাইট অধিনায়ক করার পরিকল্পনা নাকি সেই সময় থেকেই। কিন্তু রিলায়্যান্সের এজিএম এবং অন্যান্য কারণে কিছু হয়ে ওঠেনি। তবে সম্প্রতি আবারও কেকেআর এবং মুম্বইয়ের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। বেশ কয়েক দফায় আলোচনা হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে। সহ অধিনায়ক রিঙ্কু সিং থাকলেও এখনই তাঁকে নেতা হিসাবে ভাবতে পারছে না নাইট শিবির। সেকারণেই হার্দিক দলে নিয়ে ক্যাপ্টেন করার পরিকল্পনা চলছে। তবে হার্দিকের সঙ্গে কোনও ক্রিকেটারকে ট্রেড করা হবে, নাকি স্রেফ ক্যাশ ডিল হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, এধরণের ট্রেডে হার্দিকের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা হবে না। তবে তাঁর আপত্তি থাকলে ট্রেড ভেস্তে যাবে। ঠিক এই কারণেই হার্দিককে নাইট জার্সিতে দেখার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু কেন? শোনা যাচ্ছিল রাজস্থান রয়্যালস হার্দিককে দলে নিতে ঝাঁপাতে পারে। কিন্তু সেখানে গেলে ক্যাপ্টেন্সি আদৌ হার্দিককে দেওয়া হবে কিনা সেই নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কেকেআরে সেই প্রশ্নের অবকাশই নেই। সেক্ষেত্রে হার্দিক নিজেই কেকেআরে যোগ দিতে রাজি হয়ে যেতে পারেন। যদিও গোটা বিষয়টি এখনও প্রাথমিক আলোচনার স্তরেই রয়েছে। প্রসঙ্গত, ছর তিনেক আগে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করেছিল মুম্বই। সেই সময় দেশজুড়ে ক্রিকেট-জনতার রোষে পড়তে হয় অলরাউন্ডারকে। ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্তাদের আশা ছিল, নিজের পারফরম্যান্সে সবটা ভুলিয়ে দেবেন হার্দিক। কিন্তু সেটা হয়নি।

অস্ট্রিয়া-ম্যাচে মেসির রেকর্ড ঘিরে চরমে বিতর্ক

একেই বলে বোধহয় শাঁখের করাত! একদিকে রেকর্ডের রাজমুকুট, অন্যদিকে রেফারির কৃপাদৃষ্টির জোরালো অভিযোগ। টেক্সাসের ডালাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয়ের রাতে লিয়োনেল মেসি যখন জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজেকে টপকে ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার (১৭টি গোল) অনন্য নজির গড়লেন, ঠিক তখনই তাঁর সেই ঐতিহাসিক প্রথম গোলটি নিয়ে শুরু হয়ে গেল তুমুল বিতর্ক। ফুটবল মহলের একাংশের স্পষ্ট দাবি, ওই গোলটি আদতে বৈধই নয়! সোমবারের গ্রুপ পর্বের এই ম্যাচে জোড়া গোল করে আর্জেন্তিনাকে বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে তুলে দিয়েছেন আর্জেন্তাইন জাদুকর। টানা দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট ঝুলিতে পুরে জর্ডনের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচটিকে কার্যত নিয়মরক্ষার ম্যাচে পরিণত করেছে লিয়োনেল স্কালোনির দল। কিন্তু অস্ট্রিয়া শিবিরের আক্ষেপ এবং বিশেষজ্ঞদের কড়া সমালোচনা সেই জয়ের আনন্দকে যেন কিছুটা হলেও ম্লান করে দিয়েছে। বিতর্কের সূত্রপাত সেই ঐতিহাসিক গোলের ঠিক আগের মুহূর্তে। মার্কিন সম্প্রচারকারী সংস্থায় বসে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি গোলরক্ষক পিটার স্মাইকেল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গোলটি কোনওভাবেই বহাল রাখা উচিত হয়নি। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, গোলের আক্রমণ তৈরির সময় অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার পিছন থেকে অস্ট্রিয়ার জাভার শ্লাগারকে ফাউল করে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। স্মাইকেলের কথায়, 'ওটা পরিষ্কার একটা ফাউল ছিল। ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভার-এর উচিত ছিল পিছিয়ে গিয়ে ফাউলটা দেখা। রেফারি একটা দৃশ্যমান এবং স্পষ্ট ভুল করেছেন এবং সেটা দেখে আমি সত্যিই হতাশ'। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগেও এমন দৃশ্যমান একটি ফাউল কীভাবে রেফারি ও ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির নজর এড়িয়ে গেল, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। চলতি বিশ্বকাপে রেফারির বিরুদ্ধে এই তথাকথিত 'মেসি-প্রীতি' নিয়ে বিতর্ক অবশ্য এটাই প্রথম নয়। এর আগে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্তিনার প্রথম ম্যাচেও রেফারির ভূমিকা আতসকাঁচের তলায় এসেছিল। সেই ম্যাচের ৩০ মিনিটে আলজিরিয়ান ডিফেন্ডার আইসা মান্ডির ওপর মেসির একটি মারাত্মক বিপজ্জনক ফাউলের পরও তাঁকে লাল কার্ড দেখতে হয়নি। সেই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ আলজিরিয়ান ফুটবল ফেডারেশন সরাসরি ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করেছিল। তাঁদের দাবি ছিল, মেসির ওই ফাউল তো বটেই, পাশাপাশি কনুই চালানোর আরও দুটি ঘটনায় রেফারি ও ভার চোখ বুজে ছিল, যা চূড়ান্ত অন্যায্য। আলজিরিয়ান কর্তাদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, আর্জেন্তিনা শক্তিশালী দল ঠিকই, কিন্তু চোখের সামনে এমন অবিচার মেনে নেওয়া যায় না। অস্ট্রিয়া ম্যাচের পর সেই পুরনো ক্ষতে ফের প্রলেপ পড়েছে। ফিফা এখনও পর্যন্ত অস্ট্রিয়া ম্যাচের এই গোল বিতর্ক নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেও, রেকর্ডবুকে মেসির ১৭ নম্বর গোলের পাশে বিতর্কের একটা অদৃশ্য তারাচিহ্ন যে ফুটবল বিশ্ব ইতিমধ্যেই সেঁটে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

পেনাল্টি নষ্টের 'রাগ' সুদে-আসলে মেটালেন মেসি

মহাতারকাদের মহত্ব বোধহয় এখানেই, নিজের সামান্যতম ব্যর্থতার খাঁদ থেকেও তাঁরা মুহূর্তে টেনে আনেন সাফল্যের এভারেস্ট। সোমবার রাতে টেক্সাসের ডালাস কাউবয়েজের ঘরের মাঠে যখন অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি আর্জেন্তিনা, ম্যাচের শুরুতেই পেনাল্টি মিস করে বসেন নীল-সাদা শিবিরের মহাধিনায়ক লিয়োনেল মেসি। গোলশূন্য অবস্থায় তাঁর দুর্বল শট পোস্টের বাইরে চলে যেতেই গ্যালারিতে তখন আশঙ্কার মেঘ। কিন্তু নিজের ওপর জমে থাকা সেই তীব্র 'রাগ' আর ক্ষোভকেই যেন গোলের বারুদে রূপান্তর করলেন ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই জাদুকর। প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটে তাঁর মাপা শটে প্রথম গোল আসতেই ডালাসের গ্যালারিতে তখন উন্মাদনা। এই গোলেই জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজেকে টপকে বিশ্বমঞ্চে সর্বোচ্চ ১৭টি গোলের একক মালিকানা পেয়ে যান তিনি। তবে গল্প এখানেই শেষ নয়। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইমে অর্থাৎ অতিরিক্ত সময়ে নিজের ১৮ নম্বর গোলটি করে আর্জেন্তিনাকে ২-০ ব্যবধানে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের টিকিটও নিশ্চিত করে দেন এই মহাতারকা। আগামী বুধবারই ৩৯ বছরে পা দিতে চলা মেসির পেনাল্টি ভাগ্য অবশ্য বরাবরই কিছুটা অম্লমধুর। এর আগে ২০২২ সালের বিশ্বকাপজয়ী অভিযানে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভয়চেক শেচসনির হাতে তাঁর পেনাল্টি প্রতিহত হয়েছিল, আবার ২০১৮ সালেও একই ভুল করেছিলেন তিনি। এবারের টুর্নামেন্টে নামার আগেও তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে একরাশ ধোঁয়াশা ছিল। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে নিজের চোট এবং ফর্ম নিয়ে সমস্ত সংশয় এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ইন্টার মায়ামির এই তারকা। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এই কঠিন জয়ের পর মেসি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'পেনাল্টিটা মিস করার পর নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয়েছিল, খুব বাজে শট মেরেছিলাম। ভাগ্যিস আমরা পরিস্থিতি দ্রুত সামলে নিয়ে লিড পেতে পেরেছি এবং গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পয়েন্ট পেয়েছি'। বর্তমান ফুটবলে কোনও ম্যাচই যে সহজ নয়, তা মনে করিয়ে দিয়ে মেসি বলেন, 'এই বিশ্বকাপে প্রতিটি ম্যাচই চরম হাড্ডাহাড্ডি, কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছে না'। টানা দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়ে নকআউট নিশ্চিত হলেও লিয়োনেল স্কালোনির দল এখনই থামতে নারাজ। গ্রুপের শেষ ম্যাচে জর্ডনের বিরুদ্ধে স্কালোনি তাঁর প্রধান অস্ত্রকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন, কিন্তু মেসি নিজে চান পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের পর্বে যেতে। আর্জেন্তাইন অধিনায়কের স্পষ্ট বার্তা, 'আমরা আর্জেন্তিনা, যে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই আমরা সব সময় জয়ের জন্য মাঠে নামি'।

শেষ বত্রিশের টিকিট পকেটে পুরে ফরাসি যুদ্ধের প্রস্তুতি নরওয়ের

বিশ্ব ফুটবলের মহারণ যখন মার্কিন মুলুকে তার নিজের ছন্দে ফুটছে, তখন নিউ জার্সির সবুজ গালিচায় এক নীল চোখের গোল-মেশিন যেন বিপক্ষ রক্ষণকে ফালাফালা করার শপথ নিয়েছেন। তিনি আর্লিং ব্রট হালান্ড।

সোমবার রাতে সেনেগালের বিরুদ্ধে নরওয়ের ৩-২ গোলে জয়ের রূপকার শুধু তিনিই নন, বরং তাঁর জোড়া ফলাই এখন নরওয়েকে বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের নকআউট মঞ্চে পৌঁছে দিল এক ম্যাচ বাকি থাকতেই। লিয়োনেল মেসি কিংবা কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোলের দিনে ম্যানচেস্টার সিটির এই মহাতারকা বুঝিয়ে দিলেন, বিশ্বমঞ্চে তিনিও কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নন।

৫২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁর গোল সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে অবিশ্বাস্য ৫৯-এ। তবে এই জয়ে নরওয়ের যেমন আক্রমণাত্মক দাপট ছিল, তেমনই সেনেগালের রক্ষণভাগের কঙ্কালসার চেহারাটাও প্রকট হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কালিদু কুলিবালির জঘন্য কিছু ভুল আফ্রিকান সিংহদের ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে দিল। ম্যাচের প্রথমার্ধে জুলিয়ান রাইয়ারসন চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ায় নরওয়ে শিবিরে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হলেও, পরিবর্ত হিসেবে নামা মার্কাস হোমগ্রেন পেডারসেন সেই খামতি বুঝতে দেননি। কুলিবালির এক মারাত্মক ভুলে বক্সের ঠিক বাইরে বল পেয়ে যান পেডারসেন, আর তাঁর মাটি ঘেঁষা শট সেনেগালি গোলরক্ষক এদুয়ার্দ মেন্দির শরীরের তলা গলে জালে জড়িয়ে যায়। বিরতির ঠিক পর, ম্যাচের বয়স যখন ৪৮ মিনিট, তখন নরওয়ের অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডের এক মাপা পাস ধরে প্রতি-আক্রমণ থেকে মেন্দির মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন হালান্ড। এই গোলের পর সেনেগালের সাদিয়ো মানের চমৎকার একটা ফ্লিক থেকে বল পেয়ে ইসমাইলা সার ব্যবধান কমালেও তা আফ্রিকান দেশটিকে স্বস্তি দিতে পারেনি। আবারও কুলিবালির বল ক্লিয়ার করার ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে প্যাট্রিক বার্গের ক্রস থেকে হালান্ড যে দর্শনীয় ভলিতে নরওয়ের তৃতীয় গোলটি করলেন,

তা দেখে গ্যালারির নরওয়েজিয়ান সমর্থকেরা বিখ্যাত 'নৌকো বাওয়ার' উল্লাসে ফেটে পড়েন। চোটের কারণে সেনেগালের গোলপোস্টে মেন্দির জায়গায় মরি দিয়াও এলেও ম্যাচের ভাগ্য বদলায়নি। যদিও ম্যাচের শেষ লগ্নে সার নিজের দ্বিতীয় গোল করে লড়াই জমিয়ে দিয়েছিলেন। এই নাটকীয় জয়ের ফলে গত ১৮টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে হারা নরওয়ে এখন আগামী শুক্রবার বস্টনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গ্রুপের

শীর্ষস্থান দখলের মহালড়াইয়ে নামবে। অন্যদিকে, সেনেগালের বিশ্বকাপ অভিযান টিকিয়ে রাখতে গেলে শেষ ম্যাচে ইরাকের বিরুদ্ধে অল-আউট ঝাঁপানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা নেই।

প্রকৃতির ভ্রুকুটি উড়িয়ে অনায়াস জয়ে শেষ বত্রিশে ফ্রান্স

আমেরিকার খামখেয়ালি আবহাওয়া আর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দাপট যদি সাময়িক বিরতি টানতে পারে, তবে ফরাসি বিপ্লবের গতি রুদ্ধ করবে কে! ফিলাডেলফিয়ার মাঠে অন্তত তেমন কারও খোঁজ মিলল না, বরং ইরাকের রক্ষণকে কার্যত ছেলেখেলা করে টানা দ্বিতীয় জয়ে বিশ্বকাপের নকআউটের টিকিট অনায়াসেই পকেটে পুরে নিল ফরাসি শিবির। ৩-০ গোলের এই দাপুটে জয়ে ফ্রান্সের প্রধান নায়ক সেই চেনা মুখ, কিলিয়ান এমবাপে, যাঁর জোড়া গোলের পাশাপাশি উসমান দেম্বেলের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার গোল ফরাসিদের এই জয়কে আরও মসৃণ ও বর্ণময় করে তুলেছে। নিজের ১০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমে এমবাপে শুরু থেকেই ছিলেন প্রবল চনমনে। ম্যাচের ১৪ মিনিটে মাইকেল ওলিসের সঙ্গে দুর্দান্ত বোঝাপড়ায় পেনাল্টি এলাকার ঠিক বাইরে থেকে বাঁ পায়ের এক জোরালো শটে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি।

ইরাকের গোলরক্ষক আহমেদ বাসিল কিছুটা ছুঁয়ে ফেললেও গোলের পতন রুখতে পারেননি। এই গোলের পরেই প্রকৃতির রোষানলে পড়ে প্রায় দুই ঘণ্টা খেলা বন্ধ থাকে। তবে দীর্ঘ বিরতির পর মাঠে ফিরে এসেও ফরাসিদের আক্রমণের ধার একটুও কমেনি, উলটে ৫৪ মিনিটে ইরাকের রক্ষণের এক চরম উপহারে দ্বিতীয় গোল পেয়ে যান এমবাপে। গোল কিকের পর রেবিন সুলাকার একটি পেছন দিকে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে গোলরক্ষক বাসিল যে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেন, তার পুরো ফায়দা তুলে নেন দেম্বেলে। তিনি চটজলদি বল কেড়ে নিয়ে এমবাপেকে বাড়াতেই ফাঁকা জালে বল ঠেলে দিতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি ফরাসি তারকা।

বহুমাত্রিক ও বিরল প্রতিভাবান

কবি বন্দে আলী মিয়া

বিশ্বসাহিত্যে অমর কথাসাহিত্যিক কবি বন্দে আলী মিয়া। তাঁর মূল্যবান রচনা পড়লে মনের আকাশজুড়ে এক অনন্য নিদর্শন আকাশ তৈরি হয়। গান, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্যনাটক, গীতিনকশা, রূপকথা, জীবনী, ছোটদের জন্য অফুরন্ত রচনা, স্মৃতিকথাসহ একাধিক বিষয়ে বই লিখেছেন কবি বন্দে আলী মিয়া। সাহিত্যসেবায় তাঁর অনন্য প্রয়াস সার্থক করেছে বাংলাকে। তাঁর রচিত কাব্য ও শিশুসাহিত্য সমগ্র বাংলাকে নতুন আলোকে আলোকিত করেছে। তবু তিনি অনাদরে বিস্মৃতির অন্তরালে রয়ে গেলেন। কেন তিনি আজ বড় প্রাসঙ্গিক হয়েও আড়ালে রয়ে যাচ্ছেন? তার উত্তর আজও অধরা। মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেন যে লেখক, সেই লেখক যদি উপেক্ষিত হন, তবে কার না দুঃখ হয়! 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর/ থাকি সেথা সবে মিলে-নাহি কেহ পর'খ্যাত কবিকে আমরা ভুলে যাচ্ছি একটু একটু করে। এই বঙ্গে তাঁর চর্চা হচ্ছে কই?পাঠ্যপুস্তকেও এই খ্যাতিমান কবি ব্রাত্য থেকে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। শিশু ও বড়দের অনুপ্রেরণা দিতে ও নতুন সাহিত্য সাধনায় এগিয়ে আসতে সাহস জোগান এসব কবি, সাহিত্যিক। উপেক্ষিত ও বিস্মৃতির অন্তরালে রয়ে যাওয়া বিরল কবি ও কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি বন্দে আলী মিয়া। সাহিত্যচর্চা নিয়ে আমাদের ভাবার সময় এসেছে। তাঁর রচিত বইগুলো নতুন করে প্রকাশিত হোক। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তাঁর রচনাসমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ নিক। কবির পাঠকেরা এখন চাইছেন এক মলাটে কবিকে পেতে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে। কিছু গ্রন্থের নাম তুলে ধরছি। আশা রাখছি, পাঠকদের মন ভরে যাবে। এই কবির লেখা গ্রন্থ পড়লে মনের প্রসারতা বাড়ে, অনন্ত ভালো লাগায় মেতে ওঠা যায়।

বিশ্বসাহিত্যে অমর কথাসাহিত্যিক কবি বন্দে আলী মিয়া। তাঁর মূল্যবান রচনা পড়লে মনের আকাশজুড়ে এক অনন্য নিদর্শন আকাশ তৈরি হয়। গান, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্যনাটক, গীতিনকশা, রূপকথা, জীবনী, ছোটদের জন্য অফুরন্ত রচনা, স্মৃতিকথাসহ একাধিক বিষয়ে বই লিখেছেন কবি বন্দে আলী মিয়া। সাহিত্যসেবায় তাঁর অনন্য প্রয়াস সার্থক করেছে বাংলাকে। তাঁর রচিত কাব্য ও শিশুসাহিত্য সমগ্র বাংলাকে নতুন আলোকে আলোকিত করেছে। তবু তিনি অনাদরে বিস্মৃতির অন্তরালে রয়ে গেলেন। কেন তিনি আজ বড় প্রাসঙ্গিক হয়েও আড়ালে রয়ে যাচ্ছেন? তার উত্তর আজও অধরা। মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেন যে লেখক, সেই লেখক যদি উপেক্ষিত হন, তবে কার না দুঃখ হয়! 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর/ থাকি সেথা সবে মিলে-নাহি কেহ পর'খ্যাত কবিকে আমরা ভুলে যাচ্ছি একটু একটু করে। এই বঙ্গে তাঁর চর্চা হচ্ছে কই?পাঠ্যপুস্তকেও এই খ্যাতিমান কবি ব্রাত্য থেকে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। শিশু ও বড়দের অনুপ্রেরণা দিতে ও নতুন সাহিত্য সাধনায় এগিয়ে আসতে সাহস জোগান এসব কবি, সাহিত্যিক। উপেক্ষিত ও বিস্মৃতির অন্তরালে রয়ে যাওয়া বিরল কবি ও কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি বন্দে আলী মিয়া। সাহিত্যচর্চা নিয়ে আমাদের ভাবার সময় এসেছে। তাঁর রচিত বইগুলো নতুন করে প্রকাশিত হোক। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তাঁর রচনাসমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ নিক। কবির পাঠকেরা এখন চাইছেন এক মলাটে কবিকে পেতে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে। কিছু গ্রন্থের নাম তুলে ধরছি।

১৯০৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর বন্দে আলী মিয়া জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশের রাধানগর গ্রামে। পিতা মুনশি উমেদ আলী মিয়া ও মাতা নেকজান নেসা ছিলেন শিক্ষানুরাগী। বাংলা সাহিত্যে বিরল প্রতিভা ও সব পল্লিকবির মধ্যে অন্যতম ছিলেন বন্দে আলী মিয়া। সাহিত্যকীর্তিতে তিনি যে উচ্চতায় উঠতে পেরেছিলেন, তার জন্য তিনি মনে করেন তাঁর মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। মায়ের মুখের অফুরন্ত গল্প ও রূপকথা শুনেই বড় হচ্ছিলেন বন্দে আলী মিয়া।জীবনের শুরুতে প্রথাগত শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। কয়েক বছর পর বন্দে আলী মিয়া বাংলাদেশের পাবনা শহরের মজুমদার একাডেমিতে ভর্তি হন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়া শেষ হলে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে চিত্রবিদ্যায় ভর্তি হন কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট একাডেমিতে। চিত্রবিদ্যা নিয়েই ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে বন্দে আলী মিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে পড়াশোনার সময় তিনি 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন কিছুদিন।

সাহিত্য সাধনায় নিজেকে ওই সময় থেকেই উজাড় করে দিতে লাগলেন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'চোর জামাই' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে। এটি একটি শিশুতোষ গ্রন্থ। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল শিক্ষকতা দিয়ে, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা করপোরেশন স্কুলে। প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হলো ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে, 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' নামে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ময়নামতির চর' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের সব কবিতা পাঠককেই মুগ্ধ করেছিল। সাহিত্য আলোচকদের মনেও দাগ কাটে ওই কাব্যগ্রন্থ। ওই সময়েই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন তিনি। বন্দে আলী মিয়ার রচিত লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রতিষ্ঠিতদের পাশে প্রকাশিত হতে লাগল। 'ময়নামতির চর' কাব্যটি পড়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চ প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন কবি বন্দে আলী মিয়াকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই চিঠির শেষে লিখেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্যে তুমি আপন বিশেষ স্থানটি অধিকার করতে পেরেছ বলে আমি মনে করি।' বিশ্বকবির ওই মূল্যায়ন সার্থক হয়। তিনি লেখালেখির জীবনে একটা দারুণ উৎসাহ পেয়ে গেলেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে বন্দে আলী মিয়ার আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'অনুরাগ' প্রকাশিত হলো। তারপর কবিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল 'স্বপ্নসাধে', 'মৃগপরী', 'বোকা জামাই', 'লীলাকমল', 'কামাল আতাতুর্ক', 'মধুমতির চর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। কবি শিক্ষকতার পাশাপাশি শিল্পকলাতেও সুনাম অর্জন করেন। তিনি ছবি আঁকতেন মনের বিশাল ক্যানভাসকে ছবিতে উদ্ভাসিত করতে। গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র চিত্রায়ণ থেকে পেশাদারি ছবিও এঁকেছেন তিনি অঢেল।১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগ কবিকে ছিন্নমূল করে দিল। অবশেষে তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে যান নিজ গ্রামে। বাংলাদেশে ফিরে তিনি বেকার হয়ে পড়লেন। বই লিখে ও ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। দেশভাগ কবি বন্দে আলী মিয়া মেনে নিতে পারেননি। ওই সময় তিনি গভীর বেদনায় ভেঙে পড়েন। তিনি চেয়েছিলেন দুই বাংলাকে একসূত্রে বাঁধতে। দুই বাংলার মিলন প্রয়াসে তাঁর রচিত সাহিত্য পড়লে আমাদের চিবুক চোখের জলে ভিজে যায়। কবি 'কিশোর পরাগ', 'জ্ঞানবার্তা' নামে শিশু পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। কবি হিসেবে বিখ্যাত হলেও সাহিত্যের প্রায় সব বিষয়ে তিনি বলিষ্ঠ বিচরণ করেছেন। কিন্তু আমরা তাঁর সাহিত্যসেবার সুফল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি না কি! বাংলা সাহিত্যে এমন শক্তিশালী কবি ও সাহিত্যিক কম উঠে এসেছেন। তাঁর রচিত 'পদ্মানদীর চর', 'দিবাস্বপ্ন', 'তাসের ঘর', 'মনের ময়ূর', 'নীড়ভ্রষ্ট', 'ডাইনি বউ', 'রূপকথা', 'অরণ্য গোধূলি' গ্রন্থ পাঠ করলে মনের আকাশ কার না সমৃদ্ধ হয়! তিনি যখন রেডিওতে চাকরি করতেন, তখন তিনি গল্পদাদু নামে শিশুদের মন জয় করে নেন। কারণ, বাচ্চাদের জন্য রেডিওতে প্রচারিত হতো 'সবুজ মেলা' নামে এক অনুষ্ঠান।কবি শিশুদের মন ভরাতে ওই অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করতে নিজেই শিশুদের উপযোগী গল্প শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। যার ফলে বেতারে প্রচারিত 'সবুজ মেলা' অনুষ্ঠানটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে চাকরি করার সময় বন্দে আলী মিয়া প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'দক্ষিণ দিগন্ত' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে। 'কথিকা ও কাহিনি' ও 'ধরিত্রী' নামে পরবর্তী সময়ে প্রকাশ পায়। কবি নাটক রচনাতেও বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। 'বৌদিদির রেস্টুরেন্ট', 'জোয়ার-ভাটা', 'গাধা হাকিম', 'উদয় প্রভাত'সহ আরও ১৪টি অতি উচ্চমানের নাটক পাঠকদের উপহার দিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া তিনি হাস্যকৌতুক সৃষ্টিতেও দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি শিশুতোষ জীবনীগ্রন্থ, যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। এসব গ্রন্থ পাঠ করলে বাচ্চারা এবং সব পথভ্রষ্ট মানুষ আদর্শ মানুষ হওয়ার রসদ পাবে বলে আমার বিশ্বাস। উদাহরণস্বরূপ 'হযরত আবু বক্কর', 'হযরত ওমর ফারুক', 'হাজী মহসিন', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'ছোটদের সিরাজদৌল্লা', 'বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু', 'মীর মশাররফ হোসেন', 'ছোটদের কলম্বাস', 'ছোটদের আব্রাহাম লিংকন', 'ছোটদের সোহরাওয়ার্দী', 'মহাত্মা গান্ধী', 'বেগম রোকেয়া', 'হিটলার', 'রাবেয়া বসরী', 'শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। তাঁর রূপকথার গ্রন্থ পাঠ করে আমরা সমৃদ্ধ না হয়ে পারি না। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সংগীত রচনাতেও তিনি ছিলেন দক্ষ। বন্দে আলী মিয়া রচিত গানের বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'কলগীতি', 'সুরলীলা' প্রভৃতি। তাঁর গানের বইয়ে আমরা যেমন পাই পল্লিগীতি, তেমনি আছে দেশের গান, মরমি গান ও হাসির গান। বিখ্যাত শিল্পীরা তাঁর গানে সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন। গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্যনাটক, গীতিনকশা, রূপকথা, জীবনী, গল্পকথা, ছোটদের জন্য প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। তাঁর রচিত কাব্য ও শিশুসাহিত্য সমগ্র বাংলাকে নতুন আলোকে আলোকিত করেছে যেমন, তেমনই সাহিত্যপথেরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তবু কবি অনাদরে বিস্মৃতির অন্তরালে রয়ে গেলেন আমাদের ভুল পদক্ষেপে। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর চর্চা হচ্ছে কই? পাঠ্যপুস্তকেও কবি ব্রাত্য থেকে যাচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কবি বন্দে আলী মিয়ার ব্যাপারে একটু সজাগ হলে ভালো হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সঠিক উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে। কাজী নজরুল ইসলামের নামে বিশ্ববিদ্যালয়, নজরুল তীর্থ ও কাজী নজরুল ইসলাম একাডেমি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। কবি বন্দে আলী মিয়ার মর্যাদা সন্ধানে বাঙালি সমাজকেই আরও এগিয়ে আসতে হবে।প্রকৃত অর্থে ঘরে ঘরে কবি বন্দে আলী মিয়ার চর্চা করা জরুরি বলে মনে করি। কবি বন্দে আলী মিয়া বিশাল সাহিত্য সাধনা করেছেন। এখানে তাঁর জীবনের অনন্ত সৃষ্টির অল্প দিক তুলে ধরার এক আন্তরিক চেষ্টা করলাম। যদি সঠিক পদক্ষেপে তাঁর মূল্যায়ন হয়, তাহলে এই প্রয়াস সার্থক হবে। কবি বন্দে আলী মিয়া ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুন রাজশাহীতে পরলোকগমন করেন। তাঁর মূল্যবান সাহিত্য নির্মাণ বাংলা সাহিত্যভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে ইতিমধ্যেই। বিশ্বজুড়ে কবি বন্দে আলী মিয়া ছড়িয়ে পড়েছেন তাঁর বলিষ্ঠ ও সাহিত্যরসে পূর্ণ লেখার গুণে।

সম্পাদক : মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।